শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-সাহিত্য

কলিকাতা এলবার্ট হলে বঙ্গাব্দ ১৩৩৬
১৯শে শ্রাবণ তারিখে

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের
অনুকম্পিত

গৌড়ীয়-সম্পাদক
শ্রীমৎসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ
কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম

দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌরাব্দ ৪৪৩

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্
কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে

কর্ত্তৃক প্রকাশিত

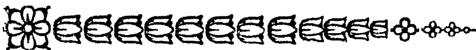
২৪৩।২ অপার সারকুলার রোড্
কলিকাতা গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে
শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত

গৌড়ীয়-সাহিত্য

—:*:—

বিষয়-সূচী

বিষয়	পত্রাঙ্ক





"কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তনকলাপাথোজনি ভ্রাজিতা
সদ্ভক্তাবলিহংসচক্রমধুপশ্রেণীবিহারাস্পদম্ ।
কর্ণানন্দিকলধ্বনির্বহতু মে জিহ্বামরুপ্রাঙ্গণে
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব লসল্লীলাসুধাস্বধুনী ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-সাহিত্য *



গুরুবন্দনামুখে মঙ্গলাচরণ

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ॥

বক্তার অযোগ্যতা জ্ঞাপন ও আশাবন্ধ

মাননীয় সভাপতি মহোদয় ও সমবেত সজ্জন-সঙ্ঘ, আমি আপনাদিগকে যথোচিত অভিবাদন জানাচ্ছি। আপনাদের করুণা, উৎসাহ ও আদেশ শিরে গ্রহণ ক'রে

---

* গত ১৯শে শ্রাবণ (১৩৩৬) রবিবার কলিকাতা এলবার্ট হলে "গৌড়ীয়"-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ কর্ত্তৃক বক্তৃতা। সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ-আসনের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ডাঃ ভাগবত কুমার শাস্ত্রী এম, এ, পি, এইচ, ডি।

এবং আপনাদের স্বভাব-সুলভ ক্ষমা ও স্নেহের আশাবন্ধ হৃদয়ে ধারণ ক'রে আজকার নৈবেদ্য পরিবেশন করবার জন্য উপস্থিত হ'য়েছি।

"গৌড়ীয়-সাহিত্য"—অভিধেয়-তত্ত্বান্তর্গত

আজকার নৈবেদ্য—'গৌড়ীয়-সাহিত্য'। গত সপ্তাহের অভিভাষণে আমরা আলোচনা ক'রেছি যে, আমাদের তিন দিনসের অভিভাষণ একটা বৈষ্ণব-বৈদান্তিক-প্রণালীতে সজ্জিত হ'য়েছে। গত সপ্তাহের 'গৌড়ীয়-গৌরব'-শীর্ষক অভিভাষণে আমরা প্রয়োজনতত্ত্ব বিচার ক'রেছি, আজ আমাদের 'গৌড়ীয়-সাহিত্য'-অভিভাষণের বিচার্য্য বিষয়—অভিধেয়তত্ত্ব। আগামী সপ্তাহে মদীয় আচার্য্যদেব 'গৌড়ীয়-দর্শন'-শীর্ষক অভিভাষণে বিষদ্‌ভাবে সম্বন্ধতত্ত্বের আলোচনা কর্‌বেন।

'গৌড়ীয়'-শব্দের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য

সেদিন 'গৌড়ীয়-গৌরব'-মধ্যে 'গৌড়ীয়' শব্দের তাৎপর্য্য অনেকটা আলোচিত হ'য়েছে, সুতরাং আলোচিত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন মনে ক'রে আমরা 'গৌড়ীয়' শব্দে সারস্বত, কান্যকুব্জ, উৎকল, মৈথিল, মধ্য-গৌড় বা বঙ্গ—এই পঞ্চ-গৌড়ের অধিবাসী, অথবা আরও ব্যাপক অর্থে রজতপীঠপুরন্দর গৌড়পূর্ণানন্দের অন্বয় অর্থাৎ ব্রহ্মমাধ্ব-পরম্পরায় মহাপ্রভুর সর্ব্বদেশী ও সার্ব্বজনীন বৈদান্তিক-সিদ্ধান্তের বিচার গ্রহণকারি-মাত্রকেই 'গৌড়ীয়' বলতে পারি।

'সহিত' বা 'সাহিত্য'—বিচিত্রতা-জ্ঞাপক

'সহিত'-শব্দ ষ্যঞ্ অথবা সম্-হিত-ষ্যঞ্ ক'রে 'সাহিত্য'-শব্দ নিষ্পন্ন। 'সাহিত্য'-শব্দে সংসর্গ, মৈত্রী অথবা সম্যক্ হিতকারক সুসন্নিবিষ্ট-বাক্য-পরম্পরা বুঝায়। 'সাহিত্য'-শব্দ উচ্চারণ-মাত্রেই একাধিক বস্তুর অধিষ্ঠান এবং তা'দের পরস্পরের সহিত একটা মিলন-সম্বন্ধ বা ঐক্য-তানের ভাবের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হয়। যেখানে একাধিক বস্তু নেই, সেখানে কা'র সঙ্গে কে মিলিত বা অন্বিত হ'বে? 'সহিত'-কথাটীর সার্থকতাই থাকে না, যদি একাধিক বস্তু বা বিচিত্রতা না থাকে।

'সাহিত্য' ও 'রাহিত্য' বিচার

তা' হ'লেই দাঁড়াল 'সাহিত্য' মানে—বিলাস। যেখানে বিলাস—বিচিত্রতা, সেখানেই সাহিত্য। বিরাগে সাহিত্য নেই—নির্ব্বিশেষভাবে সাহিত্য নেই, সেখানে সব রাহিত্য—'নেতি' নেতি'র পর একটা রাহিত্যভাব মাত্র। বিরাগ জিনিষটা—শুষ্ক, রসাল নহে। সাহিত্য—রসের খনি, তবে বিরক্তি বা ক্রোধকেও যদি কেউ একটা রসের ভিতরে ফেলতে চান, তা' হলেও আলঙ্কারিকগণ তা'কে গৌণ ও সাময়িক রসের অন্তর্গতই বল্‌বেন। মুখ্য রসগুলির পুষ্টি বিধান ক'রেই গৌণরস নিবৃত্ত হয়। যেখানে 'বিরাগ' অর্থে বিশিষ্টরাগ, সেখানে 'সাহিত্য' আছে—সেইটাই প্রকৃত সাহিত্য। যেমন ভাগবত বল্‌ছেন—

"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র **জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তি-সহিতং** নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥

এখানে 'জ্ঞান' মানে—সম্বন্ধজ্ঞান, 'বিরাগ' মানে—অভিধেয়, আর 'ভক্তি' মানে—প্রেমভক্তি-প্রয়োজন। পারমহংসী-সংহিতা ভাগবত—একাধারে দার্শনিক-সাহিত্য, অভিধেয়-সাহিত্য ও প্রয়োজন-সাহিত্য। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবগণের এত প্রিয়।

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রব-সংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

নির্ব্বিশেষভাবে সাহিত্যের অভাব

যেখানে নপুংসক-লিঙ্গ ব্রহ্মের ধারণা বা নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র-ভাব—যেখানে চিদ্বিলাসবাহিত্য—যেখানে ত্রিপুটী-বিনাশ, সেখানে যে কথা বন্ধ, দেখা বন্ধ, চলা-ফেরা সব বন্ধ, কাজেই সেখানে আর সাহিত্যের স্থান কোথায়?

একল-বাসুদেব-বিচারে সাহিত্যের সঙ্কীর্ণতা

একল-বাসুদেবের কথায় কিছু সাহিত্য আছে বটে, কিন্তু যেখানে কেবল বিষয়ের অবস্থান-জন্য আশ্রয়ের প্রধান

নায়িকার প্রকাশভাব, সেখানে সাহিত্যের সঙ্কীর্ণতা। আমরা প্রাকৃত দৃষ্টান্ত অনুধাবন কর্‌লেও দেখতে পাই, জগতে যদি আজ কেবল পুরুষ থাকৃত, স্ত্রীজাতির কোন অস্তিত্ব না থাকৃত, তা' হলে জগচ্চক্র এরূপভাবে চল্‌ত না। জগতে মানুষের উত্তম, আশা, আকাঙ্ক্ষা, কর্ম্মস্পৃহা, জটিলতা কুটিলতা, যুদ্ধবিগ্রহের মহাভারত, পুরুষ ও স্ত্রীজাতির সম্মেলনেই পরিবর্দ্ধিত। একল-পুরুষে বিলাস-পুষ্টি না হওয়ায় সাহিত্য সেখানে সঙ্কোচিত।

লক্ষ্মীনারায়ণে অধিকতর সাহিত্য-সম্পৎ

স্ত্রী-পুংভাবযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনায় অধিকতর সাহিত্য আছে বটে, কিন্তু সেখানেও ঐশ্বর্য্যের আচ্ছাদন সাহিত্য-চন্দ্রিকাকে পরিস্ফুট হ'তে দেয় নাই।

সীতারামে আরও অধিক সাহিত্য

সীতারামের উপাসনায় লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা হ'তে অধিকমাত্রায় সাহিত্য থাকৃলেও রামায়ণ-সাহিত্যের সীতা-রাম-প্রীতির আদর্শকে ঠিক কান্তভাব বলা যেতে পারে না, সেটা দাস্যভাবেরই প্রকারান্তর।

দ্বারকেশ ও মথুরেশে অধিকতর সাহিত্য

দ্বারকেশ রুক্মিণীরমণের বিলাসে অযোধ্যা-পুরন্দর সীতা-রাম অপেক্ষা অধিক সাহিত্য থাকৃলেও তাহা—ঐশ্বর্য্যমিশ্র।

মথুরানাথে যথেষ্ট সাহিত্য আছে সত্য, কিন্তু সাহিত্য-সম্পুট সেখানেও পূর্ণতমভাবে সম্প্রকাশিত নয়।

বৃন্দাবনেই সাহিত্যের পরাকাষ্ঠা

বৃন্দাবনেই সাহিত্যের চরম-সীমা। কথায় বলে,—"কানু ছাড়া গীত নেই।" সাহিত্যের পরিস্ফূর্ত্তি—ব্রজ-নব-যুব-যুগ্মের অবাধ অপ্রাকৃত লীলায়। যেখানে রসের চরমোৎকর্ষ, সেখানেই সাহিত্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত। বন ছাড়া সাহিত্য সুন্দরতম হয় না, ব্রজ ছাড়া সাহিত্য পূর্ণতম হয় না। ক্রীড়া-মাধুরী, বেণু-মাধুরী, বিগ্রহ-মাধুরী যেখানে, সেখানেই সাহিত্যের মূল প্রস্রবণ সহস্রধারে নির্ঝরিত। বেণুর রবে সাহিত্য-সাগরের বাণ ডাকে, ত্রৈলোক্য-সৌভগ-বিগ্রহ-মাধুরী অপ্রাকৃত সহজ-সাহিত্য-সুরধুনীর অভিসার আবিষ্কার করে, ক্রীড়া-মাধুরী সাহিত্য-কৌস্তুভমণির নব নব খনি প্রকটিত করে, ঐশ্বর্য্যমাধুরী সাহিত্য-সাম্রাজ্য বিস্তার করে। তারুণ্য যেখানে, সাহিত্য সেখানে; কিশোর-কিশোরী যেখানে, সাহিত্য সেখানে; কদম্ব-কেতকী-কুসুম-কিসলয় যেখানে, সাহিত্য সেখানে; কালিন্দীকুঞ্জ, কোকিলের কাকলী, শিখির কেকা যেখানে, সাহিত্য সেখানে। শ্বেতদ্বীপের সবই সাহিত্য। সেখানকার মাটী—সাহিত্য, সেখানকার তরু—সাহিত্য, সেখানকার জল—সাহিত্য, সেখানকার কথা—সাহিত্য, সেখানকার গমন—সাহিত্য, সেখানে সাহিত্যের 'হরির লুট'।

"শ্রিয়ঃ কান্তা কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥"

সাহিত্যের অদ্বিতীয় নায়ক-নায়িকা

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি এক নবকিশোর-নটবর—সেই সাহিত্যের অদ্বিতীয় নায়ক, আর সাহিত্যের সান্দ্র-মূর্ত্তি—কিশোরী-শিরোমণি বৃষভানুনন্দিনী—যাঁর চিত্তেন্দ্রিয়কায় সব সাহিত্য—যাঁর প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—প্রতি হাব-ভাব—প্রতি বসনভূষণ পূর্ণতম, সুন্দরতম সান্দ্র-স্বরাট্-সাহিত্য—যে সাহিত্য জগন্মোহন কৃষ্ণকে মোহিত করে। জগতে বহু তরুণাভিমান, তাই এখানকার সাহিত্য বিরস উৎপাদন করে। কিন্তু শ্বেতদ্বীপে এক কিশোরই—কান্ত, কিশোরী-কুল—কান্তা; এক কিশোরের সেবা-সাহিত্য-সম্বর্দ্ধনাই—সেখানকার মূলমন্ত্র।

সাহিত্যের বিভাগ

সাহিত্যকে আমরা দু'ভাগে বিভাগ কর্‌তে পারি,—একটা হচ্ছে—স্বরাটের সাহিত্য—মানুষকে যা' সত্য সত্য স্বরাজ দিতে পারে—যা'কে অপ্রাকৃত-সাহিত্য বলা যায়; আর একটা হচ্ছে—বিরাটের সাহিত্য—যেটা স্বরাটের বাইরের অঙ্গের আপাত মনোমুগ্ধকর একটা প্রতিফলিত

প্রতিবিম্ব। এই বিরাট্ বা প্রকৃতি থেকে যে সকল সাহিত্যের উৎপত্তি হ'য়েছে ও হচ্ছে, তাকেই বিরাটের সাহিত্য বা প্রাকৃত-সাহিত্য বলা যায়। এখানকার সাহিত্য সেই স্বরাট্-সাহিত্য-সৌন্দর্য্য-সাগরের একটুকু বিকৃত আভাসমাত্র; এখানকার সাহিত্যের নায়ক অনেক, কিন্তু স্বরাট্-সাহিত্যের নায়ক একমাত্র সনাতন-রসপরিপালী সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ব্রজ-নব-যুবরাজ।

গোলোক ও ভূলোকের সাহিত্যে পার্থক্য

যেখানে নায়ক অনেক, সেখানে ঐক্যতান বা এক-ক্রিয়ান্বয়িত্ব নাই; ঐক্যতান বা একক্রিয়ান্বয়িত্ব যেখানে সর্ব্বতোমুখী, সেখানেই সাহিত্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি: এ জগতের সাহিত্যের নায়কম্মন্য বা নায়িকাভিমানিনীগণ সচ্চিদানন্দঘন ন'ন—এখানকার মাটী, তরু, জল চিন্তামণি নয়—এখানে কাল ভূত-ভবিষ্যদ্ধর্ম্ম-রহিত অখণ্ড নয়—এখানকার নায়ক-নায়িকাগণ কাণ দিয়ে অসম্পূর্ণভাবে কথা শুন্‌তে পার্‌লেও কাণ দিয়ে কথা কইতে পারেন না; কিন্তু স্বরাট্-সাহিত্যের নায়ক-নায়িকাগণ কাণ দিয়ে যেমন কথা শুন্‌তে পারেন, তেম্‌নি কাণ দিয়ে কথা কইতেও পারেন—তাঁ'দের সকল অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ই পূর্ণভাবে অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়ের কাজ কর্‌তে পারে; তাই তাঁ'দের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—সাহিত্য,—

"অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

বিশ্ব-সাহিত্য

আমরা আজকাল বিশ্ব-সাহিত্যের কথা খুব শুন্‌তে পাই; কিন্তু যদি কেবল বিরাট্ ধ'রেই বিশ্বের গণ্ডি দেওয়া যায়, তা'হলে প্রাকৃত সাহিত্যই বিশ্ব-সাহিত্য হ'য়ে দাঁড়ায়। শ্রুতি বল্‌ছেন, বিরাট্—স্বরাটেরই একটা বাহ্য-ছবি। স্বরাট্‌কে বাদ দিয়ে বিরাট্ থাক্‌তে পারে না—বিম্বকে বাদ দিয়ে প্রতিবিম্ব থাক্‌তে পারে না। তাই স্বরাটের সাহিত্যই বিশ্ব-সাহিত্য হ'লে বিরাটের সাহিত্য আনুষঙ্গিকভাবেই তা'র অন্তর্গত থেকে যায়। যে সাহিত্যে অপূর্ণতা আছে—যে সাহিত্যে সঙ্কীর্ণতা আছে—যে সাহিত্যে অপসাম্প্রদায়িকতা আছে—যে সাহিত্যে আপাত উত্তেজনা আছে, কিন্তু সঞ্জীবনী-শক্তি নেই—যে সাহিত্যের সুর ভেঙ্গে যায়—বীণা ছিঁড়ে যায়—যে সাহিত্য আলেয়ার মত ছলনা ক'রে মানুষকে কালাপানির আবর্ত্তে ফেলে দেয়—যে সাহিত্য বিরাটের খানিকটা নিয়ে চল্‌তে চল্‌তে হিত হারিয়ে বিপরীত পথে পথ হারিয়ে ফেলে—যে সাহিত্য বিরাটের আবরণ ভেদ ক'রে—বিরজা পার হ'য়ে—বিরাটের অতীত স্বরাটের পাদপদ্ম নীরাজন কর্‌তে পারে না,

বিশ্বকে স্বরাটের সেবায়—স্বরাটের সাধনায়—স্বরাটের সুখ-গৌরবে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুল্‌তে পারে না, তা'কে কি ক'রে বিশ্ব-সাহিত্য বা বিশ্ব-ভারতী বলা যেতে পারে ? ঐ শুনুন, শ্রুতি-সাহিত্য কি বল্‌ছেন,—

"শৃন্বন্তি বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

বিশ্বকে অমর ক'রে দিতে পারে যে সাহিত্য—অচৈতন্য তাড়িয়ে চেতন ক'রে দিতে পারে যে সাহিত্য—বিশ্ব-চেতনায় যুগান্তর এনে দিতে পারে যে সাহিত্য, তা'রই নাম—বিশ্ব-সাহিত্য—তা'রই নাম—চৈতন্য-সরস্বতী—মহা-বিশ্ব-ভারতী—মহাভারত-ভারতী—ভাগবত-ভারতী।

প্রাকৃত-সাহিত্য সমাজের সম্যক্‌ হিত সাধনে অসমর্থ

সেক্ষপীয়র-সাহিত্য, সানিন-সাহিত্য, কৃষ্ণচন্দ্রীয়যুগের রায়গুণাকরী-সাহিত্য বা আধুনিক বাংলার সাহিত্য সমূহ যদি স্বরাটের সেবা হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে পড়ে, তা' হ'লে সে সাহিত্য 'সংহিত' অর্থাৎ সমাজের সম্যক্‌ হিত—সাহিত্যের যেটী প্রকৃত তাৎপর্য্য, সেটী রক্ষা করতে পারে না। মহাবিশ্ব-সাহিত্যের ঋষি তাঁ'র বীণার গানে একদিন এ কথা গেয়েছিলেন,—

"ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যুশিক্ক্ষয়াঃ॥

তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি ।
নামান্যনন্তস্য যশোঙ্কিতানি যৎ
শৃন্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥"

মানস-সরোবরের কোমল-কমল-কাননচারী রাজহংস-সমূহ যেমন বিচিত্র অন্নাদিপূর্ণ কাকক্রীড়াস্থল উচ্ছিষ্টগর্ত্তে কখনও উল্লসিত হয় না, তদ্রূপ শব্দ-বিচারাড়ম্বরপূর্ণ হ'লেও হরি-কথারসহীন বাক্য বা গ্রন্থে ভক্তগণের আনন্দ হয় না,—তাঁ'রা সে সব শুষ্কবোধে পরিত্যাগ ক'রে থাকেন। যে বাক্য বা গ্রন্থে ভগবান্ অনন্তদেবের মহিমাপর নামসমূহ বর্ণিত আছে, তা'র প্রতি শ্লোক 'অপ'-শব্দাদিযুক্ত হ'লেও অর্থাৎ তা'তে প্রসাদ-গুণ না থাক্‌লেও সেই বাগ্‌বিন্যাস লোকের অশুভ বিনাশ করে। কেন না, সেই নামসমূহ সাধুগণ বক্তা থাক্‌লে শ্রবণ করেন, কেউ না থাক্‌লেও নিজে নিজেই গান করেন, আর শ্রোতা থাক্‌লে কীর্ত্তন ক'রে থাকেন।

গৌড়ীয়বৈষ্ণবের "সাহিত্য"-সংজ্ঞা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের "সাহিত্যের" এরূপ সংজ্ঞা আছে,—"হিতেন প্রাণিনামবিদ্যা-মোচন-রূপোপকারেণ সহ বর্ত্তমানা 'সহিতা' ভগবদ্‌ভক্তিস্তামর্হতীতি সাহিত্যং শ্রীভাগবতং" অথবা "সহিতস্য ভগবৎসঙ্গস্য ভাবঃ সাহিত্যম্" অর্থাৎ প্রাণিগণের অবিদ্যামোচনরূপ উপকারের সহিত বর্ত্তমান যাহা, তাহাই সহিতা, সেই 'সহিতা' অর্থে—

ভগবদ্‌ভক্তি। ভগবদ্ভক্তি প্রতিপাদন কর্‌বার যোগ্যবস্তুই—'সাহিত্য'। সেই সাহিত্যই—ভাগবত, অথবা ভগবৎ-সঙ্গের যে ভাব, তা'রই নাম—সাহিত্য। অল্পকথায় সাহিত্য—স্বরাটের সরস্বতী, স্বরাটের বাণী-বিনোদ, স্বরাটের বিচিত্র-বিলাস বা স্বরাটের সঙ্কীর্ত্তন।

শ্রুতি-সাহিত্য ও সূত্র-সাহিত্য

শ্রুতি-সাহিত্য বা সূত্র-সাহিত্য 'রাহিত্য' বা নির্ব্বিশেষ ভাব প্রতিপাদন করে নি। শ্রুতি-সাহিত্য ও সূত্র-সাহিত্য স্বরাটের সাম-সঙ্গীতই সঙ্কীর্ত্তন ক'রেছেন। শ্রুতি যাঁ'কে "রসো বৈ সঃ" বল্‌ছেন, তিনিই মধুর-রস-সর্ব্বস্ব স্বরাট্‌ পুরুষোত্তম। কঠ-শ্রুতি—"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্‌" মন্ত্রে যাঁর আরতি ক'র্‌ছেন, তিনিই—নিখিল-চেতন-জীবাতু অপ্রাকৃত কামদেব। ঋঙ্‌মন্ত্র "অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্‌," "তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ" প্রভৃতি সাহিত্যে যে সাহিত্য-নায়কের আরাধনা ক'র্‌ছেন, তিনিই গোপেন্দ্রনন্দন গোকুলবীর কৃষ্ণচন্দ্র। "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে", "সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি", "এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ, স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্‌ ক্রীড়ন্‌ রমমাণঃ", "অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু" "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত", "স

স্ব আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি” প্রভৃতি শ্রুতি সেই গূঢ় দেবতা গোপীজনবল্লভ রসিকশেখরেরই সাহিত্য-সৌরভ বিস্তার ক'র্‌ছেন। “ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে” প্রভৃতি ঋক্ সর্ব্বসাহিত্য-স্ফোটব্রহ্ম ত্রিভুবনমঙ্গল দিব্যনামধেয়ের সাহিত্যেরই স্তব ক'র্‌ছেন। আবার সূত্র-সাহিত্য “জন্মাদ্যস্য যতঃ”-সূত্র হ'তে সাঙ্কর্ষণ-সূত্র ও নিগম-কল্পতরুর গলিত-ফল নৈমিষ-সাহিত্য-সঙ্গীতের সুর ধ'রে “সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ”, “লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্” ও সর্ব্বোপসংহারে “ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ” সূত্র-সঙ্গীতে গূঢ়ভাবে বল্লভাকুল-সীমন্তমণির স্বরূপ ও লীলাকৈবল্যের কথাই গান ক'রেছেন।

ভাগবত-সাহিত্য বা নৈমিষ-সাহিত্য সর্ব্বসাহিত্যের আকর

ভাগবত-সাহিত্য বা নৈমিষ-সাহিত্য হ'তেই জগতের সব সাহিত্য উদ্ভূত হ'য়েছে, হচ্ছে ও অনন্তকাল হ'তে থাক্‌বে। ভাগবত-সাহিত্য সর্ব্ব-বেদান্ত-সূত্র-সাহিত্যের সার—সর্ব্ব শ্রুতি-সাহিত্যের সার। ভাগবত-সাহিত্য সূত্র সাহিত্যের অকৃত্রিম ভাষ্যভূত। পরস্পর আপাত-বিরোধী শ্রুতির ও আপাত-বিরোধী সূত্রের সমন্বয়-সাহিত্যই এই নৈমিষ-সাহিত্য। এই সাহিত্যের স্রষ্টা নেই, এই সাহিত্য স্বরাট্ পুরুষের নিঃশ্বসিত বাণী। ইহা কখনও কখনও সনাতন

ভগবদ্‌ভক্তি। ভগবদ্ভক্তি প্রতিপাদন কর্‌বার যোগ্যবস্তুই—'সাহিত্য'। সেই সাহিত্যই—ভাগবত, অথবা ভগবৎ-সঙ্গের যে ভাব, তা'রই নাম—সাহিত্য। অল্পকথায় সাহিত্য—স্বরাটের সরস্বতী, স্বরাটের বাণী-বিনোদ, স্বরাটের বিচিত্র-বিলাস বা স্বরাটের সঙ্কীর্ত্তন।

শ্রুতি-সাহিত্য ও সূত্র-সাহিত্য

শ্রুতি-সাহিত্য বা সূত্র-সাহিত্য 'রাহিত্য' বা নির্ব্বিশেষ ভাব প্রতিপাদন করে নি। শ্রুতি-সাহিত্য ও সূত্র-সাহিত্য স্বরাটের সাম-সঙ্গীতই সঙ্কীর্ত্তন ক'রেছেন। শ্রুতি যাঁ'কে "রসো বৈ সঃ" বল্‌ছেন, তিনিই মধুর-রস-সর্ব্বস্ব স্বরাট্ পুরুষোত্তম। কঠ-শ্রুতি—"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" মন্ত্রে যাঁর আরতি ক'র্‌ছেন, তিনিই—নিখিল-চেতন-জীবাতু অপ্রাকৃত কামদেব। ঋঙ্‌মন্ত্র "অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্," "তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ" প্রভৃতি সাহিত্যে যে সাহিত্য-নায়কের আরাধনা ক'র্‌ছেন, তিনিই গোপেন্দ্রনন্দন গোকুলবীর কৃষ্ণচন্দ্র। "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে", "সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি", "এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ, স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ", "অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু" "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত", "স

স্ব আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি” প্রভৃতি শ্রুতি সেই গূঢ় দেবতা গোপীজনবল্লভ রসিকশেখরেরই সাহিত্য-সৌরভ বিস্তার ক'র্‌ছেন। “ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে” প্রভৃতি ঋক্ সর্ব্বসাহিত্য-স্ফোটব্রহ্ম ত্রিভুবনমঙ্গল দিব্যনামধেয়ের সাহিত্যেরই স্তব ক'র্‌ছেন। আবার সূত্র-সাহিত্য “জন্মাদ্যস্য যতঃ”-সূত্র হ'তে সাঙ্কর্ষণ-সূত্র ও নিগম-কল্পতরুর গলিত-ফল নৈমিষ-সাহিত্য-সঙ্গীতের সুর ধ'রে “সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ”, “লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্” ও সর্ব্বোপসংহারে “ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ” সূত্র-সঙ্গীতে গূঢ়ভাবে বল্লভাকুল-সীমন্তমণির স্বরূপ ও লীলাকৈবল্যের কথাই গান ক'রেছেন।

ভাগবত-সাহিত্য বা নৈমিষ-সাহিত্য সর্ব্বসাহিত্যের আকর

ভাগবত-সাহিত্য বা নৈমিষ-সাহিত্য হ'তেই জগতের সব সাহিত্য উদ্ভূত হ'য়েছে, হচ্ছে ও অনন্তকাল হ'তে থাক্‌বে। ভাগবত-সাহিত্য সর্ব্ব-বেদান্ত-সূত্র-সাহিত্যের সার—সর্ব্ব শ্রুতি-সাহিত্যের সার। ভাগবত-সাহিত্য সূত্র সাহিত্যের অকৃত্রিম ভাষ্যভূত। পরস্পর আপাত-বিরোধী শ্রুতির ও আপাত-বিরোধী সূত্রের সমন্বয়-সাহিত্যই এই নৈমিষ-সাহিত্য। এই সাহিত্যের স্রষ্টা নেই, এই সাহিত্য স্বরাট্ পুরুষের নিঃশ্বসিত বাণী। ইহা কখনও কখনও সনাতন

পুরুষের দ্বারা—ব্যাস-নারদাদি দ্বারা পৃথিবীতে প্রচারিত হয়; আবার কখনও কখনও প্রলয়াদির সঞ্চারে, গ্রাহকের অভাবে পৃথিবী হ'তে অদৃশ্য হয়। এই সাহিত্য-শিখামণি নৈমিষ-সাহিত্য প্রাগ্‌বন্ধযুগেও বর্ত্তমান ছিল। নৈমিষ-সাহিত্যের আকর-গ্রন্থগুলি যে ভাষায় লিখিত হ'য়েছিল, সে সকল বৈদিক-গ্রন্থ কালবশে তিরোহিত হবার পর এবং সেই সাহিত্যের ভাষা বর্ত্তমান-প্রকাশিত-পুরাণ-সাহিত্য-রচনাকালের পরবর্ত্তী সময়ে অনাদৃত হওয়ায় ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের আকর-গ্রন্থগুলি কালবশে সম্প্রতি দুর্ল্লভ হ'য়ে প'ড়েছে। নৈমিষ-সাহিত্যের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি ঋক্‌সংহিতা প্রকাশকালেরও বহু পূর্ব্বের কথা। সে জন্যই সংহিতা-সাহিত্যের পরবর্ত্তিকালে প্রচারিত পুরাণ-সাহিত্যের নব্য ঐতিহ্যের সহিত বৈদিক-কালের পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা রয়েছে। সর্ব্ব-সাত্বতশাস্ত্র-সমন্বয় সাহিত্য নৈমিষ-সাহিত্যকে অবলম্বন ক'রেই ভারতের প্রাচীন সাহিত্য-সমূহ সম্বর্দ্ধিত হ'য়েছে। 'পরমহংসপ্রিয়া' 'শুকহৃদয়', 'মুক্তাফল', 'হরিলীলা', 'বিদ্বৎকামধেনু', বিষ্ণু-স্বামীর 'সর্ব্বজ্ঞসূক্ত', লক্ষ্মীধর ও শ্রীধরের 'নামকৌমুদী' এবং 'ভাবার্থদীপিকা', নিম্বভাস্করের 'পারিজাত', আলবন্দারু ঋষি ও লক্ষ্মণদেশিকের 'স্তোত্ররত্ন' ও 'গদ্যত্রয়' প্রভৃতি, পূর্ণ-প্রজ্ঞের 'ভাগবত-তাৎপর্য্য', 'অমৃতমহার্ণব', 'দ্বাদশস্তোত্র', শ্রীমদ্‌বিষ্ণুপুরীপাদের 'ভক্তিরত্নাবলী', সাত্বত-সাহিত্যিকগণের

'পদ্যাবলী'—সকলই নৈমিষ-সাহিত্য-কুসুম-কাননের কৃষ্ণ-কণ্ঠোৎসব-মালিকা। অধিক কি, আচার্য্য শঙ্কর ভগবদাদেশে চিদ্‌বিলাস-রাহিত্যবাদের প্রচারক হ'লেও নৈমিষ-সাহিত্যের প্রতিপাদ্য চেল-চৌরাদি-লীলা গোবিন্দাষ্টকাদিতে তটস্থ-ভাবে বর্ণন ক'রে দূর হ'তে নৈমিষ-সাহিত্যকে স্পর্শ ক'রেছেন। এই নৈমিষ-সাহিত্য সহস্র-দীপ দিয়ে "গোবিন্দ-মাদি পুরুষং তমহং ভজামি" স্তোত্র পাঠ কর্‌তে কর্‌তে যেদিন পূজারী চতুর্ম্মুখ স্বরাট্‌ শ্যামসুন্দরের আরতি ক'র্‌ছিলেন, আর সেই আরতির শঙ্খ-সলিল দেবতাগণের মাথায় প্রক্ষিপ্ত হচ্ছিল, সেদিন পয়স্বিনীর তটে আদিকেশবের মন্দিরে গৌড়ীয়গণ সেই শঙ্খ-সলিল লুটে নিয়েছিলেন। গৌড়পুরের জয়-দেওয়া-দেবতা সেই শঙ্খ-সলিল হ'তে সাহিত্য-সুরধুনীর বাণ এনেছিলেন—যে বাণ বিশ্ব-সাহিত্যকে ক্রোড়ীভূত ক'রে সকল সাহিত্যের শিরোদেশে "সুখদং শুভদং ভবসারং" গান গেয়ে নৃত্য কর্‌ছে। সে-দিন হ'তেই গৌড়ীয়-সাহিত্যের নবযুগ আরম্ভ হলো। গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের সভা-কবি জয়দেবের মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলী, গুণরাজ খাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, মৈথিল-গৌড়ীয়-মহা-কবি বিদ্যাপতির মধুর পদাবলী, চণ্ডীদাসের মনঃপ্রাণ-আকুল-করা পদগুলি, রায়ের নাটকগীতি গৌড়পুর, মিথিলা ও ওড্র দেশের রাজসভা-প্রাঙ্গণ মুখরিত ক'রে নৈমিষ-সাহিত্য সরস্বতীর সহস্র জয় ঘোষণা কর্‌তে থাক্‌ল।

গৌড়ীয়-গোস্বামিগণের গৌরব-গ্রন্থমালা নৈমিষ-সাহিত্য-সৌরভ আরও সম্প্রকাশিত ক'রে দিল। সুতরাং নৈমিষ-সাহিত্যই স্বরাট্-সাহিত্য বা মহাবিশ্ব-সাহিত্য। বিশ্বরূপ বা বিরাটের সাহিত্য স্বয়ংরূপ বা স্বরাটের সাহিত্যের অবৈধ আনুকরণিক প্রতিযোগিতায় নিগমকল্পতরুর ফলের পাশে মাকালফলরূপে অথবা ধান্যের পাশে শ্যামা-ঘাসরূপে অপাশ্রিত ও ব্যতিরেকভাবে অন্ধকারের দ্বারা আলোর ঔজ্জ্বল্য পুষ্টির ন্যায় নৈমিষ-সাহিত্যেরই সৌন্দর্য্যপুষ্টি কর্‌ছে। তথাকথিত বিশ্ব-সাহিত্য—যা' অনন্ত-জগতে অনন্তকালে সৃষ্ট হ'য়েছে, হ'চ্ছে বা হ'বে, সেগুলি সব সেই মহাবিশ্ব-সাহিত্য নৈমিষ-সাহিত্যেরই অবৈধ, বিকৃত, নকল ক্ষুদ্র সংস্করণ। সুতরাং স্বরাট্-সাহিত্যিকগণ ভাগবত-সাহিত্যকেই অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে বিশ্ব-সাহিত্যের আকর ব'লে স্থির ক'রেছেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য ও গৌড়ীয়-সাহিত্য

অনেকেই গৌড়ীয়-সাহিত্য ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যকে পৃথক্ বিচার করেন অর্থাৎ 'গৌড়ীয়-সাহিত্য' বল্‌তে গেলে বাংলার সাহিত্যমাত্রকেই বুঝায়, আর 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য' বল্‌লে কেবল শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত-সম্প্রদায়ের সাহিত্যকে লক্ষ্য করে; কিন্তু একভাবে গৌড়ীয়-সাহিত্যকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য হ'তে পৃথক্ ক'র্‌লেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যেই যে গৌড়ীয়-সাহিত্যের

আকর, এ সত্যকথা অনেক গবেষণাপরায়ণ সাহিত্যিক-গণই একবাক্যে স্বীকার ক'রে থাকেন। তবে যাঁরা বৈষ্ণবতা বাদ দিয়ে দিলেন অর্থাৎ সাহিত্যকে সর্ব্বতোভাবে স্বরাটের সেবায় নিযুক্ত কর্‌বার পরিবর্ত্তে একটুকু স্বতন্ত্র হ'য়ে বিরাটের মোহে বিভোর হ'য়ে পড়্‌লেন—যাঁদের উপর স্বরাট্ প্রভুত্ব কর্‌বার পরিবর্ত্তে তাঁদের সাম্‌নে বিরাট্ এসে তাঁদের চোখ ঝল্‌সে দিল, আর তাঁদের উপর প্রভু হ'য়ে চেপে বস্‌লো, তাঁ'রা 'বৈষ্ণব'-শব্দটী বাদ দিয়ে কেবল 'গৌড়ীয়-সাহিত্য' বা 'গৌড়ীয়-সাহিত্যিক'-নাম গ্রহণ কর্‌লেন। যাঁ'রা আত্মপ্রতিষ্ঠা-লাঘব-ভয়ে অথবা বিরাটের বুদ্ধি নিয়ে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যকে গৌড়ীয়-সাহিত্যের আকররূপে স্বীকার কর্‌তে লজ্জা বোধ কর্‌লেন, আর বৌদ্ধ-সাহিত্যকে গৌড়ীয়-সাহিত্যের জনকত্বে স্থাপন করাকে শ্লাঘার বিষয় বিচার কর্‌লেন, মনে হয়, তাঁ'রা বাংলা-সাহিত্যকে বৌদ্ধানুগ-সাহিত্য বল্‌তে গিয়ে স্বদেশীয় সাহিত্য-সরস্বতীকে লোক-চক্ষে হীন কর্‌বারই চেষ্টা ক'রেছেন। তারপর বৌদ্ধ-সাহিত্যের আকর অনুসন্ধান কর্‌তে গেলেও সেখানে বৈষ্ণব-সাহিত্যই সামনে এসে দাঁড়ায়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য হ'তে যেমন তথাকথিত গৌড়ীয়-সাহিত্য স্বমত কল্পনা ক'রে স্বতন্ত্র হ'য়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করায় বিপথগামী হ'য়ে প'ড়েছে, তেমনি বৈষ্ণবতা ও বৈষ্ণব-সাহিত্য হ'তে স্বতন্ত্র হ'য়ে বাংলার বজ্রযানীয় বৌদ্ধবাদ ও বৌদ্ধ-সাহিত্য সৃষ্ট

হ'য়েছে। যেমন পরবর্ত্তিকালে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম হ'তে স্বতন্ত্র হ'য়ে আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সহজিয়া, সখিভেকী, গৌরনাগরী প্রভৃতি মত ও তা'দের সাহিত্য সৃষ্টি হ'য়েছে ও হচ্ছে, তেমনি প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্য বা নৈমিষ-সাহিত্য হ'তে স্বতন্ত্র হ'য়ে বজ্রযানীয় বৌদ্ধ-সাহিত্য-সমূহ সৃষ্ট হ'য়ে সমাজ ও সাহিত্যকে কলঙ্কিত ক'রেছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য অর্থাৎ নৈমিষ-সাহিত্য এই সকল নব-সৃষ্ট সাহিত্যের বহু পূর্ব্বে গৌড়-বঙ্গে প্রকাশিত ছিল। সেই সাহিত্যই গৌড়ের আদি সাহিত্য।

স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন-চেষ্টার দিগ্‌দর্শন

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য হ'তে স্বতন্ত্র হ'য়ে ব্যক্তিগত বা নবসৃষ্ট সম্প্রদায়গত সাহিত্য গ'ড়ে তুলবার চেষ্টা গৌড়ীয়ের অভ্যুদয়-যুগে শুধু যে বাংলায় হ'য়েছিল, তা' নয়, বঙ্গের বাহিরেও এই স্বতন্ত্রতা অবলম্বন ও অনুকরণ ক'রে সাহিত্য সৃষ্টি কর্‌বার একটা বিপুল চেষ্টা হ'য়েছিল। উৎকলের ইতিহাসে, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের ইতিহাসে, আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে এই অনুকরণ ও স্বতন্ত্রতার ছায়াপাত ন্যূনাধিক দেখ্‌তে পাওয়া যায়। উৎকলে অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের বিচার হ'তে স্বতন্ত্র হ'য়ে উৎকলবাসী মত্ত বলরাম দাসের অনুগত পরিচয় দিয়ে উৎকল-ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি ক'রেছিলেন; যেমন

'ভাগবতের পদ্যানুবাদ', 'শৈবাগম ভাগবত', 'গুণ্ডিচা-বিজে', 'ষোলচৌপদী'; তারপর তাঁ'র শিষ্য-প্রশিষ্য যথা—বলরাম দাস, যশোবন্ত দাস প্রভৃতিও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের অনুকরণে কিছু কিছু সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে গেছেন। আবার অন্যদিকে আসাম প্রদেশে শঙ্করদেব শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের সঙ্গে নীলাচলে সাক্ষাৎ কর্‌বার পর তাঁ'দের বিচার হ'তে স্বতন্ত্র হ'য়ে স্ব-মতপোষক স্বতন্ত্র সাহিত্য সৃষ্টি কর্‌লেন। শঙ্করদেবের আসামীয়া ভাষায় 'ভাগবতের পদ্যানুবাদ', 'রুক্মিণীহরণ-কাব্য', 'অনাদিপতন', 'বলিছলন', 'রত্নাকর', 'গুণমালা' প্রভৃতি গৌড়ীয়-গোস্বামিগণের সাহিত্যের স্বতন্ত্র অনুকরণ মাত্র। তার পর শঙ্করদেবের 'কীর্ত্তনঘোষা', 'বড়গীত', মাধব-দেবের 'নামঘোষা', শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের 'ভক্তিরত্নাবলীর পদ্যানুবাদ', তাঁর অন্যান্য শিষ্য-প্রশিষ্য-গণের মধ্যে যেমন রমানন্দ ও দৈত্যারি দাসের 'গুরুচরিত' প্রভৃতি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-পদাবলীর এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতকার ঠাকুর বৃন্দাবনের লেখনীর অবৈধ প্রতিযোগী অনুকরণ। তার পর আর্য্যাবর্ত্তেও শ্রীবল্লভাচার্য্যপাদ এবং তৎপুত্র বিঠ্‌ঠলাদি শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যিক-গুরু শ্রীস্বরূপ-রূপ প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ কর্‌বার পর অনেক সাহিত্যের পুষ্টি কর্‌লেন। কেউ কেউ ব'লে থাকেন যে, বর্ত্তমানে নিম্বার্কের নামে যে সকল সাহিত্য

প্রচলিত হ'য়েছে এবং কেশব ভট্ট প্রভৃতির দ্বারা যে সকল সাহিত্য সম্বর্দ্ধিত হ'য়েছে, সেগুলি দিগ্বিজয়ী কেশব ভট্টাদির গৌড়ীয়-সাহিত্য-সরস্বতী-পতি মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'বার পর। 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে' মাধবাচার্য্য প্রাচীন বিষ্ণুস্বামীর সর্ব্বজ্ঞসূক্ত-সাহিত্য, শ্রীরামানুজীয় সাহিত্য, শ্রীমাধ্ব-সাহিত্য প্রভৃতি সংগ্রহ কর্‌লেও নিম্বার্ক-সাহিত্যের কোন নাম-গন্ধ করেন নি। শ্রীল জীব-গোস্বামী সন্দর্ভ ও সর্ব্বসম্বাদিনীতে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীধর, শ্রীমধ্ব, শ্রীরামানুজ—সকলের সাহিত্যই সমাহরণ ক'রেছেন, কিন্তু আধুনিক নিম্বার্ক-সাহিত্যের কোন কথাই বলেন নাই। এ সকল প্রমাণ হ'তেও অনেকে ব'লে থাকেন যে, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের দশশ্লোকী প্রভৃতি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যেরই অনুকরণে লিখিত। যা' হোক, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যই যে তথা-কথিত গৌড়ীয়-সাহিত্যের আকর, একথা সুধী-সমাজ একটুকু নিরপেক্ষ বিচাব কর্‌লেই জান্‌তে পারেন। এই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য নৈমিষ-সাহিত্য হ'তে অভিন্ন। এই স্বরাট্-সাহিত্যের মূল প্রস্রবণ হ'তে স্বতন্ত্র হ'য়েই তথা-কথিত গোড়ীয়-সাহিত্য পৃথকাভিমান করছে।

গৌড়ীয় সাহিত্যের যুগ-নির্দ্দেশ

গৌড়ীয়-সাহিত্যের সর্ব্বাদিযুগ কোন্ সময় থেকে আরম্ভ হ'লো, একটা প্রশ্ন হ'তে পারে। আমরা তা'র অনুসন্ধান

কর্‌তে গিয়ে দেখ্‌তে পাই, গৌড়ীয়-সাহিত্যের আদিযুগ সেদিন থেকে আরম্ভ হ'য়েছে, যেদিন "অভিজ্ঞঃ স্বরাট্ তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে" অর্থাৎ স্বয়ং সাহিত্য-সরস্বতী-পতি স্বরাট্‌সুন্দর যেদিন আদিকবি চতুর্ম্মুখের বুদ্ধিবৃত্তি প্রবর্ত্তন ক'রে তাঁকে শ্রুতি-সাহিত্য-সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত কর্‌লেন। সেই সাহিত্য-সাম্রাজ্য-সিংহাসনের কৌস্তুভমণিই—চতুঃশ্লোকী। সেই সাহিত্যের সামগান নারদের বীণায় ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠ্‌লো; নারদের বীণা থেকে বাদরায়ণের সহজ সমাধিতে সঞ্চারিত হ'লো। আবার বাদরায়ণ হ'তে সেই সাহিত্য-সরস্বতী শুকদেবের রসনায় রসামৃত-রসায়ন রচনা কর্‌লো। সেই সাহিত্য-রসামৃত বিষ্ণুরাত ও লোমহর্ষণিকে সুধাস্নান করিয়ে গোমতীর তীরে নৈমিষ-কানন-কুঞ্জে সূত গোস্বামীর জিহ্বাপ্রাঙ্গণে বিপুল বন্যা আনয়ন কর্‌লো। যখন নৈমিষকাননে সাহিত্য-সুধা-সুরধুনীর সেই বান ডেকেছিল, তখন শৌনকাদি মুনি তাঁদের সাহিত্য-চিন্তাস্রোত আর রক্ষা কর্‌তে পার্‌লেন না। ষাট্‌হাজার শ্রেষ্ঠ-ঋষি এক সময় সাহিত্য-স্বর্গঙ্গায় অবগাহন কর্‌লেন। সেই সাহিত্য-স্বর্নদীর বন্যা ক্রমে সাত্বত-আচার্য্যগণের অভিষেকবারিরূপে পাণ্ড্য-দেশের চন্দনবনে, দক্ষিণাপথের মুঙ্গেরপত্তনে, আন্ধ্রদেশের মহাভূতপুরীতে, ম্যাঙ্গালোরের পরশুরামক্ষেত্রে প্রবেশ ক'রে গৌড়পুরের নিত্য-প্রবাহিত ভাগীরথী-ধারার সঙ্গে মিলিত হ'লো। তখনই গৌড়দেশের জয়দেব-সরস্বতী গৌড়ীয়-

রাগে সাহিত্য-সান্দ্র-দেবতার আরতি করলেন। সাহিত্য-ভাণ্ডার বিশ্বের দ্বারে বিস্তারিত হ'য়ে পড়্‌তে থাক্‌লে। যে শ্রুতি-সরস্বতী একদিন "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ", "যদা পশ্য পশ্যতে রুক্মবর্ণং", "সৈষা আনন্দস্য মীমাংসা ভবতি" প্রভৃতি মন্ত্রে অস্ফুট স্বরে সাহিত্য-নায়কের আগমনী গান ক'রেছিলেন—যে দিন নৈমিষ-কানন মুখরিত ক'রে নৈমিষ-সাহিত্য-সুরসুন্দরী আর একটুকু স্পষ্টস্বরে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং" স্তোত্রে সাহিত্য-নায়কের অধিবাস-আরতি ক'রেছিলেন—যেদিন পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী জয়দেব নব-বসন্তের আগমনের প্রাক্কালে কোকিলের কাকলীর ন্যায় গৌড়পুরের গঙ্গার তটে "মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্" মন্ত্রে মধুর-কোমলকান্ত-পদাবলীতে সাহিত্য-পতির আগমনী-গীতি গান ক'রেছিলেন—যেদিন চণ্ডীদাস "এরূপ হইবে কোন্ দেশে"—এই গৌর-চন্দ্রিকা গান ক'রে গৌড়ীয়গণের "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া মনঃপ্রাণ আকুল" ক'রে দি'য়েছিলেন—যেদিন বিদ্যাপতি "কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর। চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর" সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় শান্তিপুর-নাথের হুঙ্কার-মোদ বৃদ্ধি ক'রেছিলেন, সেদিনও গৌড়বাসী বুঝ্‌তে পারে নাই গৌড়ীয়-সাহিত্য-কাননে সাহিত্যের সান্দ্রমূর্ত্তি ল'য়ে যে সাহিত্য-সরস্বতীর নায়ক স্বয়ং অবতীর্ণ হ'বেন! যখন রাধামাধব-মিলিত-তনু গৌড়ীয়ের নাথ তাঁর সমগ্র ।।-সাহিত্যকে স্বরাট্-সাহিত্যের সান্দ্রসঙ্গীতরূপে সজ্জন-

গণের সম্মুখে প্রকাশিত কর্‌লেন, তখন নিখিল গৌড়ীয়-সাহিত্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হ'য়ে গেল। শ্বেতদ্বীপের স্বরাট্-সুন্দরের স্বয়ংরূপিণী-সাহিত্য-শোভা একবার মাত্র পৃথিবীতে রূপ গ্রহণ ক'রেছেন, তাহা এই গৌড়দেশে বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের কলিতে। সর্ব্ব সাহিত্যের আকর-রূপিণী স্বরাট্-সাহিত্য-জয়শ্রী স্বরাট্‌সুন্দরের সহিত স্বয়ম্বর-রসযুক্ত হ'য়ে স্বানন্দ-সাহিত্য-সম্মিলিত-সান্দ্রসম্বিৎসুন্দর গৌরসুন্দররূপে যেদিন গৌড়পুরে অবতীর্ণ হ'লেন, সেদিন সাহিত্য-শোভার উৎসমুখ শত সহস্রধারে উৎসবান্বিত হ'য়ে উঠ্‌লো। যখন সাহিত্যস্বরূপিণী স্বয়ং-সাহিত্য-নায়কের সহিত সম্মিলিত-তনু হ'য়ে গোলোক হ'তে ভূলোকে—শ্বেত-দ্বীপ-গৌড় হ'তে ভৌম-গৌড়ে অবতরণ কর্‌লেন, তখন যে সমগ্র বিশ্বে সাহিত্যের বন্যা উচ্ছলিত হ'য়ে উঠ্‌বে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

গৌড়ীয়-সাহিত্যের ত্রিধারা

সেই সাহিত্য-বন্যা প্রয়াগের ত্রিবেণী-সঙ্গমে ত্রিধারায় প্রকাশিত হ'য়ে শ্রীরূপের রসামৃতসিন্ধুর সঙ্গে সঙ্গম লাভ কর্‌লো। শ্রীরূপ সেই রসামৃতসিন্ধুর অতলগর্ভ হ'তে উজ্জ্বলনীলমণি আবিষ্কার ক'রে বৈষ্ণব-বিশ্বে সাহিত্য-স্বরাজ প্রদান কর্‌লেন। নৈমিষ-সাহিত্যের "জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তিসহিতম্" বাক্যের তাৎপর্য্য সেদিনই উপলব্ধির বিষয়

হ'লো। গৌড়ীয়-সাহিত্য ত্রিধারায় ব্যক্ত হ'লো—সম্বন্ধ-সাহিত্য বা জ্ঞান-সাহিত্য, অভিধেয়-সাহিত্য বা বৈরাগ্য-সাহিত্য, আর প্রয়োজন-সাহিত্য বা ভক্তি-সাহিত্য। জ্ঞান-সাহিত্যকে তত্ত্বসাহিত্যও বলা যেতে পারে, প্রয়োজন-সাহিত্যকে অপর ভাষায় রস-সাহিত্যও বলা যায়। কলুষ-নাশিনী জাহ্নবী যেমন সর্ব্ব-কলুষতা বিনাশ ক'রে সকলকে পূত ক'রে দেয়, সেইরূপ গৌড়ীয়-তত্ত্বসাহিত্য জীবের অনর্থ-মল বিধৌত ক'রে অভিধেয়-সাহিত্যের কাছে—সেই সরস্বতী-প্রবাহের কাছে—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর তটে নিয়ে যায়। তখন প্রয়োজন-সাহিত্যের যমুনাপ্রবাহ গৌড়ীয়-সাহিত্যের পূর্ণ ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে দেয়। তখনই তপন-তনয়াতীরে কদম্ববনদেবতার বেণু-মাধুরী রস-সাহিত্যের হাট পত্তন করে, আর সেই হাটে অখিলরসখনি নীলকান্ত-মণি প্রাকৃত রৌপ্যমূল্যের পরিবর্ত্তে অপ্রাকৃত রূপ-মূল্যে রূপানুগা রূপসীগণের নিকট চিরবিক্রীত হ'য়ে আপনাকে চিরঋণী অভিমান করেন। রূপানুগগণ স্বয়ংই—গৌড়ীয়-সাহিত্য। তাঁদের প্রত্যেকের জীবন—সাহিত্যের এক একটী সান্দ্রগ্রন্থাগার। গৌড়ীয়-সাহিত্যকগণের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁদের জীবন ও সাহিত্য—এক, তাঁদের জীবনই যেন তাঁরা সাহিত্যরূপে বাইরে প্রকাশ কবেন। যাঁরা গৌড়ীয়-ব্রুব বা 'অগৌড়ীয়' অভিমানে সাহিত্যিক ব'লে পরিচয় দিতে যান, তাঁদের ভিতরে এ বৈশিষ্ট্য নেই; কাজেই তাঁ'দের সাহিত্য

—মৃত। আর রূপানুগ গৌড়ীয়গণের সাহিত্য—চির-অমৃত। সে সাহিত্য রূপ ধ'রে কথা কইতে পারে—সে সাহিত্য অপরকে অমৃত কর্‌তে পারে—রূপসী কর্‌তে পারে, যে রূপ—যে সাহিত্য ভুবনমোহন স্বরাট্‌সুন্দরের সম্মুখেও সম্মোহিনী বিদ্যা বিস্তার কর্‌তে পারে, গৌড়ীয় সাহিত্য—এত বড় জিনিষ!

সাহিত্য-সরস্বতী-পতি মায়াপুর-পুরন্দরের জীবনের আদিপর্ব্বে যে শিশু-সাহিত্য-শাস্ত্রের এক অপূর্ব্ব অভিনয় হ'য়েছিল, তা হ'তেই শ্রীজীবের হরিনামামৃত-ব্যাকরণ সমগ্র ব্যাকরণ-সাহিত্য-শাস্ত্রে এক যুগান্তর আনয়ন ক'রেছে। কেউ কি কখনও শুনেছিল যে, ব্যাকরণ-সাহিত্য—শিশু-সাহিত্যের প্রতি অক্ষর, প্রতি শব্দ, প্রতি প্রাতিপদিক, প্রতি পদ, প্রতি সূত্র স্বরাটের সঙ্গীত শিক্ষা দিতে পারে? শিশুকাল হ'তেই মানুষকে স্বরাটের সেবায়—স্বরাটের সাধনায় অভিষিক্ত কর্‌বার জন্য সরস্বতী-পতি এ অভূতপূর্ব্ব ব্যাকরণ-সাহিত্য আবিষ্কার করালেন। তারপর গৌড়পুরে চন্দ্রশেখর আচার্য্যের ভবনে যেদিন গৌরসুন্দর পররঙ্গমঞ্চের যবনিকা উত্তোলন কর্‌লেন, সেইদিনই বাংলার সর্ব্বপ্রথম নাট্যসাহিত্য প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটিত হ'লো—সে দিন হ'তেই গৌড়ীয়ের দৃশ্য ও শ্রব্য-কাব্য-সাহিত্য—গৌড়ীয়ের অলঙ্কার-সাহিত্য—গৌড়ীয়ের রস-সাহিত্য—গৌড়ীয়ের শিল্প-সাহিত্য—গৌড়ীয়ের বিজ্ঞান-সাহিত্যের পূর্ণভাণ্ডার উন্মুক্ত হ'লো।

সাহিত্যের সৌন্দর্য্যতত্ত্ব

সাহিত্য জিনিষটী সুন্দর, নবনবায়মান ও সর্ব্ব চিত্তা-কর্ষক। সাহিত্য এত সুন্দর যে, প্রকৃতির সকল সৌন্দর্য্য হ'তে—বিরাটের সকল সুষমারাশি হ'তে শান্ত, নিবৃত্ত হ'য়ে যাঁরা রাহিত্যের দিকে অভিযান ক'রেছেন, সেই আত্মারাম নির্গ্রন্থগণও সাহিত্য-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হ'য়ে আত্মারামতাকে বারণ ক'রে পর-রামতাকে বরণ ক'রে থাকেন। আর বিরাটে আচ্ছন্ন, বিকৃত, প্রতিফলিত প্রতিবিম্বে বিবর্ত্তগ্রস্ত যাঁ'রা, তাঁ'রাও স্বরাট্-সাহিত্যেরই প্রতিবিম্বিত সৌন্দর্য্যের ছলনাময়ী ছবিতে আকৃষ্ট হ'য়ে প্রকৃতির পাশে পতিত হয়। সাহিত্যে সব সৌন্দর্য্য আছে। সাহিত্যে শিল্পের সৌন্দর্য্য—সাহিত্যে বিজ্ঞানের সৌন্দর্য্য—সাহিত্যে দর্শনের সৌন্দর্য্য—সাহিত্যে রসের সৌন্দর্য্য পূর্ণমাত্রায় বিরাজ-মান। সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের সমন্বয় যেখানে নেই, সেখানে সাহিত্যও নেই।

সাহিত্যে সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের সমাবেশ কেন? এর উত্তর আমরা পূর্ব্বেই দিয়েছি। সর্ব্বসৌন্দর্য্যের—সর্ব্বশোভার খনি—অংশিনী মহাভাবময়ী হ্লাদিনীই—স্বয়ং সাহিত্য-স্বরূপিণী। গৌড়ীয়-সাহিত্যে এই হ্লাদিনী-দেবতার আরাধনাই প্রচুর, তাই গৌড়ীয়-সাহিত্য সর্ব্বসাহিত্যের সৌন্দর্য্যকে অতিক্রম ক'রেছে। গৌড়ীয়-সাহিত্য স্বয়ংরূপিণী সাহিত্যস্বরূপিণী বার্ষভানবীর সেবা-সৌন্দর্য্যেরই সান্দ্র-শ্রীমূর্ত্তি।

গৌড়ীয়-সাহিত্য ও দর্শন

অনেকে মনে করেন, সাহিত্য যখন সৌন্দর্য্যময়, রসময়, তখন সেখানে দার্শনিক শুষ্কতার (?) স্থান নেই; সাহিত্যে কেবল অবলীলতা ও ভাবশীলতার মুক্তবল্গা স্বৈরিণী-ভাষার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি ক'রে সকলকে সম্মোহিত করবে। কিন্তু এরূপ সম্মোহন-সাহিত্য-সোমরসের রাজ্যে উর্ব্বশী-রস বা মেনকা-রস সৃষ্টি ক'রে পাশ্চাত্য পণ্ডিত থিওক্রাইটাসের কথিত 'নীরব-বঞ্চক' প্রাকৃত-সাহিত্য সৌন্দর্য্যের চরম পরিণতি বিরসের অন্ধকূপে পাতিত করতে পারে।

সাহিত্য ও সুদর্শন পৃথক্ থাকতে পারে না। হ্লাদিনী ও সম্বিৎ কখনও পৃথক্ হ'তে পাবে না। যেখানে সম্বিৎ, সেখানে হ্লাদিনী, যেখানে হ্লাদিনী, সেখানে সম্বিৎ— মৃগমদ এবং তা'র গন্ধে যেরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। তাই গৌড়ীয়-সাহিত্য—গৌড়ীয়-দর্শনেরই বিগলিত-বিচিত্র-সৌন্দর্য্য-প্রবাহ। গৌড়ীয়-দর্শনই 'জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তি-সহিত' ত্রিবেণী-ধারায় বিগলিত হ'য়ে স্বরাট্-সাগর-সঙ্গমের অভিসারে চলছে। গৌড়ীয়-সাহিত্যে এই ত্রিধারা নিত্য প্রবাহিতা। গোস্বামিগণের সাহিত্য—সাহিত্য-সম্রাট্ শ্রীরূপের সাহিত্য এই ত্রিবেণী-সঙ্গমের অপূর্ব্ব আদর্শ। তাই বুঝি সাহিত্য-নায়ক গৌড়ীয়ের ঠাকুর এই সাহিত্য-ত্রিবেণী-

সঙ্গমের প্রথম প্রস্তাবনা প্রদর্শন ক'রেছিলেন—প্রয়াগের ত্রিবেণীর তটে। যাঁ'রা জয়দেব সরস্বতী ও লীলাশুকের সাহিত্য-স্রোতস্বিনী স্পর্শ কর্‌বার অধিকারী, তাঁ'রা জান্‌তে পারেন যে, গীত-গোবিন্দ ও কর্ণামৃতে ত্রিধারারই সম্মিলন আছে। সম্বন্ধজ্ঞান ছাড়া অভিধেয় হয় না, অভিধেয় ছাড়া আবার সম্বন্ধ হয় না। সম্বন্ধজ্ঞান ছাড়া প্রয়োজন লাভ হয় না, অভিধেয় ব্যতীত প্রয়োজন পাওয়া যায় না। তবে যেমন পূর্ণিমাদি পর্ব্বদিনে ত্রিবেণীর মধ্যে কখনও সরস্বতী প্রবাহ, কখনও বা যমুনা-প্রবাহ অধিকতর উচ্ছলিত হ'য়ে ওঠে, তেম্‌নি কখনও অভিধেয়-বিচার, কখনও বা প্রয়োজন-বিচার অধিকতর প্রকাশিত হ'য়ে সাহিত্যকে সেই সেই ভাবের রঙে অধিকতর রঙিন ক'রে তোলে।

গৌড়ীয়-সাহিত্যের নায়ক-নায়িকা

পূর্ব্বেই বলা হ'য়েছে, গৌড়ীয়-সাহিত্যের নায়ক—ব্রজনবযুবরাজ শিখিপিচ্ছমৌলি ত্রিভঙ্গভঙ্গিম কামদেব, আর গৌড়ীয়-সাহিত্যের নায়িকা—বৃন্দারণ্যরাজ্ঞী মুকুন্দ-মধুমাধবী ভুবনমোহন-মনোমোহিনী বৃষভানু-নন্দিনী। কেহ কেহ কল্পনা করেন, গৌড়ীয়-সাহিত্যের এই নায়ক ও নায়িকা সেক্ষপীয়রের রোমীয়-জুলিয়েটাদির মতই গৌড়ীয়-কবিগণের কল্পিত পাত্র-পাত্রীবিশেষ! এইরূপ কল্পনা-শিল্পিগণ আরও অগ্রসর হ'য়ে বলেন,—

"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?
পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান, অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ, মিলন,
বৃন্দাবন-গাথা—এই প্রণয় স্বপন ?
শ্রাবণের শর্ব্বরীতে কালিন্দীর কূলে
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
সরমে, সম্ভ্রমে,—একি শুধু দেবতার ?
এ সঙ্গীত রসধারা নহে মিটাবার,
দীন মর্ত্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেমতৃষা ?

*   *   *

সত্য ক'রে কহ মোরে হে বৈষ্ণব-কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেম ছবি ?
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেম-গান
বিরহ-তাপিত ? হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি প'ড়েছিল মনে ?

কল্পনা-শিল্পী এই প্রাকৃত-কবির কবিত্ব প্রকৃতির সহজ ধারণায় পুষ্ট। প্রাকৃত সাহজিকের সম্ভোগ-বুদ্ধি যে এরূপ কত কি প্রলাপময়ী কবিতা সৃষ্টি করবে, তা'তে আর

আশ্চর্য্য কি? পুরীষকণবাহী মক্ষিকা যেরূপ মধুমক্ষিকার সহজ সৌভাগ্যের প্রতিযোগিতা কর্‌বার জন্য আপনাকে মধুমক্ষিকা কল্পনা ক'রে স্বচ্ছ কাচভাণ্ডে সুরক্ষিত মকরন্দকে আপনার আয়ত্ত-বস্তু জ্ঞানে আস্বাদন কর্‌তে ধাবিত হয়, কিন্তু হায়, সে যেমন মকরন্দের মধুর আস্বাদ পায় না—কখনও পেতে পারে না, সেইরূপ চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্যের খণ্ড প্রতিফলিত ছলনাময়ী ছবিতে আত্মহারা প্রাকৃত কবি অপ্রাকৃতের কথা বুঝ্‌তে পারে না! অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-কবি বিরাটের বিকৃত প্রতিচ্ছবি হ'তে অপ্রাকৃত স্বরাটের প্রেমছবি মনোধর্ম্মের কাল্পনিক তুলিকায় অঙ্কিত করেন না—এ কথা বিরাটের গ্রাম্য-কবি বুঝ্‌তে পারে না! অপ্রাকৃত-কবি অপ্রাকৃত-বিপ্রলম্ভগীতি প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার ক্ষুদ্র অপস্বার্থের পূতিগন্ধযুক্ত কামগান হ'তে শিক্ষা করেন নি—একথা গ্রাম্য-কবি বুঝ্‌তে পারে না! অপ্রাকৃত অদ্বিতীয় কামদেব ও পরদেবতা বৃষভানুনন্দিনীর অপ্রাকৃত লীলা প্রাকৃত কামগন্ধদুষ্ট নায়ক-নায়িকার চিত্র হ'তে অধোক্ষজ বৈষ্ণব-কবি কল্পনা করেন নি, বিরাড্‌-বিমোহিত প্রাকৃত-কবি তা'র ক্ষুদ্র বুদ্ধি নিয়ে ধারণা ক'রে উঠ্‌তে পারে না! "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ"—তাই বিরাড্‌-বিহ্বল গ্রাম্য-কবি তা'র শত-ছানিপড়া কাম-চক্ষু দিয়ে প্রেমের রাজত্বের অপ্রাকৃত মধুরিমা দেখ্‌তে পায় না! এজন্যই বৈষ্ণব-কবি গেয়েছেন,—

"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন সুবিমল হেম,
এই ফল নৃলোকে দুর্ল্লভ।
কৈতব বঞ্চনা মাত্র, হও আগে যোগ্যপাত্র,
তবে প্রেম হইবে সুলভ॥
কাম-প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম প্রেম নাহি হয়।
তুমি ত' বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে প্রেম নাম,
আরোপিলে কিসে শুভ হয়॥
না মানিলে সুভজন, সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন,
না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি,
দুষ্ট ফল করিলে অর্জ্জন॥"

বেদ-সাহিত্য ও সাহিত্য-নায়ক কৃষ্ণ

এ জাতীয় প্রাকৃত-সাহিত্যিক অনেক সময় গৌড়ীয়-সাহিত্য-শোভার প্রভা দর্শন করতে অসমর্থ হ'য়ে ব'লে থাকেন,—গৌড়ীয়-সাহিত্যের নায়ক-নায়িকা যদি বাস্তব-বস্তুই হ'বেন, তা'হ'লে সেই সাহিত্য-নায়কের কথা বেদে নাই কেন? আর সাহিত্য-নায়কার কথা ভাগবতেই বা নাই কেন? এরূপ যুক্তি তাঁ'দের মুখর ক'রে তুললেও মনে হয়, এতে তাঁ'দের অজ্ঞতা ও অন্ধতাই অপরাধী। দেহা-রামতাকেই আমাদের অপবর্গ মনে ক'রে যখন আমরা

চার্ব্বাক, ইয়াংচু, লুসিপস্, লুক্রিসিয়াস প্রভৃতি গুরুবর্গের (?) শিষ্যত্ব স্বীকার করি, তাঁ'দের নিকট হ'তে "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" মন্ত্র শ্রুতিবদ্ধ ক'রে অপৌরুষেয় শ্রুতিমন্ত্রকে ভণ্ড-ধূর্ত্ত-নিশাচরের কৃত ব'লে শ্রুতিকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা অপ-প্রয়োজনের প্রেরণায় দেখাতে বাধ্য হই—যখন এই নাস্তিকতা ক্রম-বিকাশের পথে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আরও ঘনিয়ে ওঠে, তখন আমরা বেদকে মুখে একেবারে অস্বীকার কর্‌তে না পার্‌লেও বিরোচনের শিষ্যত্ব স্বীকার ক'রে বিরাটে ব্যাপৃত হ'য়ে পড়ি। কখনও বা আরও একটুকু অগ্রসর হ'য়ে বিরাটকেই 'ভূমা' ব'লে স্থাপন ক'রে "যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ" শ্রুতির 'পরা ভক্তি' কথাটী বুঝ্‌তে চাই না; তাই আমাদের কাছে শ্রুতির অর্থও প্রকাশিত হয় না। শ্রুতির প্রতিপাদ্য পরম পুরুষ—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ"—সাহিত্য-নায়কের এই গীতরাগিণী আমাদের কর্ণমল ভেদ ক'রে মর্ম্মের মর্ম্মর-মন্দিরে প্রবেশ করে না। শ্রুতি-সাহিত্য যে "প্রাকৃত নিষেধি' করে অপ্রাকৃত স্থাপন''—একথা আমরা একটুকু ধৈর্য্য ধ'রে নিরপেক্ষতার নিকষ পাথরে ফুটিয়ে দেখ্‌তে চাই না। কাজেই "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে" ছান্দোগ্যের এই মন্ত্রে শ্যামসুন্দরের স্বরূপশক্তির নির্দ্দেশ পরভক্তিহীন আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হয় না, আমরা 'শবল'কে হার্দ্দি-ব্রহ্মত্ব ব'লে কাটিয়ে দিতে চাই। শ্রুতি-

সাহিত্যে—সূত্র-সাহিত্যে যে গৌড়ীয়-সাহিত্যের নায়ক গূঢ়-দেবতা রসরাজ শ্যামসুন্দরের কথাই—পরমাক্ষরাকৃতি দিব্য-নামধেয়ের কথাই অসম্প্রসারিতভাবে কীর্ত্তিত হ'য়েছে—একথা প্রচ্ছন্ন-ভগবদ্বিমুখতার পরচক্ষু নিয়ে আমরা দেখতে পাই না। তাই বেদ-বেদান্তের ভিতরে কিরূপে শ্যামসুন্দরের সামোদগানের সম্পুট সুরক্ষিত রয়েছে, পূর্ণপ্রজ্ঞপাদ সুপ্রাচীন সাঙ্কর্ষণ-সূত্র উদ্ধার ক'রে তা' দেখিয়েছেন—যা'র খবর বোধ হয় আমরা অনেকেই রাখি না।

ভাগবত-সাহিত্য ও শ্রীরাধিকা

তার পর প্রশ্ন ওঠে—ভাগবতে গৌড়ীয়-সাহিত্যের নায়িকার নাম নাই কেন? কেউ কেউ আবার সর্ব্ব-সাহিত্যের একমাত্র আকর এই ভাগবত-সাহিত্য-খনিটীকে একেবারে উপ্‌ড়ে ফেলে দিবার আসুরিকতা দেখাতেও অগ্রসর হ'য়েছিলেন। নৈমিষ-সাহিত্যকে আধুনিক ব'ল্‌বার চেষ্টাও হ'য়েছে। এগুলি সেই পূর্ব্বোক্ত অভিজ্ঞতা-বাদেরই বিভিন্ন উত্তেজনা বা উৎপাত। যেমন একদিন দেহবিলাসী চার্ব্বাকাদি বিশাল বেদ-বৃক্ষকে ভণ্ড-ধূর্ত্ত-নিশাচরের সৃষ্ট ব'লে উপ্‌ড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা ক'রেছিল, তেম্‌নি সর্ব্ব-সাহিত্য-খনি নৈমিষ-সাহিত্যকে এক সম্প্রদায় —যা'রা দেখ্‌লেন কৃষ্ণের স্বেচ্ছাচারিতা—কৃষ্ণের সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা থাক্‌লে তাঁ'দের কল্পিত স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বতন্ত্রতায়

বাধা পড়ে—কৃষ্ণের সর্ব্বেন্দ্রিয় থাক্‌লে তাঁ'দের ইন্দ্রিয়-চালনার পথে কণ্টক পড়ে, তাঁ'রা সাহিত্যের অদ্বিতীয় স্বরাট্-নায়ককেই সর্ব্বসাহিত্য হ'তে বিচ্যুত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লেন। তাঁ'রা মনে কর্‌লেন, সর্ব্বসাহিত্য তাঁদেরই থাক্‌বে, আর 'পরম' ব'লে যদি কিছু স্বীকার করা যায়, তা' হ'লে তা'তে সব্ব-রাহিত্যের আরোপ করা হবে। এরূপ অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন-নাস্তিক্য-চেষ্টা নিয়ে রাবণ যেরূপ একদিন মনে ক'রেছিল, রামচন্দ্রকে কিছুতেই সীতা-সতীর সাহিত্য অনুমোদন করা যাবে না, সেইরূপ অদৈব-বুদ্ধির উত্তেজনা হ'তেই স্বরাট্ পুরুষ ব্রজরাজকে কিছুতেই তাঁর স্বরূপ-সাহিত্য প্রদত্ত হ'বে না ব'লে একটা অবৈধ বিদ্রোহ-চেষ্টার উৎপত্তি হ'লো! আবার প্রচ্ছন্ন-ভোগী আর একশ্রেণী স্বরাটের সাহিত্য-সুন্দরীকে তা'দের হস্তামলক মনে ক'রে তা'দের ইন্দ্রিয়-লালসার ইন্ধন যোগাবার জন্য অপ্রাকৃতকে যেন বল-প্রয়োগে কামের ভূমিকায় টেনে আন্‌বার চেষ্টা দেখাতে থাক্‌লো। যেমন, একদিন ভারতচন্দ্র প্রথমে পুরুষোত্তমে সাতাসন মঠে বাসের অভিনয়, বৃন্দাবন-বাসের অভিনয়, বেষ-গ্রহণের অভিনয় দেখিয়ে উজ্জ্বলনীলমণি, 'গোবিন্দলীলামৃত', 'জয়দেব', 'চণ্ডীদাস', 'বিদ্যাপতি', 'রায়ের নাটকগীতি' প্রভৃতি অপ্রাকৃত সাহিত্যিকগণের গ্রন্থ অপরিপক্কাবস্থায়ই স্পর্শ কর্‌বার প্রয়াস ক'রেছিলেন, আর তৎফলস্বরূপ অপ্রাকৃত শৃঙ্গার-রস হ'তে

গ্রাম্যরস-পুষ্টির উপকরণ সংগ্রহ ক'রে ফেলেছিলেন। শোনা যায়, পরবর্ত্তিকালে এমন কি তিনি কৌপীন ত্যাগ ক'রে বৈষ্ণব-বিদ্বেষী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয়ভাজন হ'বার জন্য বিদ্যাসুন্দর ও অন্নদামঙ্গল সাহিত্য লিখে 'রায়গুণাকর' উপাধি লাভ ক'রেছিলেন, যে সাহিত্যের সমালোচনা-প্রসঙ্গে প্রাকৃত সাহিত্যিকগণও ব'লেছেন,—"যে নবদ্বীপে একদিন বৈষ্ণবগণ কদম্ববৃক্ষ দর্শনে কৃষ্ণের উদ্দীপন-বিভাবে বিভাবিত হ'তেন, সে-স্থানে ভারতচন্দ্রের শিষ্যগণ স্ফুরিত-কদম্ব দেখে কুভাবনায় কণ্টকিত হ'য়ে রাত্রি জাগরণ ক'র্ত।"

রায়-গুণাকরের তোটকছন্দ, শব্দবিন্যাসের মাদকতা, "ছলচ্ছল-টলটুল-কলকল-তরঙ্গা।" প্রভৃতি অনুপ্রাসের ছটা যে সাহিত্য সৃষ্টি ক'রেছিল, সেই সাহিত্য সমাজের সম্যক্ হিত-সাধন করা দূরে থাকুক, সমাজের সর্ব্বনাশই ক'রেছে। একজন সাহিত্যিক ব'লেছেন—"বাঁশীর রবে হরিণ ফাঁদে পড়ে, হাতী কাদায় মগ্ন হয়, আর ভারতচন্দ্রের ললিতশব্দে মুগ্ধ হ'য়ে এক সময়ে বঙ্গীয় যুবকগণ নৈতিক কূপে প'ড়েছিলেন।" বারবনিতা যেমন সতীর স্বাভাবিক সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য্যের অবৈধ অনুকরণ ক'রে লোকের আপাত উত্তেজনা জন্মিয়ে আপাত মনোরঞ্জন ক'রে—আপাত প্রিয় হ'য়ে ব্যষ্টি ও ক্রমে ক্রমে সমষ্টির সর্ব্বনাশ সাধন করে, তেম্‌নি সমাজে স্বরাট্-সাহিত্য-জয়শ্রীর স্বাভাবিক সুষমার অবৈধ অনুকরণে যখন বিরাটের সাহিত্য গ'ড়ে তুল্‌বার একটা চেষ্টা হ'চ্ছিল,

তখন বঙ্গীয় সমাজে বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হ'লো। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র নিষ্কপটে অপ্রাকৃত সাহিত্যিক-গুরু শ্রীরূপের অনুগ-গণের চরণাশ্রয় না ক'রে ইতর অভিলাষ নিয়ে যখন অপ্রাকৃত রসগ্রন্থ স্পর্শ কর্‌বার প্রয়াস ক'রেছিলেন এবং পরে "বিদ্যাসুন্দরে" (অবিদ্যাসুন্দরে!) অপ্রাকৃত রসরাজ স্বরাট্‌সুন্দরের সাহিত্যের অবৈধ অনুকরণ ক'রেছিলেন, তখন তাঁ'র সেই আদর্শ কিছুকাল পরে বিদেশ হ'তে পাশ্চাত্য-সভ্যতার আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ইতর-অভিলাষের ইন্ধন-সম্ভারের সহিত যুক্ত হ'য়ে আরও বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো! তখন রাইকানুর গান নিয়ে হাটে বাজারে ছিনিমিনি খেলার ব্যবস্থা হ'লো। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির যে অপ্রাকৃত-রস-সাহিত্য ছোট-হরিদাসের দণ্ডদাতা শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বত্যাগের লীলাভিনয় ক'রে স্বরূপ-রামরায়ের ন্যায় জিতেন্দ্রিয়-শিরোমণিগণের সঙ্গে একান্তে সমগ্র জগৎ ভুলে', সম্ভোগ-বাদের সমস্ত কথা পরিত্যাগ ক'রে, বিপ্রলম্ভ অধিরূঢ়-মহাভাবে বিভাবিত হ'য়ে আস্বাদন কর্‌তেন, আজ সেই জিনিষটাকে তথাকথিত সাহিত্যিকগণ প্রাকৃত নগ্ননারীর চিত্রের পার্শ্বে সর্ব্বসাধারণের পাঠ্য গ্রাম্যবার্ত্তাবহের পণ্যদ্রব্যরূপে—বিলাসী কিম্বা সম্ভোগ-মদমত্ত অন্যাভিলাষিগণের উপভোগ্য বস্তুরূপে পরিণত কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছে। এতে সমাজের ভাবি-পরিণাম,

ভাবি-পরিণাম কেন, প্রত্যক্ষ পরিণাম কি হ'বে ও হচ্ছে, সামাজিকগণের তা' চিন্তা কর্বার অবসর নেই।

ভাগবত-সাহিত্যে শ্রীরাধাপ্রমুখা-গোপীগণের নাম স্পষ্ট নাই কেন?

মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ সমাজের এই ভাবী পরিণাম দিব্যচক্ষে দেখেছিলেন, তাই তাঁরা "নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ" বাক্যের মর্য্যাদা-স্থাপন-কল্পে—"অতএব কহি কিছু করিঞা নিগূঢ়। বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ় ॥" "অনয়ারাধিতো নূনং" শ্লোকে কেবল অপ্রাকৃত রসিক ভক্তগণের জন্যই সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নায়িকার সেবা-সাহিত্যের ইঙ্গিত ক'রেছেন। স্বরাট্সুন্দরের সাহিত্যস্বরূপিণী বার্ষভানবীর নাম ইতর-সাহিত্যে রতি থাকা কাল পর্য্যন্ত কখনই শ্রুতিগোচর হয় না—শ্রুতিগোচর হ'য়েছে মনে হ'লেও 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করে না। সে জন্যই শ্রীরাধার নাম নৈমিষ-সাহিত্যে ব্যক্ত ক'রে বলা হয় নাই। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ সন্দর্ভে ব'লেছেন—"প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপ-শ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত, সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে।" অর্থাৎ প্রথমে

ভগবন্নাম শ্রবণের দ্বারা অন্তঃকরণের অনর্থমল বিশুদ্ধির অপেক্ষা আছে, অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হ'লে ভগবানের রূপ-শ্রবণের দ্বারা অনর্থনির্ম্মুক্ত মানসমুকুরে ভগবদ্রূপের স্ফূর্ত্তি হ'য়ে থাকে। ভগবদ্রূপ সম্যগ্‌রূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হ'লে তা' গুণরূপে ব্যক্ত হয়, আর গুণ সম্যগ্‌রূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হ'লে তৎপরে পরিকরবৈশিষ্ট্য স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পরিকরবৈশিষ্ট্যের কথা বৈষ্ণব-জগতের—স্থায়িভাব-জগতের চরম কথা ব'লে তা' ভজনের পরিপক্কাবস্থায় স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হ'য়ে থাকে। শ্রীমতী রাধিকা—নিখিল-পরিকরশিরোমণি, সুতরাং যে বস্তু ভজনের শেষ-সীমা—স্বতঃস্ফূর্ত্তির বিষয়, সেই গুহ্যতম বস্তুটীর কথা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রথম-মুখে খুলে' বলা হয় নাই; কেবল তাঁর কৃষ্ণ-সেবা-শোভা-বর্ণনমুখে তাঁর নামের ইঙ্গিত করা হ'য়েছে। তাঁ'র রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য নৈমিষারণ্যের জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ মিশ্র বিভিন্ন ঋষির নিকট স্পষ্ট ক'রে খুলে' বলা হয় নাই; তবে সেই সাহিত্য-সভায় যে সকল রসিক-ভক্ত ছিলেন, তাঁরা সেই গূঢ়কথা বুঝ্‌তে পেরেছিলেন। "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্" প্রয়োজনীয় নহে, তা'তে জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হয়। ভজনরাজ্যের দ্বার হ'তে বহুদূরে বিক্ষিপ্ত স্বৈর-সম্ভোগ-বাদে বিমোহিত-মতি হবার ফলে অধিকার-বিচারে অনভিজ্ঞ কোনও প্রাকৃত শাক্তেয়-মতবাদ-সাহিত্যিক ব'লেছেন,—"শ্রীমতী রাধা প্রথমতঃ

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও আর কএকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আশ্রয় করিয়া শুভদিনে আর্য্যাবর্ত্তের দেব-মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। চিরশ্রদ্ধেয় দেবদেবীগণ প্রকৃতির এই আবরণ হীনা নগ্ন-সৌন্দর্য্যময়ীর অন্তরালে পড়িয়া গেলেন। সদ্যচ্যুত অনাঘ্রাত মালতী পুষ্পের ন্যায় এই দেবীকে পাইয়া কবি ও ভক্তগণ আনন্দিত হইল; চিরারাধ্যা দুর্গা ও কালীর উদ্দেশে আহৃত পুষ্পমালা রাধিকার কণ্ঠে দোলাইয়া দিল!"

অহো! বঙ্গমাতার ললাট সৌভাগ্য-সিন্দুর-তিলকে উজ্জ্বল হ'লেও আমাদের ন্যায় প্রকৃতিপ্রমত্ত কুলাঙ্গারকে কোলে ধারণ ক'রে তাঁর সৌভাগ্যতিলক আজ বিলুপ্ত! একমাত্র যে গৌড়দেশের মহাভাগ্যে একবার মাত্র গোলোকের সাহিত্য-জয়শ্রী ভূলোকে রূপগ্রহণ ক'রেছিলেন,— একবার মাত্র নিখিলসীমন্তিনীকুলমণি সর্ব্বকান্তাগণের অংশিনী কৃষ্ণকামকেলির বসতিনগরী, সর্ব্বপূজ্যা, সর্ব্বপালিকা, সর্ব্বজগতের মাতা, সর্ব্বলক্ষ্মী, সর্ব্বকান্তি, পরম দেবতা এই বাংলার ভাগ্যে স্বরাটের সেবা-সাহিত্য প্রকাশ ক'রেছিলেন, সেই স্বরূপশক্তিকে—নিখিল-জগদারাধ্যা কালী-দুর্গা-প্রভৃতি ছায়াশক্তির আকররূপা নিত্য-স্বরূপশক্তিকে প্রকৃতির বঞ্চনায় বিমোহিত হ'য়ে আমরা আমাদের ঔলূক্য-ধর্ম্মের পরিচয় দিতে বাধ্য হ'য়েছি! এই জন্যই বুঝি বৌধায়ন ঋষি একদিন ব'লে-ছিলেন,—'যে ব্রাহ্মণ বঙ্গ এবং কলিঙ্গ প্রদেশে পদার্পণ করবেন, তাঁ'কে স্তোম-যজ্ঞের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করতে

হবে’! নতুবা যে দেশের ধূলিকণা প্রেমের ঠাকুরের পাদপদ্ম-পরাগে রঞ্জিত—যে দেশের প্রতি রেণুপরমাণু প্রেমময়ের পরিকরবৈশিষ্ট্যের পাদপদ্মপরাগ চুম্বন ক’রে বৈকুণ্ঠের সৌভাগ্যকেও স্বল্প মেনেছিল—যে গৌড়মণ্ডল-ভূমি গৌড়ীয়-সাহিত্যিকগণের নিকট চিন্তামণিস্বরূপা, সেই গৌড়দেশে অপ্রাকৃত প্রেমের প্রদর্শনী আবিষ্কৃত হ’বার পরও স্বরূপ-রূপ-সনাতনের মত—ব্যাসাবতার বৃন্দাবন-কবিরাজের মত—কবিকর্ণপুর-ঠাকুর নরোত্তমের মত—বিশ্বনাথ-বলদেবের মত সাহিত্যিক-শিরোমণিগণের আবির্ভাবের পরও কেন এই নদীয়ার বক্ষেই ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে, বিদ্যাসুন্দরে, রৈবতক পর্ব্বতে রাম-রমণীগণের প্রতি দ্বিবিদের অবৈধ ব্যবহারের ন্যায় সর্ব্বসাহিত্যের নায়িকা-শিরোমণির প্রতি অবৈধ মুখভঙ্গীর দূষিত বীজাণু সংক্রামিত হ’লো—আজ আবার কেনই বা সেই সংক্রামক বীজাণু পরিবর্দ্ধিত হ’য়ে প্রকৃতি-পাগল-সাহিত্যিকগণের প্রলাপ-ব্যাধি উত্তরোত্তর বিশ্ব-বায়ু দূষিত ক’রে দিল! অথবা এতে আর আশ্চর্য্য কি? গৌড়ীয়-সাহিত্যিকবর পূর্ব্বেই ত’ এর কারণ নির্দ্দেশ ক’রে গিয়েছেন,—

> হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ।
> এ সব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ॥
> এ সব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব।
> ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ॥

অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ॥

গৌড়ীয়-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

বিশ্ব-সাহিত্য হ'তে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এই সাহিত্য-সৌধের ভিত্তি-সংস্থাপন-কালেই প্রকাশিত হ'য়েছে। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু যেদিন শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের মঙ্গলাচরণ ক'রেছেন, সেইদিনই সে-কথা সুস্পষ্টভাবে সাহিত্যিক-সমাজে ব্যক্ত ক'রেছেন।

সাহিত্য জীবের উপভোগ্য নয়, সাহিত্য-সুন্দরী—কৃষ্ণযোষিৎ। সাহিত্যের ভোক্তা—অদ্বিতীয়-ভোগ-পুরন্দর কৃষ্ণ। গৌড়ীয়গণের ভজন-প্রণালী আর কিছুই নয়, সেটী কেবল গৌড়ীয়-সাহিত্যিকগণের আনুগত্য স্বীকার ক'রে সাহিত্যের সেবা। গৌড়ীয়-সাহিত্যের মূল মন্ত্রই—

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

আমরা অপ্রাকৃত সাহিত্য-সেবিগণের অনুগত হ'য়ে সেই সাহিত্যের সেবামাত্র করতে পারি—কৃষ্ণের সঙ্গে সাহিত্যের মিলন করানই আমাদের সাধন ও সাধ্য। কৃষ্ণ হ'তে সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তাঁ'কে নির্ব্বিশেষ করার দুর্ব্বুদ্ধি বা কৃষ্ণভোগ্য-সাহিত্যে ভোগ্যবুদ্ধি—দুটোই সাহিত্যের সঙ্গে বিদ্রোহ বা বিদ্বেষ। এই সাহিত্য-সেবাই—গৌড়ীয়ের ভজন-পূজন। মহাপ্রভু তাঁ'র শিক্ষাষ্টকে সমগ্র জীবকে

ভোগবুদ্ধিমূলা সাহিত্য সেবা পরিত্যাগ ক'রে গৌড়ীয়-সাহিত্যের সেবা শিক্ষা দিয়েছেন। ভোগবুদ্ধি-প্রসূত অগৌড়ীয়-সাহিত্য মানুষকে কনক-কামনা, কামিনী-কামনা, কখনও বা কীর্ত্তি-কামনার দাস ক'রে দেয়—কখনও সাহিত্য-দর্পণ, কখনও বা পাণিনি কিম্বা জৈমিনী-কথিত স্ফোটবাদের আলোচনা কর্‌তে গিয়ে মানুষকে রাহিত্যই শেষ প্রাপ্য ব'লে ধারণা করিয়ে দেয়; কিন্তু এ সকল—'সাহিত্য'-চর্চ্চার অপব্যবহার বা বিপরীত পথানুসরণ। 'সাহিত্য' একমাত্র ভাগবতধর্ম্ম-প্রতিপাদ্য অহৈতুকী কৃষ্ণভক্তি। তাই সাহিত্য-সরস্বতীপতি গৌরসুন্দর সাহিত্য-বধূজীবন শ্রীনামের সেবা শিক্ষা দিয়েছেন। শ্রীনামে সকল সাহিত্যই আছে। তাতে শব্দ-সাহিত্য, রূপ-সাহিত্য, গুণসাহিত্য, লীলা-সাহিত্য, পরিকর-সাহিত্যের পূর্ণ সম্পুট নিহিত। গৌরসুন্দর আমাদিগকে শিক্ষা দিয়ে ব'লেছেন,—আমি সে সাহিত্য চাই না—যে সাহিত্য মানুষকে কেবল সুন্দরী কবিতা, ধন, জন, প্রতিষ্ঠা বা মুক্তিপিপাসার বঞ্চনাময় মাকাল-ফলগুলি দিয়ে ভুলিয়ে দেয়, আমি চাই—নিগমকল্পতরুর গলিতফলের সাহিত্য—জন্মে জন্মে যেন সেই সাহিত্যের সেবাই আমার জীবনের ব্রত হয়—সকল সাধনার সার ব'লে জ্ঞান হয়। মানুষ বাস্তব-সাহিত্যের বিকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছায়া নিয়ে ভুলে' রয়েছে। বাস্তব-সাহিত্য সেবা—একমাত্র গোপীর কৈঙ্কর্য্য—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

গৌড়ীয়-সাহিত্যই—সার্ব্বভৌম-সাহিত্য

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য যখন পূর্ণতম সাহিত্য-নায়ককে আশ্রয় ক'রে প্রকাশিত, তখন গৌড়ীয়-সাহিত্যের ভাণ্ডারও পূর্ণতম। গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারে কোন বস্তুর অভাব নেই। ব্যাকরণ, ছন্দঃ, নিরুক্ত, অলঙ্কার, নাটক, কাব্য, মহাকাব্য, চম্পূ, বিরুদ, চরিত্র, ঐতিহ্য, কড়চা, কারিকা জ্যোতিষ, ন্যায়, বেদান্ত, স্মৃতি, পদ্ধতি, স্তব, কথা, গল্প, পাঁচালি, পত্র, পুরাণ, বিজ্ঞান, শিল্প, রস, রাগ, রাগিনী, বাদ্য, তত্ত্ব, দর্শন, সিদ্ধান্ত, ভাষ্য, ভাষা, গদ্য, পদ্য, অনুবাদ, সন্দর্ভ, সূত্র, সংহিতা, তাপনী, পঞ্চরাত্র, পদ, সঙ্গীত, কীর্ত্তন, উপাখ্যান, উপন্যাস, নবন্যাস,—সকল জিনিষই গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারে সাহিত্য-নায়কের সেবাসামগ্রীরূপে বিরাজিত রয়েছে। কাজেই আমরা গৌড়ীয়-সাহিত্যকে সার্ব্বভৌম-সাহিত্য ব'লে ঘোষণা করতে পারি। এই সার্ব্বভৌম-সাহিত্য নিখিল চেতন-জগতকে সাহিত্য-সাধনার সর্ব্ববিধ সাধ্যবস্তু দান করতে পারে ব'লে গৌড়ীয়-সাহিত্যকেই একমাত্র সার্ব্বজনীন-সাহিত্য বলা যায়।

গৌড়ীয়-ব্যাকরণ

শ্রীল জীব-গোস্বামিপাদের 'হরিনামামৃত ব্যাকরণ'—সাহিত্য-বিশ্বের এক অভিনব মহা-আলোকস্তম্ভ। সর্ব্বেশ্বর-

সন্ধি, বিষ্ণুজন-সন্ধি, পুরুষোত্তম-লিঙ্গ, লক্ষ্মীলিঙ্গ, ব্রহ্মলিঙ্গ, শ্যামরাম সমাস, কৃষ্ণ-পুরুষ সমাস, রামকৃষ্ণ সমাস, ত্রিরামী তদ্ধিত প্রভৃতি পাণিনীয় স্ফোটবাদকে অতিক্রম ক'রে এক অতীন্দ্রিয় স্ফোটবাদের বা স্ফোট-সাহিত্যের খনি আবিষ্কার ক'রেছে। শ্রীল জীব-পাদের সূত্র-মালিকা, "ধাতু-সংগ্রহ" প্রভৃতি ব্যাকরণ-বিষয়ক গ্রন্থ, শ্রীগৌরসুন্দরের অধ্যাপক-লীলার "ধাতু-সংজ্ঞা কৃষ্ণ-শক্তি বল্লভ সবার।" "সূত্রবৃত্তি টীকা যে বাখানে কৃষ্ণ মাত্র॥" বাক্যেরই দীপ্তিমান-বিগ্রহ। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর 'ব্যাকরণকৌমুদী'ও গৌড়ীয়-ব্যাকরণ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের মহামণি। আমরা পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাকরণ-কৌমুদীর নামই সকলে শুনেছি, কিন্তু তা'রও বহু পূর্ব্বে আমাদের এই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য 'ব্যাকরণ-কৌমুদী' নামে একটী বৈষ্ণবজনপাঠ্য ব্যাকরণ রচনা ক'রেছিলেন।

একমাত্র গৌড়ীয়-সাহিত্যিক—একমাত্র গৌড়ীয়-বৈয়াকরণই স্পর্দ্ধা ক'রে—বিশ্ব-বৈয়াকরণ-সমাজকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার্থ আহ্বান ক'রে বল্‌তে পারেন,—

"ধাতু-সংজ্ঞা কৃষ্ণশক্তি বল্লভ সবার।
দেখি ইহা দূষুক আছয়ে শক্তি কা'র॥
ভ্রমবশে অধ্যাপক, না বুঝয়ে ইহা।
হয় নয় ভাই সব বুঝ মন দিয়া॥

* * *

'আমি যে ব্যাখ্যানি সূত্র করিয়া খণ্ডন।
নবদ্বীপে তাহা স্থাপিবেক কোন্ জন॥'
নগরে বসিয়া এই পড়াইমু গিয়া।
দেখি কা'র শক্তি আছে দূষুক আসিয়া॥''

গৌড়ীয়-নিরুক্ত

আমরা নিরুক্তকার যাস্কের নাম খুব শুন্‌তে পাই, কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-নিরুক্তকারগণ যেরূপ পঞ্চপ্রকার নিরুক্ত, পদভঞ্জন প্রভৃতির উদাহরণ দেখিয়েছেন, তা' নিরুক্তশাস্ত্রে যুগান্তর আনয়ন ক'রেছে। শ্রীল জীব-গোস্বামিপাদ সন্দর্ভে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৫৬ সূক্তের তৃতীয় ঋক্ ও বহু বেদমন্ত্র এবং শ্রীরূপ সনাতন, শ্রীচক্রবর্ত্তী, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রভৃতি বেদের বিভিন্ন মন্ত্র ব্যাখ্যাকালে গৌড়ীয়-নিরুক্ত-সম্পুট হ'তে যে মহামণি সকল আবিষ্কার ক'রেছেন, তা' দেখ্‌লে আশ্চর্য্যান্বিত হ'তে হয়—প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়, নিরুক্ত-দেবতা পরমাক্ষরাকৃতি পরব্রহ্ম স্বয়ংই সেই সকল বৈদিক পদের পদভঞ্জন ক'রেছেন। এমন নৈপুণ্যের সহিত বর্ণাগম, বর্ণ-বিপর্য্যয়, বর্ণ-বিকার, বর্ণ-লোপ, যোগ প্রভৃতির সাধন একমাত্র নিরুক্ত-দেবতা পরমাক্ষরাকৃতি দিব্য-নামধেয়ের অব্যভিচারি উপাসক গৌড়ীয়-সাহিত্যিকগণের দ্বারাই সম্ভব। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীআনন্দতীর্থ, শ্রীজয়তীর্থ প্রভৃতিও নিরুক্ত-সাহিত্যের

ভাণ্ডারে প্রচুর সম্পত্তি দান ক'রেছেন। সুতরাং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে যে নিরুক্ত-সম্পৎ আছে, তা'—অতুলনীয়।

গৌড়ীয়-ছন্দঃ

ছান্দোগ্যোপনিষদের মন্ত্র উদ্ধার ক'রে সায়ন বলেছেন,—"অপমৃত্যুং বারয়িতুমাচ্ছাদয়তীতি ছন্দঃ।' অপমৃত্যু বারণ কর্‌বার জন্য যে আচ্ছাদন করে, তা'কে 'ছন্দঃ' বলা যায়। ঋক্-সায়ন-ভাষ্য-ভূমিকায় ছন্দের আরও সংজ্ঞা দেখ্‌তে পাওয়া যায়—"পুরুষস্য পাপসম্বন্ধং বারয়িতু-মাচ্ছাদকত্বাচ্ছন্দ ইত্যুচ্যতে। তচ্চারণ্যকাণ্ডে সমাম্নায়তে।" "ছাদয়ন্তি হ বা এনং ছন্দাংসি পাপাৎ কর্ম্মণঃ।" পাপ-সম্বন্ধ নিবারণ কর্‌বার জন্য যে পুরুষকে আচ্ছাদন করে, তা'কে ছন্দঃ বলে। মহর্ষি পাণিনি 'চদি' ধাতুর উত্তর 'অসুন্‌' প্রত্যয় ক'রে 'ছন্দস্‌' এই শব্দটী সিদ্ধ ক'রেছেন। (চন্দেরাদেশ্চ ছঃ। উণ্‌ ৪।২১৮)। তা' হ'লে "ছন্দয়তি আহ্লাদয়তি"—এই ব্যাকরণ-ব্যুৎপত্তিগত অর্থানুসারে—যা' আহ্লাদ জন্মায় বা আমাদিগকে আহ্লাদিত করে, তা'রই নাম 'ছন্দঃ'। গৌড়ীয়-সাহিত্যের ছন্দঃ—সাক্ষাৎ-ছন্দঃস্বরূপিণী হ্লাদ-দেবতা। ছন্দো-নায়ক পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধি নন্দনন্দন—

"কৃষ্ণকে আহ্লাদে তা'তে নাম—আহ্লাদিনী।

*　　　*　　　*

ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।

*　　　*　　　*

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপশক্তি—"হ্লাদিনী" নাম যাঁহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দ-আস্বাদন।
হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ॥"

গৌড়ীয়-সাহিত্য এই হ্লাদময়ী ছন্দোদেবতার আরাধনাই সাধ্যসার, সুতরাং গৌড়ীয়-সাহিত্যে যে ছন্দের বৈচিত্র্য ও নবনবায়মানতা রয়েছে, এরূপ আর কোথায়ও নেই। গৌড়ীয়-সাহিত্যের ছন্দঃ ছন্দোদেবতার—ছন্দো-নায়কের বন্দনা ছাড়া আর কোন প্রকার ব্যভিচার-বৃত্তি অবলম্বন করে না। বৈদিক ও লৌকিক উভয়প্রকার ছন্দই গৌড়ীয়-সাহিত্যে ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের চরণারবিন্দ বন্দনা ক'রছেন। বাংলার গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যই সর্ব্বাগ্রে গৌড়ীয়-ছন্দঃ বিস্তার ক'রেছেন। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গুণরাজ খাঁন, ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীল কবিরাজ প্রভৃতি গৌড়ীয়-ছন্দোদেবতার পূজা প্রচার ক'রেছেন। মহর্ষি পিঙ্গল যে সকল ছন্দের কথা জানেন না, ছন্দোদেবতার উপাসক গৌড়ীয়-সাহিত্যিক-গণ সে সকল ছন্দের সৌরভস্রাবি-গন্ধ ছন্দোদেবতার আরতি-মুখে বিস্তার ক'রেছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যিকের "ছন্দঃকৌস্তুভ" গৌড়ীয়-ছন্দোজগতের কীর্ত্তিস্তম্ভ। জয়দেবের কোমলকান্তপদাবলীতে, রামরায়ের নাটকগীতে, শ্রীরূপের পদ্যাবলীতে, সনাতনের ভাগবতামৃতে, কবিকর্ণপূরের নাটকে ও মহাকাব্যে, শ্রীদাস গোস্বামী প্রভুর স্তবাবলীতে, কবিরাজের

গৌরগোবিন্দলীলামৃতে যে সকল ছন্দোমাধুরী ও ছন্দোবিলাস আবিষ্কৃত হ'য়েছে, তা'র তুলনা জগতে মিলে না। গৌড়ীয়-সাহিত্যিকগণের 'তোটক', 'ভুজঙ্গপ্রয়াত', 'মন্দাকিনী', 'কুসুমবিচিত্রা', 'তড়িদ্‌গতি', 'মনোরমা', 'ভুজঙ্গসঙ্গতা', 'বাসন্তী', 'শশীকলা', 'নান্দীমুখী', 'অপরাজিতা', 'চন্দ্রিকা', 'মালতী', 'মণিমালা', 'চিত্রা', 'বাণিনী', 'চিত্রলেখা', প্রভৃতি ছন্দঃ হ্লাদময়ী ছন্দো-দেবতা বৃষভানুনন্দিনীর কৃষ্ণসেবাময় এক একটী আভরণ। গোড়ীয় ছন্দের 'মদিরা', 'সরসী', 'শোভা' প্রভৃতি ছন্দঃ সত্য সত্যই রসিকশেখরের হ্লাদ বর্দ্ধন ক'রে ভক্তমোদ বিস্তার ক'রে থাকে। গৌড়ীয়-সাহিত্যে যে 'লীলা-খেল', 'বিপিনতিলক', 'তুনক', 'প্রবরললিত', 'অনঙ্গশেখর', 'মত্তমাতঙ্গ', প্রভৃতি ছন্দের উদাহবণ রয়েছে, তার তুলনা প্রাকৃত কবির ছন্দে কোথাও হ'তে পারে না। এই গৌড়ীয় ছন্দের কথা বল্‌তে গেলেই একটা বিরাট্ গ্রন্থ রচিত হ'য়ে যেতে পারে। আমাদের সময় সংক্ষেপ, তাই অপ্রাকৃত-সাহিত্যমোদিগণের সাম্‌নে গৌড়ীয়-কবিগণের কএকটীমাত্র ছন্দের উদাহরণ উদ্ধার কর্‌ছি। ছন্দের যা' অর্থ—ছন্দের যা' তাৎপর্য্য, তা' একমাত্র গৌড়ীয়-সাহিত্যিকগণের ছন্দেই ষোলকলায় প্রস্ফুটিত। শ্রীরূপ তাঁর কত বিচিত্র ছন্দে সাক্ষাৎ হ্লাদময়ী ছন্দো-দেবতার সঙ্গে ছন্দো-নায়কের মিলন করিয়ে অপ্রাকৃত-ছন্দোমোদিগণের আনন্দ-মোদ বৃদ্ধি

ক'রেছেন। শ্রীরূপের একটী তোটকছন্দের উদাহরণ শ্রবণ করুন—

অয়মুজ্জ্বলয়ন্ ব্রজভূসরণীঃ
রময়ন্ ক্রমণৈর্ম্মৃদুশির্ধরণীম্।
অজিরে মিলিতঃ কলিতপ্রমদে
হরিরুদ্বিজসে তদপি প্রমদে॥

শ্রীরূপপাদের ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দের একটী উদাহরণ রূপানুগগণের অনুগত হ'য়ে আস্বাদন করুন—

দুকূলস্য লক্ষ্মীং সমন্তাদ্বিশালা-
মসৌ বীক্ষ্য পীতস্য তে মল্লীমালা।
লুঠন্তী কুচোদ্ভাসি কাশ্মীরপঙ্কে
নিজং পীতমঙ্গং চকারাত্র শঙ্কে॥

শ্রীরূপের দ্ব্যক্ষর চিত্রকবিত্বে ছন্দোনায়কের সেবার অনুগমন করুন —

রসাসারসুসারোরুরসুরারিঃ সসারসঃ।
সংসারাসিরসৌ রাসে সুরিবংসুঃ সসার সঃ॥
ধরে ধরাধরধরং ধারাধরধুরারুধি।
ধীরধীরাররাধাধিরোধং রাধাধুরং ধরম্॥

একাক্ষর—

নিম্নুন্নানোননং নুনং নানুনোন্নাননোন্নুনীঃ।
নানেনানাং নিম্নুন্নেনং নানৌন্নানা ননোননু॥

চক্রবন্ধ—

গন্ধাকৃষ্ট গুরুন্মদালিনি বনে হার প্রভাতিপ্লুতং
সংপুঞ্চন্তমুপস্কৃতাধ্বনি যমীবীচিশ্রিয়ো রঞ্জকম্।
সত্বস্তঙ্গিতবিভ্রমং সুনিভৃতে শীতানিলৈঃ সৌধাদে
দেবং নাগভুজং সদা রসময়ং তং নৌমি কঞ্চিন্মুদে ॥

সর্পবন্ধ—

রাসে সারঙ্গ সজ্যাচিতনবনলিনপ্রায়বক্ষস্থদামা
বর্হালঙ্কারগার স্ফুরদনল মহারাগ চিত্রে জয়ায়।
গোপালো দাসবীথী ললিতহিততরবস্ফারহাসঃ স্থিরাত্মা
নব্যোজস্রং ক্ষণোপাশ্রিতবিততবলো বীক্ষ্য রঙ্গং বভাসে ॥

পদ্মবন্ধ—

কলবাক্যসদাশোককলোদারমিলাবক।
কবলাদ্যাদ্ভুতানূককনুতাভীর বালক ॥

এইরূপে গোমূত্রিকাবন্ধ, মুরজবন্ধ, বৃহৎপদ্মবন্ধ—কত প্রকার চিত্র-কবিত্বময় ছন্দঃ শ্রীরূপের সাহিত্যে সাহিত্য-নায়কের আবতি ক'রেছেন।

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদের—

চূড়া-চুম্বিত-চারু-চন্দ্রক-চমৎকার-ব্রজ-ভ্রাজিতং
দীব্যন্মঞ্জু-মরন্দ-পঙ্কজ-মুখং ভ্রূ-নৃত্যদিন্দিন্দিরম্।
রজ্যদ্বেণু-সুমূল-রোক-বিলসদ্বিম্বাধরৌষ্ঠং মহঃ
শ্রীবৃন্দাবন-কুঞ্জ-কেলি-ললিতং রাধাপ্রিয়ং প্রীণয়ে ॥

শ্রীজয়দেব-কবির—

সান্দ্রানন্দপুরন্দরাদিদিবিষদ্‌বৃন্দৈরমন্দাদরা-
দানম্রৈর্মুকুটেন্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দর্শিতেন্দীবরম্।
স্বচ্ছন্দং মকরন্দসুন্দরগলন্মন্দাকিনীমেদুরং
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমশুভস্কন্দায় বন্দামহে॥

—কিরূপ অপ্রাকৃত-ছন্দোনায়কের পদারবিন্দের মকরন্দ লুণ্ঠন ক'র্‌ছেন।

গৌড়ীয়ের অপ্রাকৃত কবিকুল-শিরোমণি সাহিত্যের দ্বিতীয় সান্দ্রমূর্ত্তি শ্রীরূপপাদকে কেহ কেহ প্রাকৃত কবিকুল-সম্রাট্ কালিদাসের সঙ্গে তুলনা দিয়ে থাকেন। কিন্তু যাঁরা শ্রীরূপের অপ্রাকৃত কবিত্ব-রসামৃতসিন্ধুর একটী বিন্দু স্পর্শ কর্‌বার অধিকার লাভ কর্‌তে পেরেছেন—যা'রা নিরপেক্ষতার নিকষ পাথরে শ্রীরূপের কবিত্ব-কৌস্তভ দেখ্‌তে জানেন, তাঁরাই বল্‌তে বাধ্য হ'বেন, ত্রিভুবনে এমন কোন প্রাকৃত কবি নাই—যিনি কবিত্ব-গৌরবে শ্রীরূপের পাদুকার রেণুর সাম্‌নে দাঁড়াতে পারেন। শ্রীরূপের কথা দূরে থাকুক, শ্রীরূপের পদরেণুর পরমাণু-গণের যে অপ্রাকৃত সহজ কবিত্ব আছে, সে কবিত্ব—সে সাহিত্য ত্রিভুবনে আর কোথায়ও নেই। তাই অপ্রাকৃত কবিকুলশিখামণি শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু তাঁ'র "মুক্তাচরিত"-গ্রন্থের উপসংহারে ব'লেছেন,—

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

অধিক কি, স্বয়ং সনাতনপ্রভু বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীরূপের বন্দনা ক'রেছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁর মহাগ্রন্থের প্রতি পরিচ্ছেদে শ্রীরূপের নিকট কবিত্ব-শক্তি প্রার্থনা ক'র্‌ছেন। গৌড়ীয়-সাহিত্যিক-শিরোভূষণ ঠাকুর মহাশয় শ্রীরূপের চরণার্চ্চনারতি কীর্ত্তন ক'রেছেন,—

"শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ. সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণধন সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন॥
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র-জপ,
সেই মোর ধরম করম॥
অনুকূল হবে বিধি, সে পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই নয়ানে।
সে রূপমাধুরীরাশি, প্রাণকুবলয় শশী,
প্রফুল্লিত হবে নিশি দিনে॥
তুয়া অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহি,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হাহা প্রভু! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ॥"

গৌড়ীয়-অলঙ্কার

গৌড়ীয়-সাহিত্যে যে অলঙ্কার-সম্পৎ র'য়েছে, তা' কাচমণি নয়, নকল হীরক নয়, চুনী, পান্না, প্রবাল, স্ফটিক-মাত্র নয়, সে অলঙ্কার "ভূষণের ভূষণ অঙ্গ" ভুবনমোহন নীলমণির বক্ষোবিভূষণ নিখিল-অলঙ্কারের সম্রাট্ অলঙ্কার-কৌস্তুভ। "অলং ক্রিয়তেঽনেন ইতি অলঙ্কারঃ।" গৌড়ীয়-সাহিত্য তা'র যে অলঙ্কার দিয়ে সাহিত্য-নায়কের সজ্জা রচনা করে, তা'তে 'অলং' অর্থাৎ যথেষ্ট হ'য়েছে ব'লে 'ইতি দেওয়া'র কথা নেই। কারণ গৌড়ীয়ের রাজ্য—অপ্রাকৃত। তা' প্রাকৃত-জগতের মত "ইতি-দেওয়ার" রাজ্য নয়, সেখানে 'অলং' নবনবায়মান, 'অলং'এর পরম্পরা প্রকাশিত ক'রেও 'ইত্যলম্' ব'লে উপসংহার করতে পারে না। গৌড়ীয়-সাহিত্যের রাজ্য—সেই নবনবায়মান 'অলং'এর রাজ্য; কাজেই গৌড়ীয়-সাহিত্যের অলঙ্কারের তুলনা চতুর্দ্দশ-ব্রহ্মাণ্ডে, বিরজা-ব্রহ্মলোকে, এমন কি বৈকুণ্ঠে পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। গৌড়ীয়-সাহিত্যের অলঙ্কার কেবল শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার নয়, সে অলঙ্কার ব্রজনবযুবরাজের অঙ্গের এক একটী অমূল্য বিভূষণ। "ভূষণ-ভূষণাঙ্গ" ললিতত্রিভঙ্গ যে অলঙ্কার পরিধান করেন, সে অলঙ্কারের শোভা কোটি কোটি কন্দর্পের শোভাকে তিরস্কার করে। গৌড়ীয়-সাহিত্যের অলঙ্কার—বিষয়ালম্বনের আত্মবিস্মাপনকারী রূপমাধুর্য্য ও আশ্রয়ালম্বনের অসমোর্দ্ধা সেবাসীমার গঙ্গা-

সাগর-সঙ্গম। গৌড়ীয়-সাহিত্যের রূপক-অলঙ্কার দৃষ্টান্ত-অলঙ্কার, মালাদীপক-অলঙ্কার, আক্ষেপ-অলঙ্কার, বিভাবনা-অলঙ্কার, বিশেষোক্তি-অলঙ্কার, স্বভাবোক্তি-অলঙ্কার, সহোক্তি-অলঙ্কার, বিনোক্তি-অলঙ্কার, পর্য্যায়োক্তি-অলঙ্কার, ভাবিক-অলঙ্কার, উত্তর-অলঙ্কার, অন্যোন্য-অলঙ্কার, সূক্ষ্ম-অলঙ্কার, সার-অলঙ্কার, সমাসোক্তি-অলঙ্কার, শ্লেষ-অলঙ্কার, সন্দেহালঙ্কার প্রভৃতি সাধারণ সাহিত্যের অলঙ্কার নয়, 'সাহিত্য-দর্পণ', 'কাব্যচন্দ্রিকা', 'সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ' প্রভৃতি সাধারণ অলঙ্কার-গ্রন্থের অলঙ্কারমাত্র নয়, সেগুলি ঐ "ভূষণ-ভূষণাঙ্গ" শ্যামসুন্দরের পাদপদ্মের কোনটী পাদচূড়, পাদকটক, কিঙ্কিনী; কোনটী বা মুদ্রিকা; কোনটী বা পদ্ম; কোনটী কটিদেশের কাঞ্চী, মেখলা, রসনা, কলাপ; কোনটী বা বাহুর কেয়ূর, পঞ্চকা, চূড়, বলয়, কঙ্কণ; কোনটী বা মস্তকের ললামক, আপীড়; কোনটী বা হংসতিলক; কোনটী বা চূড়ামণ্ডল, দণ্ডক, লম্বন; কোনটী বা মুকুট; কোনটী বা কর্ণের কুণ্ডল, কর্ণপুর, কর্ণিকা, কর্ণেন্দু, মুক্তাকণ্টক; কোনটী বা কণ্ঠের নক্ষত্রমালা, নীল-লবণিকা, মানবক, অর্দ্ধহার, ভ্রামর; কোনটী বা বক্ষঃস্থলের বন্ধুক ও পদক। এই অলঙ্কারগুলি—সকলই চেতন; এরা কথা কইতে পারে—মুহূর্ত্তমধ্যে কোটি কোটি সাহিত্য-গ্রন্থাগার রচনা করতে পারে—কোটি কোটি অপ্রাকৃত কবিকুলের কবিত্ব-মহামণির খনি আবিষ্কার ক'রে দিতে পারে! আবার উজ্জ্বলনীল-

মণির অলঙ্কার এমন একটী জিনিষ—যেখানে শিখিপিচ্ছ-মৌলির বনমালার একটী কিসলয় কৌস্তুভমণিকেও স্পর্দ্ধা কর্‌তে পারে। সেখানে ব্রজললনাগণের অঙ্গজ, অযত্নজ ও স্বভাবজ বিংশতি প্রকার অলঙ্কার গৌড়ীয়-সাহিত্যের অসমোর্দ্ধ-মাধুরী বিস্তার করে। তাই গৌড়ীয়-সাহিত্যের অলঙ্কারের সঙ্গে জগতের কোন সাহিত্যের অলঙ্কারের তুলনা হ'তে পারে না। শ্রীল রূপপাদের 'উজ্জ্বল' ও 'নাটকচন্দ্রিকা', মহাকবি জয়দেবের 'চন্দ্রালোক' নামক অলঙ্কার-সংগ্রহ, শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের 'সাহিত্য-কৌমুদী' প্রভৃতি গৌড়ীয়-অলঙ্কার-সাহিত্য ত্রিজগতে অতুলনীয়। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ নাটকচন্দ্রিকার টীকায়, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর অলঙ্কারকৌস্তুভের 'সুবোধিনী' টীকায় যে সকল অপ্রাকৃত মহা-মরকত চয়ন ক'রেছেন, তা'তে গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডার বিশ্বের কেন, বৈকুণ্ঠের সাহিত্য-প্রদর্শনীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেব্যের পাদপদ্ম-পদক পুরস্কার লাভের অপ্রতি-যোগী অধিকারী হ'য়েছে।

গৌড়ীয়-নাটক

আমরা পূর্ব্বেই ব'লেছি, গৌড়ীয়-সাহিত্যের নায়ক গৌরসুন্দরই সর্ব্বপ্রথমে গৌড়পুরে চন্দ্রশেখর আচার্য্যের মন্দিরে বাংলার রঙ্গমঞ্চের দ্বার উদ্‌ঘাটন ক'রেছেন। যেদিন মায়াপুর-পুরন্দর—

"আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বন্ধানে।"

—বাণী ঘোষণা ক'র্‌লেন, সেদিন হ'তেই ত' গৌড়দেশে বঙ্গীয় দৃশ্য-কাব্যের অভিনয় আরম্ভ হ'লো। গৌড়ীয়-নাটকাভিনয়ের বৈশিষ্ট্যও নাট্য-নায়ক সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছিলেন,—

"প্রকৃতি স্বরূপা নৃত্য হইবে আমার।
দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয়, তা'র অধিকার॥"

সর্ব্বরঙ্গচূড়ামণি নাট্য-নায়ক গৌরসুন্দরের এই অপ্রাকৃত অভিনয়ের অনুসরণে ও অনুকরণেই বঙ্গদেশে নাট্য-কলার বিস্তার হ'য়েছে। বঙ্গদেশের যাত্রাগান প্রভৃতি গৌরসুন্দরের এই অপ্রাকৃত অভিনয়েরই অবৈধ খণ্ড অনুকরণ।

নাটকের লক্ষণ-বর্ণনে সাহিত্য-দর্পণকার ব'লেছেন,—

নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধিসমন্বিতম্।
বিলাসর্দ্ধ্যাদি-গুণবদ্‌যুক্তং নানাবিভূতিভিঃ॥
সুখদুঃখসমুদ্ভূতিনানারসনিরন্তরম্।
পঞ্চাদিকা দশপরাস্তত্রাঙ্কাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষির্ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্।
দিব্যোঽথ দিব্যাদিব্যো বা গুণবান্নায়কো মতঃ॥
এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা।
অঙ্গমন্যে রসাঃ সর্ব্বে কার্য্যং নির্ব্বহণেঽদ্ভুতম্॥

কোন প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত অর্থাৎ কোন পুরাণ কথা বা বৃহৎ-কথা প্রভৃতি চিরমান্য গ্রন্থের বৃত্তান্ত অবলম্বন ক'রে নাটক রচিত হ'তে পারে। স্বকপোলকল্পিত বৃত্তান্ত হ'লে তা'

'নাটক'-পদবাচ্য হ'বে না। পঞ্চসন্ধিযুক্ত বিলাস, নানা প্রকার সম্পৎ, বহুবিধ বিভূতি, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি নানা প্রকার রসোৎপত্তি এবং পাঁচ হইতে দশটী পর্য্যন্ত অঙ্ক নাটকে থাক্‌বে। নাটকের নায়ক ধীরোদাত্ত, প্রখ্যাতবংশ, প্রতাপবান্ ও মহাপুরুষ হ'বেন। নাটকের প্রধান রসটী শৃঙ্গার বা বীর-রস হওয়া চাই। করুণ, হাস্য বা শান্ত প্রভৃতি রস প্রধান হ'লে তা'কে 'নাটক' বলা যাবে না।

সাধারণ-নাট্যশাস্ত্র সাহিত্য-দর্পণে নাটকের যে লক্ষণ র'য়েছে, সেগুলি ধ'রে বিচার করলেও গৌড়ীয়-নাট্য-সাহিত্যই সর্ব্বশীর্ষস্থান অধিকার ক'র্‌বে। কেন না, গৌড়ীয়ের নাট্য-নায়ক স্বয়ং নবকিশোর-নটবর, রাসরস-তাণ্ডবী, অখিলরসামৃতমূর্ত্তি; আবার অখিলনৃত্যকলা-নায়ক মহাপ্রণয়সাধু-সমুদ্র নটরাজ গৌরসুন্দর। নাট্য-নায়কের যত কিছু লক্ষণ আছে এবং সাহিত্যদর্পণকার যে সকল সংগ্রহ করতে পারেন নি, সে সকলের সমাবেশ একমাত্র গৌড়ীয়-সাহিত্যের নায়ক শ্যামসুন্দর ও গৌরসুন্দরেই আছে। উজ্জ্বলনীলমণি-কার শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু নাট্য-নায়ক নবকিশোর-নটবরের ও নাট্য-নায়িকা ব্রজবালাগণের যে সকল প্রকার-ভেদ বর্ণন ক'রেছেন, সাহিত্যদর্পণকার বা নাট্যকলাবিৎ ভরতমুনিও তা' জানেন না। কারণ প্রপঞ্চে নায়কনায়িকাগণের তুল্যরস পর্য্যন্ত হ'তে পারে, কিন্তু চিদ্-

রাজ্যে কান্তরস অপেক্ষাও কান্তা-রসের আধিক্য। তাই গৌড়ীয়-কবিরাজ ব'লেছেন—

"দোঁহার যে সমরস ভরত-মুনি মানে।
আমার ব্রজের রস সেহ নাহি জানে॥"

অপ্রাকৃত রসিকশিরোমণি রামরায়ের নাটকগীতি গজপতি প্রতাপরুদ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হ'য়ে একদিন নীলাচলে মহাপ্রভুর পরম প্রীতি উৎপাদন ক'রেছিল। সেই—

মৃদুতর-মারুত-বেল্লিত-পল্লববল্লী-বলিত-শিখণ্ডম্।
তিলকবিড়ম্বিত-মরকতমণিতলবিম্বিত-শশধরখণ্ডম্॥
খেলাদোলায়িতমণিকুণ্ডল-রুচিরুচিরাননশোভম্।
হেলাতরলিত মধুরবিলোচনজনিতবধূজনলোভম্॥
গজপতিরুদ্র-নরাধিপ-চেতসি-জনয়তুমুদমনুবারম্।
রামানন্দরায়-কবিভণিতং মধুরিপুরূপমুদারম্॥

—প্রভৃতি সঙ্গীত-নাটক-সাহিত্যের মহামরকতমণি। নাট্য-নায়ক গৌরসুন্দরেরই বিপ্রলম্ভ-লীলা-বিনোদকালে শ্রীরূপের ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব নাটকদ্বয় প্রকাশিত হ'য়েছিল। শ্রীরূপের এই নাটক দুটী নীলাচলে রামানন্দের সঙ্গে শ্রবণ ক'রে একদিন শ্রীরূপের সম্বন্ধে স্বয়ং গৌড়ীয়-নাট্যনায়ক ব'লেছিলেন—

মধুর প্রসঙ্গ ইহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার॥

রস-শিক্ষাগুরু রামরায় শ্রীরূপের কবিত্বের প্রশংসা ক'রে ব'লেছিলেন,—

কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার॥
প্রেম-পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি' চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দ-ঘূর্ণন॥
কিং কাব্যেন কবেস্তস্য কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ॥

অপরের হৃদয়লগ্ন হ'য়ে যদি তা'র মস্তকই চঞ্চল না করতে পারে, তা' হ'লে কবির কাব্যে বা ধানুকীর ধনুতে কি প্রয়োজন?

শ্রীরূপের অপ্রাকৃত কাব্য মহাভাব-গম্ভীর মহানুভবগণের হৃদয়লগ্ন হ'য়ে তাঁ'দিগকে পর্য্যন্ত ভাবচঞ্চল ক'রে দেয়।

কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক গৌড়ীয়-নাটক-সাহিত্যের বিজয়-স্তম্ভ। জগতে যে সকল নাট্যকলার প্রচার আছে, সকলগুলিই ন্যূনাধিক মানুষকে ইন্দ্রিয়তর্পণের বধ্যভূমিতে টেনে এনে হরিবৈমুখ্যের যূপকাষ্ঠে বলি দেয়; কিন্তু কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় সত্যসত্যই মানুষের চৈতন্য উদয় করায়। বাংলার ভাগ্যে এ সকল মহামরকত একদিন বিতরিত হ'লেও আমরা আমাদের ভাগ্যদোষে ঘরের জিনিষ ত্যাগ ক'রে বিদেশায় নকল কাচখণ্ড ধন-জন-জীবন-যৌবন দিয়ে ক্রয় করছি। এ সকল নাট্য-

ভাণ্ডারে সিদ্ধান্ত-সঞ্জীবন-খনি নিহিত র'য়েছে। গ্রাম্য-কবি বা যদ্বাতদ্বা-কবি চৈতন্যলীলা লিখ্‌বার নাম ক'রে যে সকল অপসিদ্ধান্ত ও প্রাকৃত-সাহজিক-ভাব-বিভাবের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে থাকে, তা'তে রূপানুগ অপ্রাকৃত কবিগণের কিম্বা কাব্য-নায়কের সন্তোষ হয় না; তাই একদিন রূপানুগবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বর্ত্তমান যুগের প্রথিতনামা কোন প্রাকৃত নাটক-লেখকের দ্বারা যখন তাঁর চৈতন্য-লীলা-নাটক শুন্‌বার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রিত ও অনুরুদ্ধ হ'য়েছিলেন, তখন লোকশিক্ষক ভক্তিবিনোদ কেবলমাত্র নাটকের নাম-শ্রবণে বঞ্চিত হবার আদর্শ না দেখিয়ে প্রাকৃত কবির সেই নাটকের অভিনয়ে কোন প্রকার সহানুভূতি প্রকাশ করেন নি। কেবল নামমাত্র-সাম্যে অপ্রাকৃতত্ব স্থাপিত হয় না। সাহিত্য-সিদ্ধান্ত-সম্রাট্ স্বরূপ-গোস্বামী প্রভু একথা আমাদিগকে জানিয়েছেন,—

'যদ্বা-তদ্বা' কবির বাক্যে হয় 'রসাভাস'।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস ॥
'রস', 'রসাভাস' যার নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু নাহি পায় পার ॥
'ব্যাকরণ' নাহি জানে, না জানে 'অলঙ্কার';
'নাটকালঙ্কার' জ্ঞান নাহিক যাহার ॥

কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার।
বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্য-বিহার॥
কৃষ্ণলীলা, গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌর-পাদপদ্ম যাঁর হয় প্রাণধন॥

গৌড়ীয়-কাব্য

কৃষ্ণের যাবতীয় মহাগুণের উত্তরাধিকারী কৃষ্ণভক্তগণের মহাগুণ-বর্ণনে গৌড়ীয়-কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'কবিত্ব'রূপ একটী গুণের নির্দ্দেশ ক'রেছেন। কৃষ্ণভক্তগণ স্বতঃসিদ্ধ কবি; কেননা তাঁ'রা বাবদূক ব্রজনবযুবরাজের নিত্য-উপাসক। বাবদূকত্ব যে প্রকার কাব্য-নায়ক কৃষ্ণের নিত্য স্বভাব, কবিত্বও তদ্রূপ কৃষ্ণভক্তের একটী স্বতঃসিদ্ধ-ধর্ম্ম। শ্রীরূপ—গৌড়ীয়ের অপ্রাকৃত মহাকবিগুরু। প্রাকৃত কবি—প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় বিশ্বরূপে লোলুপ, আর অপ্রাকৃত গৌড়ীয়-মহাকবিগণ প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিলোচনে সপ্রণয়-বিকৃতি নন্দনন্দনের রূপ-সেবার মূর্ত্তবিগ্রহ।

কবিকর্ণপূর ব'লেছেন,—"কবিবাঙ্‌নির্ম্মিতিঃ কাব্যমিতি"। "সবীজো হি কবির্জ্ঞেয়ঃ স সর্ব্বাগমকোবিদঃ। সরসপ্রতিভাশালী যদি স্যাদুত্তমস্তদা"। যিনি—সবীজ, তিনিই—কবি। কবি—অলঙ্কারাদি বহু শাস্ত্রজ্ঞ, সরস ও প্রতিভাশালী। শ্রীগৌরগোপীজনবল্লভের সেবকগণে এই সবীজত্ব, অলঙ্কারাদি শাস্ত্র-নৈপুণ্য, সরসত্ব ও প্রতিভা চরমকাষ্ঠায় বর্ত্তমান। এ সকল কথা আমরা "গৌড়ীয়-গৌরব"

শীর্ষক অভিভাষণে দিগ্‌দর্শন ক'রেছি। প্রাক্তন-সংস্কার-বিশেষই—'বীজ', যা' কাব্যের রোহভূমি। যাঁরা অপ্রাকৃত সহজ, যাঁরা নিত্য-ভগবৎসেবায় অনুরাগবিশিষ্ট, তাঁরাই সহজ সবীজ—'সবীজ' শব্দের ইহাই বিদ্বদ্রূঢ়ি। অলঙ্কারাদি শাস্ত্র-নৈপুণ্য, সরসত্ব এবং নব নব উল্লেখশালিনী প্রজ্ঞা বা প্রতিভা তাঁ'দিগের মধ্যেই প্রচুর। শ্রীস্বরূপ-রূপে, রাম-রায়ে, যে সবীজত্ব, অলঙ্কার-নৈপুণ্য, সরসত্ব ও প্রতিভা আছে, তা'র উদাহরণ ত্রিজগতে দূরের কথা, ঐশ্বর্য্যধাম বৈকুণ্ঠে পর্য্যন্ত নেই। প্রাকৃত কবিগণ—সতৃণাভ্যবহারী। বামনাচার্য্য যে দুই প্রকার কবির কথা ব'লেছেন, তন্মধ্যে সতৃণাভ্যবহারী কবি তাঁ'রা—যাঁ'রা গবাদি পশুর মত তৃণের সঙ্গে অন্নাদি সকল বস্তুই মিশ্রিত ক'রে ভোজন করেন। অর্থাৎ প্রাকৃত কবিগণ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, মুড়ি ও মিছরি উভয়কে একাকার ক'রে ভোজনে রত হয়, আর অপ্রাকৃত কবিগণ ঐ প্রকার মিশ্র বা সদোষ সাধারণ কাব্যের আস্বাদক ন'ন, তাঁ'রা 'বিশুদ্ধ অরোচকী' অর্থাৎ অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগাদি হ'তে সর্ব্বথা নির্ম্মুক্ত, অবিমিশ্র, কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর কাব্যেই তাঁ'দের স্বাভাবিক রুচি।

গৌড়ীয়-কবিগুরু কবিকর্ণপূর ব'লেছেন,—অপ্রাকৃত কবিগণ পরম সুলক্ষণসম্পন্ন কাব্য-পুরুষেরই আরাধনা করেন। শব্দার্থ—কাব্যের শরীর, ধ্বনি—প্রাণ, রস—আত্মা, মাধুর্য্যাদি—গুণ, উপমা প্রভৃতি—অলঙ্কার, রীতি—

অঙ্গসৌষ্ঠব। গৌড়ীয়কবিগণ ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য-রসের মূর্ত্ত-নায়কের উপাসক ; তাঁ'দের কাব্য—সেই রসমূর্ত্তির আরতি। গৌড়ীয়ের যেরূপ শব্দার্থ-বৈচিত্র্য আছে, এরূপ শব্দার্থ-বৈচিত্র্য অন্য কোথায়ও নেই। এটা শুধু কথার কথা নয়, যে কেহ গৌড়ীয়ের শব্দ-বৈচিত্র্য-ভাণ্ডার আলোচনা ক'রে দেখ্তে পারেন। গৌড়ীয়ের যাবতীয় শব্দ—পরমাক্ষরাকৃতি শ্রীনাম বা তাঁর প্রকাশমূর্ত্তি। স্ফোটবাদের বিদ্বদ্রূঢ়িগত বিচার একমাত্র গৌড়ীয়-সাহিত্যেই আছে। গৌড়ীয়-সাহিত্যের শব্দার্থ সকলই—শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কবি-কর্ণপূর ব'লেছেন,—

স জয়তি যেন প্রভবতি দৃশি সুদৃশাং ব্যঞ্জনাবৃত্তিঃ।
অতিশয়িতপদপদার্থো ধ্বনিরিব মুরলীধ্বনির্মুরারাতেঃ॥

যেমন কাব্য-রাজ্যে পদপদার্থের 'অতিরিক্ত ধ্বনি' নামক বস্তুর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ দেখ্তে পাওয়া যায়, তেমনি যে ধ্বনির প্রভাবে সুদর্শনা ব্রজাঙ্গনাগণের নয়নে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হওয়ায় অঞ্জনরেখা-বিলোপ-জন্য ব্যঞ্জনা অর্থাৎ বিগতাঞ্জনা-বৃত্তি সঞ্জাত হ'য়ে থাকে, ব্রহ্মানন্দ-বৈকুণ্ঠাদি-পদ হ'তেও পরমোৎকর্ষশালী ধ্বনি অর্থাৎ যা' ব্রহ্মলোক এমন কি বৈকুণ্ঠেও নেই, সেই মুরলীধ্বনি জয়যুক্ত হউক্।

সুতরাং গৌড়ীয়-কাব্যে যে ধ্বনির উদাহরণ আছে, তা' আর অন্যত্র কোথায়ও নেই। ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলীকলকূজিত কৃষ্ণই—গৌড়ীয়-কাব্যের অদ্বিতীয় নায়ক ;

তাই গৌড়ীয়-কাব্য—নিত্য-প্রাণময়। গৌড়ীয়-কাব্য প্রতীক-মাত্র নয়, গৌড়ীয় কাব্যই—প্রাণ, চেতন,—কাব্য-পুরুষেরই দেহদেহী-ভেদ-রহিত শ্রীঅর্চ্চা।

যে রস কাব্যের আত্মা, সেই রসের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অপ্রাকৃত মাধুর্য্য ও ঔদার্য্যরসই গৌড়ীয়-কাব্যের আত্মস্বরূপ। বৈদগ্ধাদি-গুণ পরিপূর্ণভাবে একমাত্র গৌড়ীয়-কাব্যেই পরাকাষ্ঠাপদবী লাভ ক'রেছে। কাব্য-পুরুষের অলঙ্কার যে উপমা প্রভৃতি, তাহা গৌড়ীয়-কাব্যে যে প্রকার আছে, তা'র উপমা আর কোথায় পাওয়া যায়? প্রাকৃত কবিগণও তা'র প্রশংসা না ক'রে থাকৃতে পারেন না। কাব্য-পুরুষের অঙ্গসৌষ্ঠবস্বরূপ 'বৈদর্ভী-পাঞ্চালী-গৌড়ী-লাটী' রীতিচতুষ্টয় গৌড়ীয়-কাব্যে প্রচুর। বাহুল্য-ভয়ে এখানে উদাহরণ প্রদর্শিত হ'তে না পার্‌লেও যাঁরা অপ্রাকৃত রূপানুগগণের আনুগত্যে গৌড়ীয়-কাব্যের কিছু আলোচনা ক'রেছেন, তাঁ'রাই এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌বেন। গৌড়ীয়-কবিকুলশিরোমণি শ্রীরূপের কাব্য, শ্রীসনাতনের কাব্য, কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচরিতমহাকাব্য, শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী প্রভুর "গোবিন্দলীলামৃত মহাকাব্য", শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের "কৃষ্ণভাবনামৃত মহাকাব্য" প্রভৃতি—গৌড়ীয়-কাব্যের বিজয়স্তম্ভ। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের "প্রেমসম্পুট" প্রভৃতি খণ্ডকাব্যও—অপ্রাকৃত রাজ্যের মহামরকত-খণ্ডস্বরূপ।

আমরা পূর্ব্বে দৃশ্য ও শ্রব্য-কাব্যের মধ্যে দৃশ্য-কাব্য গৌড়ীয়-নাটকাদির কথা কিছু আলোচনা ক'রেছি। শ্রব্য-কাব্যের মধ্যে পদ্য ও গদ্য দু'প্রকার ভেদ আছে। সেই পদ্য-কাব্যেরই আবার মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্যরূপ দুই প্রকার ভেদ। এই উভয়প্রকার কাব্যই গৌড়ীয়-সাহিত্যে সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজিত র'য়েছে। গদ্য-কাব্যের ভিতরে যে 'কথা' ও 'আখ্যায়িকা'রূপ দু'রকম বিশেষ আছে, তা'ও গৌড়ীয়-কাব্যে প্রচুর। বর্ত্তমানযুগের শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূলপুরুষ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গৌড়ীয়-গদ্য-কাব্যের ভাণ্ডার পূর্ণ ক'রেছেন। দেবভাষায় যে সকল গৌড়ীয়-কাব্য রচিত আছে, তা'তে গদ্য-কাব্য থাকলেও গৌড়ীয়গণের বাংলা-সাহিত্যে গদ্য-কাব্য রচনা কর্‌বার জন্য কাব্যকুলগুরু শ্রীরূপ-পাদের অভিন্নকলেবর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকেই গৌর-সুন্দর গৌড়মণ্ডলে প্রেরণ ক'রেছিলেন। ঠাকুরের রচিত 'প্রেমপ্রদীপ', 'জৈবধর্ম্ম' প্রভৃতি গদ্য-গ্রন্থ একাধারে কথা, আখ্যায়িকা, উপন্যাস, নবন্যাস বা সর্ব্বগৌড়ীয়-সিদ্ধান্ত-সমন্বিত গৌড়ীয়-গদ্য-কাব্য বলা যেতে পারে। তারপর চম্পূ, বিরুদ প্রভৃতি কাব্যও গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারে সর্ব্বোচ্চ পদবী লাভ ক'রেছে। শ্রীল জীব গোস্বামিপাদের 'গোপালচম্পূ', শ্রীল কবিকর্ণপূরের 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ' প্রভৃতি, শ্রীল রূপপাদের গোবিন্দবিরুদাবলী, শ্রীল চক্রবর্ত্তী

ঠাকুরের নিকুঞ্জবিরুদাবলী প্রভৃতি চম্পূ ও বিরুদ-কাব্য ত্রিজগতে অতুলনীয়।

গৌড়ীয়-চরিত বা কড়চা-সাহিত্য

গৌড়ীয়-চরিত-সাহিত্যের মধ্যে আমরা মহাপ্রভুর চরিত্র-বিষয়ক যে সকল গ্রন্থ দেখ্‌তে পাই, তা'তে 'কড়চা' নামক সংক্ষিপ্ত বিবরণের বিশেষ নিদর্শন আছে। কেউ কেউ ব'লে থাকেন,—'করচালন', শব্দটী সংক্ষেপ ক'রেই 'কড়চা'-শব্দের প্রচলন হ'য়েছে। মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলার সঙ্গী মুরারিগুপ্তের কড়চা এবং মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলার সঙ্গী শ্রীস্বরূপ দামোদর ও তদনুগ শ্রীল রঘুনাথ প্রভুদ্বয়ের কড়চাই প্রসিদ্ধ ও প্রামাণিক। মুরারি গুপ্তের কড়চা মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলার অনেক উপকরণ গৌড়ীয়-চরিত-লেখকগণকে প্রদান ক'রেছে। 'চৈতন্যচরিত-মহাকাব্য' প্রভৃতি সংস্কৃত গৌড়ীয়-চরিত-সাহিত্যগ্রন্থ এবং শ্রীলোচন দাসের শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলাদি বঙ্গভাষায় রচিত গৌড়ীয়-চরিত সাহিত্য এই মুরারি গুপ্তের কড়চা-অবলম্বনেই লিখিত। চৈতন্যচরিত-মহাকাব্যকার বল্‌ছেন,—

"আশৈশবং প্রভুচরিত্রবিলাসবিজ্ঞৈঃ
কেচিন্মুরারিরিতি মঙ্গলনামধেয়ৈঃ।
যদযদ্বিলাসললিতং সমলেখি তজ্‌জ্ঞৈ-
স্তত্তদ্বিলোক্য বিলিলেখ শিশুঃ স এষঃ॥"

যিনি আশৈশব মহাপ্রভুর চরিত্র ও বিলাস-বিষয়ে সুবিজ্ঞ, সেই তত্ত্বজ্ঞ 'মুরারি'—এই মঙ্গলনামা কোন এক মহাত্মা যে যে বিলাস-লালিত্য সম্যগ্‌রূপে লিখেছেন, আমি শিশু তাই দেখেই এই মহাকাব্য রচনা ক'রেছি।

শ্রীল স্বরূপ দামোদরের কড়চা মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা-বর্ণনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে অনেক উপকরণ প্রদান ক'রেছে। শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা কড়চা-সূত্রাকারে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর কণ্ঠে রেখেছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু নিজেও কড়চা ক'রেছিলেন। সেই উভয় কড়চাই শ্রৌত-পারম্পর্য্যে কবিরাজ গোস্বামী লাভ করেন। শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুদ্বয়ের কড়চা পৃথক্ পুস্তকাকারে লিখিত হ'ন নাই, কেবল শিষ্য-পারম্পর্য্যে শ্রুতি ও কণ্ঠে সংরক্ষিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীস্বরূপের রঘুনাথের কড়চ্যরই নিষ্কর্ষ। আজকাল যাঁ'রা স্বরূপ-দামোদরের কড়চার দোহাই দিয়ে অনেক প্রাকৃত-সহজিয়া-মত কল্পনা করেন, তাঁ'দের অভিসন্ধি ও উক্তি অবৈধ। কবিরাজ গোস্বামা প্রভু বলেছেন,—

"স্বরূপ-গোসাঞি আর রঘুনাথ দাস।
এই দুই'র কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ॥

সেই কালে এ দুই রহেন প্রভুর পাশে।
আর সব কড়চাকর্ত্তা রহেন দূর-দেশে॥
ক্ষণে-ক্ষণে অনুভবি' এই দুই জন।
সঙ্ক্ষেপে বাহুল্যে করেন কড়চা গ্রন্থন॥
স্বরূপ—'সূত্রকর্ত্তা', রঘুনাথ—'বৃত্তিকার'।
তাঁর বাহুল্য বর্ণি পাঁজী-টীকা ব্যবহার॥"

(চৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্য ১৪শ অঃ)

আবার অন্যত্র ব'লেছেন,—

চৈতন্য-লীলা-রত্নসার স্বরূপের ভাণ্ডার
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহাঁ কিছু যে শুনিলুঁ, ইহাঁ তাহা বিস্তারিলুঁ,
ভক্তগণে দিলাঙ এই ভেটে॥

আধুনিক বিভিন্ন কল্পিত কড়চা-গুলির প্রামাণিকত্ব নেই, তবে 'কড়চা' নামে প্রচলিত কোন কোন পুস্তকের যতটুকু পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণের লিপি রক্ষা ক'রেছে, তা' হ'তে ততটুকু ভৌগোলিক-সংস্থানাদির প্রামাণ্য গৃহীত হ'তে পারে; কিন্তু সিদ্ধান্তবিরোধস্থলে প্রাচীন মহাজন-গণের লেখনীতে যে অবৈধ করচালন হ'য়েছে, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই।

দাক্ষিণাত্য-কাবেরীতট-নিবাসী শ্রীব্যেঙ্কটেশ-তনয় কোন স্থানে ক্রমানুসারে, কোন স্থানে ক্রমভঙ্গে বা বিচ্ছিন্নভাবে কড়চারই মত যে-সকল সিদ্ধান্ত লিখে' গিয়েছিলেন, শ্রীল

জীব গোস্বামী প্রভু সে-সকল উপকরণ নিয়েই 'ষট্‌সন্দর্ভ' রচনা ক'রেছেন ব'লে জানিয়েছেন,—

তস্যাদ্যং গ্রন্থমালেখং ক্রান্ত-ব্যুৎক্রান্ত-খণ্ডিতম্।
পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ॥

দেবভাষায় লিখিত মুরারি গুপ্তের 'কড়চা', 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়'নাটক, 'চৈতন্য-চরিত' মহাকাব্য, উৎকল-কবি শ্রীগোবিন্দদেবের 'গৌর-কৃষ্ণোদয়' প্রভৃতি মহাপ্রভুর চরিত-গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ প্রামাণিক। এতদ্ব্যতীত শ্রীরূপের কৃষ্ণ-গণোদ্দেশ, শ্রীকবিকর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকা প্রভৃতিও গৌড়ীয়-চরিত-সাহিত্যের মূল্যবান্ উপকরণ।

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত

বঙ্গভাষার চরিত-সাহিত্যের মধ্যে গৌড়ের নৈমিষের ব্যাস নারায়ণী-নন্দন ঠাকুর বৃন্দাবনের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' মহা-গ্রন্থটী গৌড়ীয়-সাহিত্য-সাম্রাজ্য-সিংহাসনের মহা-কোহিনুর। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের লিখন-প্রণালী অতীব প্রাঞ্জল ও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহিণী। ঠাকুর বৃন্দাবনের প্রাণময়ী ভাষার স্বচ্ছন্দ-গতি তাঁহার নিত্যানন্দ-সেবা-স্রোতের ন্যায়ই সরল ও মধুর। শ্রীনবদ্বীপের তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা-বর্ণনে, শ্রীনবদ্বীপের বৈভব-বর্ণনে, ভোগিপাল, যোগিপাল ও মহীপাল প্রভৃতির গীতাদির সাহিত্যিক-স্থান-নির্দ্দেশে তাৎকালিক ব্রাহ্মণগণের কালে-ভদ্রে 'পুণ্ডরীকাক্ষ' প্রভৃতি নামগ্রহণ-বর্ণনে, শ্রীগৌর-

সুন্দরের ঐশ্বর্য্য ও মহিমা প্রভৃতির প্রকাশে, নগরসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা, কাজীদমন-লীলা, জগাইমাধাইর উদ্ধার-লীলা, চন্দ্রশেখর-ভবনে নাটকাভিনয়-লীলা, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের বাইশবাজারে প্রহার-লীলা প্রভৃতি বহুবিধ চিত্রের অঙ্কনে ঠাকুর মহাশয় যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন ক'রেছেন, তা'তে সাহিত্যের সৌন্দর্য্য-সেবিগণ সাহিত্য-মন্দিরে ব'সেও অলৌকিক প্রীতি লাভ কর্‌তে পার্‌বেন—মায়িক ভোগবৃত্তি অতিক্রম ক'রে বৈকুণ্ঠের সাহিত্যগত বৈচিত্র্য লক্ষ্য কর্‌বার সুযোগ পাবেন। গৌড়ীয়-সাহিত্যিকের প্রাণ "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ"—শ্রৌত বাণীর অগ্নিময়-মন্ত্রে কিরূপ দীক্ষিত, তা' নিত্যানন্দ-কিঙ্কর গৌড়ীয়-সাহিত্যিক-গুরু ঠাকুর বৃন্দাবনের—"এত পরিহারেও যেই পাপী নিন্দা করে। তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥" "সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে। যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥"—প্রভৃতি জগদ্‌গুরু-সেবা-প্রাণময়ী দীপ্তিমতী বাণীর প্রভায় ফুটে র'য়েছে।

প্রাকৃত সাহিত্যিকের অনধিকার-চর্চ্চা

সদ্‌গুরুসেবা-রহিত আধুনিক কোন কোন প্রাকৃত সাহিত্যিক "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ" শ্রুতিমাতার মঙ্গলোপদেশটী অত্যন্ত ভোগবুদ্ধিমূলে বুঝ্‌তে অসমর্থ হ'য়ে ঐরূপ অপ্রাকৃত-সাহিত্যিক-গুরু ব্যাসাবতারের

প্রতি অবৈধ অনধিকারচর্চ্চা কর্‌তে ক্রটী করেন নি। ঐরূপ প্রাকৃত সাহিত্যিক অপ্রাকৃত সাহিত্যিকগুরুকে আসামী সাব্যস্ত ক'রে ব্যাসের উপর কলম ধ'রে 'রায়' প্রকাশ কর্‌তে ব'সেছেন! বল্‌ছেন,—"বৃন্দাবনদাস অবৈষ্ণব-সমাজকে লক্ষ্য করিয়া যে কটূক্তি করিয়াছেন, তজ্জন্য সমালোচকগণ একবাক্যে তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। তিনি রাগের বশে অসংযতবাগ্‌ দুর্দ্দান্ত একটী শিশুর ন্যায় অকৃত্রিম ইতরভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন।"

প্রাকৃত সাহিত্যিকের অপ্রাকৃতের উপর এরূপ রায়-প্রকাশের কতটা যোগ্যতা আছে,—তিনি কতটা অপ্রাকৃত-গণের সেবা-প্রাণতা বুঝ্‌তে পারেন—কতটা কৃষ্ণ ও মায়া, সাধু ও গ্রাম্য, সভ্যতা ও অসভ্যতার পার্থক্য বুঝ্‌তে পেরেছেন, সেটা বিবেচ্য। তবে আমাদের স্বভাব এই যে, আমরা প্রাকৃতের হোম্‌রা-চোম্‌রা-কেই 'সবজান্তা' সমালোচক ও সর্ব্ববিষয়ে যোগ্য ব'লে ধ'রে নেই। ঠাকুর বৃন্দাবন অসংযতবাগ্‌ দুর্দ্দান্ত শিশুব ন্যায় ইতরভাষা প্রয়োগ ক'রেছেন, আর আমরা ইতর বিষয়ে অভিনিবিষ্ট থেকে আমাদের অশ্লীল আচরণগুলিকে তথা-কথিত সভ্যতার সোণার পাতে ও কপটতাপূর্ণ ভাষার আবরণে আচ্ছাদিত রেখে লোকবঞ্চনা কর্‌তে জানি ব'লে আমরা খুবই নিরপেক্ষ যোগ্য সমালোচক, এ কথা কিন্তু সুধী-সমাজ স্বীকার কর্‌তে প্রস্তুত হবেন না। পরম-প্রৌঢ় কবিরাজ গোস্বামী প্রভু

এই ঠাকুর-বৃন্দাবনেরই কথা সমগ্র-বিশ্বের নিকট ঘোষণা ক'রে বল্‌ছেন,—

"ওরে মূঢ় লোক, শুন চৈতন্যমঙ্গল।
চৈতন্য-মহিমা যা'তে জানিবে সকল॥
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য-লীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস॥
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেহ মহা-বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ॥
মনুষ্য রচিতে নারে,—ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥
চৈতন্য-লীলামৃতসিন্ধু— দুগ্ধাব্ধি-সমান।
তৃষ্ণারূপ ঝারি ভরি' তেঁহ কৈলা পান।
তাঁর ঝারির শেষামৃত কিছু মোরে দিলা।
তবেত' ভরিল পেট, তৃষ্ণা মোর গেলা॥

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-সাহিত্যে সমাজের সম্যক্ হিত-সাধন

যেমন শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারত ও ভাগবতাদি শাস্ত্র রচনা ক'রে বিশ্ববাসী জীবকে হরিভক্তির কথা জানিয়েছেন, আমাদের বাংলার বেদব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবনও তেমনি বঙ্গবাসী আপামর সকলকে সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দ বাংলা-ছন্দে সকলবিশ্বের ঠাকুর মহাপ্রভুর লীলা-কথা জানিয়ে-

ছেন। দ্বাপরযুগে ভগবান্ বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপে যে করুণার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা' হ'তেও অনেক বেশী দয়ার পরিচয় দিয়েছেন আমাদের এই বাংলায় অবতীর্ণ ব্যাস-বৃন্দাবন। এবারকার দয়া—নিষ্কপট দয়া। মহাভারতাদি সাহিত্যে যা' গোপন ক'রে বলা হ'য়েছিল, শ্রীচৈতন্যভাগবত-সাহিত্যে সে-সব অমায়ায় ও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হ'য়েছে। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন গ্রাম্যকথা অর্থাৎ মূষিক-বিড়াল-গৃধ্র-গোমায়ু প্রভৃতি ইতর প্রাণীর দৃষ্টান্তযুক্ত ব্যবহারিক কথা দিয়ে প্রাকৃত লোকের চিত্ত হরিকথায় আকৃষ্ট কর্‌বার চেষ্টা ক'রেছেন, কিন্তু এবার এ ভীষণ কলিযুগে—এই জড়তার যুগে আমাদের গৌড়ের নৈমিষের বেদব্যাস বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যের পরম-মধুর-লীলাময়ী কথার ভিতর দিয়ে বাংলার দ্বারে-দ্বারে শ্রীচৈতন্য-কৃপা-বিজলি সঞ্চার ক'রেছেন। অধিক কি, আমাদের এই আদি প্রাচীন সাহিত্যিক ঠাকুরটী এত অহৈতুক-করুণাময় যে, পতিতপাবন নিত্যানন্দপ্রভুর ভৃত্যসূত্রে নিত্যানন্দ-নিন্দক-গণকে পর্য্যন্ত তাঁ'দের শিরে পদাঘাত ক'রে কৃপা কর্‌তে উদ্যত হ'য়েছেন। সর্ব্বপ্রথমে ঠাকুর বৃন্দাবনই বাঙ্গালীর ভাষায় গৌড়ীয়-সাহিত্য-নায়ক শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের অদ্ভুত চরিত বাঙ্গালীকে জানিয়েছেন। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনগণের পদাবলী বা গুণরাজ-খাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে ভক্তিকথা কীর্ত্তিত হ'লেও গৌড়-গৌরব বিশ্বম্ভরের কথা এত স্পষ্ট ও বিশদভাবে বর্ণিত হয় নাই,

আর সে-সকল পদাবলী ও অনুবাদ-সাহিত্য আসল বাংলা-ভাষায় রচিতও বলা যায় না। আমাদের ঠাকুর বৃন্দাবনই সর্ব্বপ্রথমে বাংলা ভাষায় এই মহাগ্রন্থ লিখে এই জড় সর্ব্বৈশ্বৈকবাদের যুগে সমগ্রবিশ্বে এক চৈতন্য-স্বরাজ-সাম্রাজ্য স্থাপনের আশাবাণী ঘোষণা ক'রেছেন,—

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

আমাদের এই গৌড়ের সাহিত্যিক-গুরুই অগৌড়ীয়-সাহিত্যিক ও গৌড়ীয়-ব্রুব সাহিত্যিকগণের চিন্তা-জগতে যুগান্তর এ'নে ভগবান্ হ'তেও ভক্তের অধিকতর পূজা-গৌরব ঘোষণা ক'রেছেন,—

"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।"

প্রাকৃত সাহিত্যিকগণও তাঁ'দের আংশিক-দর্শনে স্বীকার করতে বাধ্য হ'য়েছেন—"চৈতন্যভাগবতকে বঙ্গভাষার একখানা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকগ্রন্থ বলিয়া মনে করি। বঙ্গদেশে যে কোন বিষয় লইয়া প্রাচীন ইতিহাস রচনার প্রয়োজন হইবে, চৈতন্যভাগবত হইতে ন্যূনাধিক পরিমাণে তজ্জন্য উপকরণ সংগ্রহ করা আবশ্যক হইবে। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী সমাজ-সম্বন্ধেও চৈতন্যভাগবতে যে-সব কথা উল্লিখিত আছে, তাহা কুড়াইয়া লইলে বঙ্গদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও লৌকিক ইতিহাসের এক একখানা মূল্যবান্ পৃষ্ঠা সংগৃহীত হইবে।"

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

গৌড়ীয়-চরিত-সাহিত্যে শ্রীলোচন দাসের 'শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল' নামক পাঁচালি গ্রন্থটীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীলোচন দাস তাঁর 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' মুরারি গুপ্তের কড়চার আদর্শে রচিত হ'য়েছে ব'লে গ্রন্থের প্রারম্ভে স্বীকার ক'রেছেন। শ্রীখণ্ডনিবাসী শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য শ্রীল লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল পঞ্চদশ শক-শতাব্দীর শেষভাগে বর্দ্ধমান-জেলার অন্তর্গত কোগ্রামে গৌরগুণ ও গৌরচরিত বর্ণনমুখে গানোপোযোগী পাঁচালি গ্রন্থরূপে রচিত হ'য়েছিল। শ্রীল লোচন দাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল নামক পাঁচালি গ্রন্থের অনুকরণ ক'রেই মনে হয় এককালে বঙ্গীয় সমাজে যাত্রার দল প্রভৃতির বিশেষ প্রচার হয়েছিল।

বর্ত্তমানে কোন কোন প্রাকৃত-সাহিত্যিক সম্প্রদায় গৌড়ীয় সাহিত্যিক সমাজে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত-কুলশীল একজন কল্পিত জয়ানন্দের নামে 'চৈতন্যমঙ্গল'শীর্ষক একটী কৃত্রিম প্রাচীনকল্প পয়ারী ভাষায় লিখিত পুঁথি প্রচার কর্‌তে বিশেষ ব্যস্ত আছেন এবং সেই কল্পিত জয়ানন্দের হস্তাক্ষর প্রভৃতিও অবৈধভাবে প্রদর্শন ক'রে উক্ত কল্পিত চৈতন্য-মঙ্গলের প্রামাণিকতা স্থাপন কর্‌তে প্রয়াস কর্‌ছেন। শুধু তাই নয়, কোন কোন সাহিত্যিক আবার সেই কল্পিত

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পূর্ব্বের পুঁথি ব'লে স্থাপন কর্‌বার চেষ্টা ক'রেছেন। যদি কল্পিত জয়ানন্দের অস্তিত্ব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচনার পূর্ব্বেই থাকৃত বা সেই কল্পিত ব্যক্তি মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে কেউ হ'তেন, তা' হ'লে তাঁর নাম নিশ্চয়ই চৈতন্যচরিতামৃতে ও চৈতন্যভাগবতে থাকৃত, কিম্বা যেমন দাক্ষিণাত্যের কাম্যবন-নিবাসী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের কথা চরিতামৃতে স্পষ্ট না থাকৃলেও ভক্তিরত্নাকরাদি পরবর্ত্তি-কালের চরিতগ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে র'য়েছে। তেমনি ঐ সকল গ্রন্থেও জয়ানন্দের কথা থাকৃতে পার্‌তো।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল' ছিল। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচরিতামৃতে ঠাকুর-বৃন্দাবনের শ্রীচৈতন্যভাগবতকে 'চৈতন্যমঙ্গল' নামেই উল্লেখ ক'রেছেন। কিংবদন্তী এই যে, লোচনদাস 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে মহাপ্রভুর চরিত্রসম্বন্ধী অপর একটী গ্রন্থ রচনা কর্‌বার পর শ্রীনারায়ণীদেবীর ইচ্ছায় ঠাকুর বৃন্দাবন তাঁ'র গ্রন্থের নাম 'চৈতন্যভাগবত' প্রদান করেন। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের চৈতন্যভাগবতের নাম শ্রীল লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে উল্লিখিত আছে, আবার ঠাকুর বৃন্দাবনের চৈতন্যমঙ্গলের কথা কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। কিন্তু কল্পিত জয়ানন্দের পুঁথির কথা কোন প্রামাণিক গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যিকের গ্রন্থে নেই।

অপ্রামাণিক সাহিত্য

গৌড়ীয় চরিত-সাহিত্যের নাম ক'রে এরূপ অনেক-গুলি সিদ্ধান্তবিরোধপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক সংস্থান-বিপর্য্যয়কারী কল্পিত পুঁথি অভিসন্ধিযুক্ত মতবাদি-গণের দ্বারা কিছুদিন পূর্ব্বে রচিত হ'য়েছে। সে সকল সাহিত্যের প্রামাণিকতা প্রামাণিক গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যিকগণ আদৌ স্বীকার করেন নি। সংস্কৃত অদ্বৈত-চরিতাদি গ্রন্থ—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর চরিত্র-বর্ণনার নাম ক'রে ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ, হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গল, নরহরিদাসের অদ্বৈতবিলাস প্রভৃতি যে-সকল পুঁথি দেখ্তে পাওয়া যায়, তাদের প্রামাণিকতা কত দূর, সে-বিষয় সুধী-সাহিত্যিক-সমাজের বিবেচ্য। তারপর নিত্যানন্দবংশমালা প্রভৃতি আধুনিক পুঁথিও ঠাকুর বৃন্দা-বনের নামে প্রচলিত কর্‌বার অবৈধ চেষ্টা হ'য়েছে, তা'তে যে কোন নিরপেক্ষ সাহিত্যিক ঐরূপ চেষ্টাকে কোন মতেই সমর্থন কর্‌তে পারেন না।

শ্রীরসিকমঙ্গল

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদের শিষ্যবর শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ মুরারি প্রভুর অনুগ গোপীজন-বল্লভদাস রসিকমঙ্গল-নামে একটী চরিত-গ্রন্থ প্রণয়ন ক'রেছেন। শ্যামানন্দপ্রভুর সংক্ষেপ চরিত্র, রসিক মুরারির

বিস্তৃত চরিত্র এবং তৎপ্রসঙ্গে শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্যগণের পরিচয় এই গ্রন্থে প্রদত্ত হ'য়েছে। এই গ্রন্থ পাঠে শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর আচার-প্রচার প্রণালীর বিষয় অনেকটা জানা যায়। এই গ্রন্থের পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর—এই চারিটী বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগ ষোলটী লহরীতে বিভক্ত।

শ্রীভক্তি-রত্নাকর

পরবর্ত্তী গৌড়ীয়-চরিত-সাহিত্যের মধ্যে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শিষ্য শ্রীজগন্নাথের পুত্র শ্রীল নরহরিদাস চক্রবর্ত্তীর (নামান্তর 'রম্নয়া নরহরি' বা ঘনশ্যামদাসের) 'ভক্তি-রত্নাকর' ও 'নরোত্তম বিলাস', যদুনন্দনদাসের 'কর্ণানন্দ', নিত্যানন্দদাসের 'প্রেমবিলাস' প্রভৃতি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে যে সমস্ত ভক্ত আবির্ভূত হ'য়েছিলেন, তাঁদের বিবরণ শ্রীচৈতন্যভাগবতে, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ও শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে অনেকটা পাওয়া যায়; কিন্তু সকল ভক্তের বিস্তৃত বিবরণ উক্ত তিন গ্রন্থে নেই। শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকটের পর শ্রীনিবাস আচার্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু প্রভৃতি যে সকল বৈষ্ণবাচার্য্য আবির্ভূত হ'য়েছেন, তাঁ'দের বিস্তৃত বিবরণ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালীয় যে সমস্ত ভক্তের বিবরণ অবশিষ্ট ছিল, তা' ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত হ'য়েছে। এই গ্রন্থখানা ১৫শ তরঙ্গে বিভক্ত এবং গ্রন্থানুবাদ-নামক একটী

পরিশিষ্ট-সংযুক্ত। গ্রন্থকার—শ্রীনিবাসপ্রভুর শাখার শিষ্য। এই রত্নাকরে অনেক নূতন রত্ন পাওয়া যায়। শ্রীনবদ্বীপের ভৌগোলিক সংস্থান, বিশেষতঃ গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরের কথা এবং শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার কথা এই গ্রন্থে বিশেষভাবে র'য়েছে। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব প্রভৃতির চরিত্র এবং গোস্বামিগণের গ্রন্থাদির নাম, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর পিতৃব্য শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের কথা, বৃন্দাবনের দ্বাদশ বনের বর্ণনা, বনবিষ্ণুপুরে বীরহাম্বির রাজার গ্রন্থাপহরণ বৃত্তান্ত, খেতুরীর সুপ্রসিদ্ধ মহোৎসব ও বিগ্রহ-স্থাপন প্রভৃতির বর্ণনা, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের পাদপদ্মাশ্রিত শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির আচার-প্রচার-প্রণালী প্রভৃতি বহু বিষয় এ রত্নাকর হ'তে আহরণ করা যায়। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের 'নরোত্তমবিলাস' নামক পুস্তকে ১২ বিলাসে শ্রীল নরোত্তমঠাকুরের চরিত্র বর্ণিত হ'য়েছে। তবে পরবর্ত্তিকালে যে প্রকার হ'য়ে থাকে, এ সকল গ্রন্থের মধ্যে নানা মতবাদিগণ তাঁ'দের মতবাদ কিছু কিছু প্রবেশ করাবার চেষ্টা যে না ক'রেছেন, তা' নয়।

অপরাপর গ্রন্থ

যদুনন্দনদাসের 'কর্ণানন্দে' শ্রীনিবাস আচার্য্য ও তাঁর আত্মজা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণী এবং আচার্য্য প্রভুর শিষ্যবর্গের কথা বর্ণিত হ'য়েছে।

নিত্যানন্দদাসের যে 'প্রেমবিলাস' ২০ অধ্যায়ে সমাপ্ত দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তা'তেও অনেক মতবাদ ও কল্পনা প্রবিষ্ট হ'য়েছে। প্রেমবিলাসে শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর কথাই প্রধানরূপে বর্ণিত আছে। শ্রীল লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলেও যে অভিসন্ধিযুক্ত বহু মতবাদ পরবর্ত্তিকালে প্রবিষ্ট হ'য়েছে, তা'ও বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়। কেবল বাংলা চরিত-সাহিত্যের মধ্যে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকে এবং কবিকর্ণপূরের সংস্কৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ও শ্রীচৈতন্যচরিত মহা-কাব্যকে এখন পর্য্যন্ত মতবাদিগণ দূষিত কর্‌বার চেষ্টা ক'রেও বিশেষ কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারেন নি।

ভক্তমাল

আর একখানা চরিতগ্রন্থ সাধারণ বৈষ্ণব-সমাজে—বৈষ্ণব-সমাজেই বা বলি কেন, সাধারণ সাহিত্যিক-সমাজেও আদরের সহিত গৃহীত হচ্ছে। কেননা, তা'তে সাধারণের মতের অনুকূল সিদ্ধান্ত ও ভাব দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সেই গ্রন্থখানার নাম হচ্ছে—ভক্তমাল। যদিও এই গ্রন্থখানা অনুবাদ-সাহিত্যেরই প্রকারবিশেষ, তথাপি এ'কে ঠিক অনুবাদ-সাহিত্যও বলা যায় না; কেননা, এই গ্রন্থখানা রামানন্দিসম্প্রদায়ের হিন্দুস্থানী কবি নাভাদাসের হিন্দিভক্ত-মালের অনুকরণে লেখা হ'লেও গ্রন্থ-রচয়িতার বাক্যানুসারেই

—"গ্রন্থ হয় ব্রজভাষা, সব বুঝি নাহি।" গ্রন্থকর্ত্তা ব্রজভাষায় অভিজ্ঞ না থাকায় হিন্দি ভক্তমালেরও যথাযথ অনুবাদ হয় নাই, তবে অনুকরণ-মাত্র হ'য়েছে। কোন কোন সাহিত্যিক এই পুস্তকখানাকে বহু পূর্ব্বের রচিত ব'লে স্থাপন করতে গিয়ে শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর শিষ্য কৃষ্ণদাস নামক কোন ব্যক্তির সময় পর্য্যন্ত টেনে এনে ফেলেছেন। আবার আর এক সম্প্রদায় ঐ গ্রন্থের ভাষার আধুনিকত্ব সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদন করতে না পে'রে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের শিষ্যধারায় ইম্লিতলার প্রাকৃতসাহজিক লালদাস নামক কোন কবির নামে এই গ্রন্থখানা আরোপ করবার চেষ্টা ক'রেছেন। এই গ্রন্থের রচয়িতা কৃষ্ণদাসই হউন, আর লালদাসই হউন, কিম্বা আধুনিক কোন কবিই হউন, আর এই গ্রন্থ সাধারণ বিদ্ধসম্প্রদায় তাঁদের বিদ্ধমতের অনুকূল জেনে আদরের সহিত গ্রহণই করুন, যদি এই গ্রন্থ অকৃত্রিম গৌড়ীয়-সাহিত্যকগণের—রূপানুগ সাহিত্যিকগুরুগণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ না করত, তা' হলেই এই গ্রন্থ গৌড়ীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে স্থান লাভ করত। বহুলোকের আদর বা অনাদর দেখে সিদ্ধান্তবিৎ গৌড়ীয়-সাহিত্যিকগণ কোন সাহিত্যগ্রন্থের বহুমানন বা অবমানন করেন না।

সাহিত্য ও সিদ্ধান্ত

গৌড়ীয়-সাহিত্য ও সিদ্ধান্ত—এ দুটো জিনিষ একসঙ্গে বাঁধা। সিদ্ধান্তকে ছেড়ে সাহিত্য নেই, বা সাহিত্যকে ছেড়ে

সিদ্ধান্ত নেই। রসই সাহিত্যের প্রাণ ; যেখানে রসাভাস, সেখানে সাহিত্য নেই। রস আবার সিদ্ধান্তেরই প্রবাহ। সিদ্ধান্ত ও রস একটাই জিনিষ। গৌড়ীয়-সাহিত্যিকগণ সিদ্ধান্ত ও রসকলাবিৎ। গৌড়ীয়-সাহিত্যিক বলেন,—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"
"যদ্বা-তদ্বা কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥"

সিদ্ধান্তপূর্ণ ও তত্ত্ববিরোধ-রহিত রচনায় যদি পদ-লালিত্য কমও থাকে, অথবা ভাষা-ব্যাকরণগত বৈগুণ্যও কিছু থাকে, তথাপি অকৃত্রিম গৌড়ীয়-সাহিত্যিকগণ তা'কেও সৎসাহিত্য ব'লে বিচার করেন। মহাপ্রভুর চরিত্রে দেখ্‌তে পাওয়া যায়,—যখন ঈশ্বরপুরীপাদ তাঁর 'কৃষ্ণলীলামৃত' নামক একখানা গ্রন্থ মহাপ্রভুকে সমালোচনার জন্য দিয়েছিলেন, তখন মহাপ্রভু ব'লেছিলেন,—শ্রৌত-প্রণালীতে রচিতগ্রন্থে—অকৃত্রিম ভগবদ্ভক্তের সাহিত্যে কৃষ্ণের পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হওয়ায় সে সাহিত্যই প্রকৃত সাহিত্য। শুদ্ধভক্তের সাহিত্যে কোন প্রকার তত্ত্ববিরোধ বা রসাভাসদোষ নেই। ব্যাকরণাদি ঘটিত দোষ বা ভাষাগত বৈগুণ্য সাহিত্যের প্রাণ নাশ করে না, কিন্তু সিদ্ধান্তবিরোধ হ'লেই সাহিত্যের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। মহাপ্রভু এই প্রসঙ্গে একটী শ্লোক ব'লেছিলেন,—

"মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥"

অনেকে এই শ্লোকটীর অবৈধ সুযোগ ও কদর্থ ক'রে ব'লে থাকেন,—যিনি যা'ই লেখুন না কেন, সিদ্ধান্তবিরুদ্ধই হউক, আর রসাভাসদোষ-দুষ্টই হউক, যদি কেবল তা'তে ভগবানের নাম (?) বা গুণলীলার (?) উল্লেখ-ছলনা-মাত্র থাকে, তা' হ'লেই "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনের" সন্তোষ হয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বা রসাভাসদুষ্ট যদ্বাতদ্বা-কবির বাক্যে ভগবানের নাম বা প্রশংসার অভিনয় থাক্‌লেও ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনের তা'তে আদৌ সন্তোষ হয় না।

বঙ্গদেশীয় প্রাকৃত কবির উদাহরণ

এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ একদিন নীলাচলে একটী গৌড়ীয়-সাহিত্য-সভায় বিশেষরূপে নির্ণীত হ'য়ে গিয়েছে। পূর্ব্ববঙ্গীয় কোন ব্রাহ্মণ-কবি শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হ'য়ে মহাপ্রভুর ভক্ত শ্রীভগবান্ আচার্য্যের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই কবি মহাপ্রভুর সম্বন্ধে একখানি নাটক রচনা ক'রে ভগবান্ আচার্য্য ও অনেক বৈষ্ণবকে দেখিয়েছিলেন। সকলেই একবাক্যে কবির কাব্যের প্রশংসা ক'রেছিলেন। এমন কি, এই নাটকখানা মহাপ্রভুকে শুনাবার জন্য সকলেই বিশেষ উদ্‌গ্রীব হ'য়ে প'ড়েছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ রস-সিদ্ধান্ত-সম্রাট্

স্বরূপ-দামোদরের কাছে সাহিত্য-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হ'য়ে কোন সাহিত্যিক বা কবিরই মহাপ্রভুর কাছে কোন প্রকার গীতি, পদ, নাটক বা কাব্য শুনাবার অধিকার ছিল না; কারণ, মহাপ্রভু কোনপ্রকার তত্ত্ববিরোধ বা রসাভাস সহ্য কর্‌তে পার্‌তেন না। বৈষ্ণব-সাহিত্যিকগণেরও সেই-প্রকার চিত্তবৃত্তি। ভগবান্‌আচার্য্য যখন বঙ্গদেশীয় কবির পক্ষ থেকে স্বরূপদামোদরের কাছে উক্ত নাটকটী শুনাবার প্রস্তাব নিয়ে গেলেন, তখন স্বরূপ-দামোদর বল্লেন,—"তুমি উদার গোপ-প্রকৃতি; তোমার কাছে সবই ভাল ব'লে বোধ হয়; কিন্তু এসকল যদ্বা-তদ্বা-কবির কাব্য শুনে' গৌড়ীয়গণের সুখ হয় না; কেননা, য'ারা অকৃত্রিম গৌরকৃষ্ণগত-প্রাণ নয়—যা'দের জীবন ও সাহিত্য একসুরে বাঁধা নয়—সাহিত্যটা কেবল যা'দের কোন না কোন অন্যাভিলাষ বা কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা সঞ্চয়ের একটা যন্ত্রমাত্র, তা'দের কাব্যে সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাস-দোষ থাক্‌বেই থাক্‌বে। তা'রা পূর্ণভাবে শ্রৌত-পথ অবলম্বন না করায়, কখনও কখনও বা কোন প্রকৃত বৈষ্ণব-সাহিত্যিকের অনুকরণ ক'রে দু'-চারটা ভাল কথা ব'লে ফেল্‌তে পারে; কিন্তু যেখানেই তা'রা তা'দের নিজ-মনঃকল্পনা ও উচ্ছ্বাস এনে ফেল্‌বে, সেখানেই তত্ত্ববিরোধ, না হয়, রসাভাস-দোষ ক'রে বস্‌বে। তাই এদের কাব্য-সাহিত্য শুন্‌তে শুদ্ধবৈষ্ণবদের সুখ হয় না। আর দেখ,

শ্রীরূপ কিরূপ সুন্দর দুইটী নাটক লিখেছেন—'ললিতমাধব' ও 'বিদগ্ধমাধব'। এই নাটক শুনে' মহাপ্রভু ও রামানন্দ কিরূপ আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ ক'রেছেন।" শ্রীল স্বরূপ-দামোদরের এত উপদেশ-সত্ত্বেও পূর্ব্ববঙ্গীয় কবির পুনঃ পুনঃ প্ররোচনায় ভগবান্‌আচার্য্য যখন স্বরূপদামোদরের নিকট আরও দু' তিন দিন এসে' অনেক অনুরোধ জানা'তে লাগ্‌লেন, তখনশ্রীস্বরূপদামোদর ভগবান্‌আচার্য্যের অনুরোধ রক্ষা কর্‌বার জন্যে বল্লেন,—"বেশ, তা'হলে একটা বৈষ্ণব-সাহিত্য-সভার অধিবেশন হউক, সেখানে পূর্ব্ববঙ্গীয় কবি তাঁ'র নাটক পাঠ ক'রে শুনাবেন।" নির্দ্দিষ্ট দিনে বহু-বৈষ্ণব-মণ্ডিত একটী সভায় ঐ কবি সর্ব্বাগ্রে তাঁ'র নাটকের নান্দীশ্লোকটী পাঠ ক'রে শুনা'লেন। ঐ শ্লোকের কাব্য শু'নে প্রায় সকলেই কবির কাব্যের প্রশংসা কর্‌তে থাক্‌লেন, কবির কর্ণে করতালির মধুস্রাবী রব সুধা বর্ষণ কর্‌তে থাক্‌লো। নান্দীশ্লোকটীর তাৎপর্য্য এই ছিল—'দারুমূর্ত্তি জগন্নাথ হচ্ছেন—শরীরস্বরূপ, আর চৈতন্যদেব হচ্ছেন—সেই শরীরের শরীরী। নীলাচলে এই দেহ ও দেহীর একত্র সম্মেলন হ'য়েছে, তা'তে ক'রে দারুমূর্ত্তি জগন্নাথও সজীব হ'য়ে উঠেছেন!'

স্বরূপদামোদর কিন্তু আগাগোড়া চুপ ক'রে সব শুন্‌ছিলেন। তিনি লোকের ভোট্ নিয়ে কারো প্রশংসা বা নিন্দা কর্‌বার লোক ছিলেন না। তিনি নিরপেক্ষ

বিচারক,—তিনি স্বরাট্-সাহিত্য-রথের সারথী—সিদ্ধান্তের সম্রাট্। তিনি কারো অভিমতের দিকে না তাকিয়ে নির-পেক্ষভাবে সেই সাহিত্য-সভায় বঙ্গীয় বিপ্রকবিকে আহ্বান ক'রে বল্লেন,—"অহে! তুমি কি করেছ! তোমার সাহিত্য, তোমার উপমা, অলঙ্কার, সব যে রসাতলে গিয়েছে! এত বড় সিদ্ধান্তবিরোধ—তত্ত্ববিরোধ ক'রে ব'সেছ! বিষ্ণুবস্তুর দেহ-দেহীতে ভেদ ক'রেছ—অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহে প্রাকৃত বিচার ক'রেছ! আর বিভুচৈতন্য শ্রীচৈতন্যদেবকে-স্ফুলিঙ্গ-কণার মত অণুচৈতন্য বিচার ক'রেছ! তোমার সাহিত্য বিষ্ঠাগর্ত্তপ্রায় হ'য়ে পড়েছে, তা'তে কাককুল রমণ কর্তে পারে, কিন্তু মানস-সরোবরের মুনি পরমহংসকুল কখনই তোমার ঐ উচ্ছিষ্টগর্ত্তে পতিত হবেন না। যদি মঙ্গল চাও, তবে—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥"

সুধীমণ্ডলি! এখন দেখুন, যেখানে সিদ্ধান্ত-বিরোধ—তত্ত্ব-বিরোধ, সেখানে বহু লোকের বা বহু তথা-কথিত বৈষ্ণবের অনুমোদন বা আদরের দ্বারা সিদ্ধান্তবিৎ সৎসাহিত্যিকগণ চালিত হন না। এপ্রকারেই গৌড়ীয়সাহিত্যের নামে অনেক সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসদুষ্ট অপসাহিত্য বাজারে অবাধে

চ'লেছে। তথা-কথিত বৈষ্ণব-সমাজ ও সাহিত্যিকগণ—যাঁ'দিগকে অলঙ্কারশাস্ত্রের পরিভাষায় "সতৃণাভ্যবহারী" বলা যায়, তাঁরা মল-মধুর একাকারবাদী হ'য়ে পরমাদরের সঙ্গে ঐ সকল অপসাহিত্য গ্রহণ কর্‌ছেন। এর কারণ আর কিছুই নয়,—সে সকল অপসাহিত্য আমাদের আপাত ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর, আমাদের ভোগোন্মুখ-কর্ণ-রসায়ন।

'ভক্তমালে' তত্ত্ববিরোধের উদাহরণ

লালদাসের নামে প্রচলিত যে 'ভক্তমাল' দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তা'তে স্থানে স্থানে যে সকল তত্ত্ববিরোধপূর্ণ কথা র'য়েছে, তা'কে গৌড়ীয়-সাহিত্যের অন্তর্গত বল্‌তে গেলে সাহিত্যিক-গুরুগণের অবমাননা এবং সাহিত্যে জঞ্জালময় উপকরণ প্রবেশ করাবার পক্ষপাতিত্ব নিতে হয়। আমরা বাহুল্য-ভয়ে এখানে একটী মাত্র উদাহরণ উদ্ধার করছি। লালদাসের 'ভক্তমালে' শঙ্করাচার্য্যের যে চরিত্র বর্ণিত হ'য়েছে, তা'তে লেখা আছে,—"শঙ্করাচার্য্য অভুক্তবৈরাগী ছিলেন; কিন্তু তাঁর রাধাকৃষ্ণের লীলা আস্বাদন কর্‌বার প্রবল ইচ্ছা হওয়ায় তিনি এক মৃত রাজার শরীরে প্রবেশ ক'রে সেই রাজার সুন্দরী মহিষীগণের সঙ্গে বিহার কর্‌তে লাগ্‌লেন; কেননা, প্রাকৃত রসাস্বাদনের অভিজ্ঞতা না থাকলে অপ্রাকৃত-রসাস্বাদনে প্রবেশ-লাভ হয় না!!" 'ভক্তমালে'র বাক্য এইরূপ,—

"বিরক্ত হইয়া স্ত্রীসঙ্গ না যুয়ায়।
রস জানিবারে প্রবেশয় পরকায়॥
রাণীগণ-সঙ্গে রস-বিহার করিয়া।
জানিব রসের রীত শত আস্বাদিয়া॥
রস জানিবার হেতু তাৎপর্য্য অন্তরে।
রাধাকৃষ্ণ-রসতত্ত্ব জানিব অদূরে॥"

(—ভক্তমাল ১১শ মালা)

এরূপ বিচার কোন গৌডীয় সাহিত্যিকেরই হ'তে পারে না। ইহা সম্পূর্ণ তত্ত্ববিরুদ্ধ রসিকব্রুবগণের প্রাকৃত-সাহজিক-বিচার। যদি ইহাই মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত হ'ত যে, প্রাকৃতরসের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে অপ্রাকৃতরসে প্রবেশ-লাভ হয়,—পশুপক্ষীর প্রেম অনুধাবন করতে করতে কৃষ্ণপ্রেমে অধিকার হয়,—রাধাকৃষ্ণের লীলা আস্বাদন করতে হ'লে অভুক্ত বৈরাগী থাকলে চলে না, —নপুংসক রসিকব্রুবগণের (Bogus) মতে ভুক্ত-বৈরাগী হ'তে হয়—বান্তাশী হ'তে হয়, তা'হলে মহাপ্রভুর শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামীর প্রতি "বিবাহ না করিহ বলি' নিষেধ করিল" প্রভৃতি বাক্যের সার্থকতাই থাকে না। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামিপ্রভু কিরূপ অষ্টপ্রহর রাধাকৃষ্ণের সেবারসে নিমগ্ন থাকতেন, তা' চরিতামৃতের পাঠকমাত্রেই জানেন; অথচ মহাপ্রভু সেই রঘুনাথের সঙ্গে নীলাচলে আগত কাব্য-প্রকাশের অধ্যাপক রামানন্দী

রামদাসকে আদর করেন নাই। কেননা, তা'তে মুমুক্ষার গন্ধ ছিল। রসসাহিত্য-জগতে যে মহাপ্রভুর শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলারস-সাম্রাজ্যের এক একজন দিক্‌পাল—যে মহাপ্রভু ছোট-হরিদাসের বর্জ্জনকারী,—যে মহাপ্রভুর আচার ও প্রচার—

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"

"যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥"

প্রভৃতি শ্লোকে পরিস্ফুট, সেই সাহিত্য-নায়ক উন্নতোজ্জ্বল-রসের প্রচারকারী মহাপ্রভুর অনুগত-সম্প্রদায়ের সাহিত্যের নাম ক'রে কখনই কোন প্রাকৃত রস বা প্রাকৃত সহজিয়ার Bogus সাহিত্য গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারে প্রবেশ লাভ করতে পারে না।

পদাবলী-সাহিত্যে আবর্জ্জনা

পূর্ব্বেই আমরা ব'লেছি, সাহিত্যের প্রাণ—অপ্রাকৃত রস বা সিদ্ধান্ত। গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারে আমরা তা'কেই গ্রহণ কর্‌ব, যেখানে সাহিত্যের প্রাণবধ হয় নাই। গৌড়ীয়-সাহিত্যের নাম ক'রে অনেক শ্যামাঘাস গৌড়ীয়-সাহিত্য-ধান্য-ক্ষেত্রের পাশে পরিবর্দ্ধিত হ'য়েছে। যে পদাবলী-সাহিত্য গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারের মহামণি মরকত—গৌড়ীয়-সাহিত্য-কুঞ্জের অকৃত্রিম কৃষ্ণভোগ্য বনফুলমালা, সেই পদাবলী-সাহিত্যে আজ কত ভয়াবহ বিষময় আবর্জ্জনা প্রবেশ ক'রেছে! অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবারসমগ্ন মহাকবি চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, বাসু ঘোষ, নরহরি সরকার ঠাকুর, লোচনদাস, ঠাকুর নরোত্তম, গোবিন্দদাস প্রভৃতি অপ্রাকৃত পদকর্ত্তা মহাজনগণের নাম ক'রে, তাঁদের নামে ভণিতা রচনা ক'রে, কত দুরভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি কত কু-মতবাদ গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারে প্রবেশ করাবার চেষ্টা ক'রেছেন! কুরুচিপূর্ণ ব্যক্তিগণ তাঁ'দের নিজ নিজ নিসর্গগত কুরুচি এবং তাঁ'দের কুভাব সমর্থন কর্‌বার জন্যে অপ্রাকৃত সেবারসমগ্ন পরম-নির্ম্মল গৌড়ীয়-সাহিত্যকগণের উপর তাঁ'দের চরিত্র আরোপ কর্‌বার চেষ্টা ক'রেছেন। যে—

"বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ।
এ তিনের গীতে করায় প্রভুর আনন্দ॥"

সেই শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীবিদ্যাপতি ও শ্রীগীতগোবিন্দকার জয়দেবকে প্রাকৃত সাহজিক সাহিত্যিক-সম্প্রদায় তাঁ'দের চিত্তবৃত্তিতে সাজাবার চেষ্টা ক'রেছেন। তাঁ'রা স্ব-স্বভাব-বর্ণন-মুখে চণ্ডীদাসকে একজন মৎস্যাশী সাজিয়ে কোন মৎস্য-বিক্রেত্রীর নিকট হ'তে চণ্ডীদাসের প্রথম রসের সন্ধান, রজকিনী রামীর নিকট হ'তে পদ-সাহিত্যের সন্ধান প্রভৃতি অত্যন্ত নীচ-জনোচিত কত ইতরকথা সৃষ্টি ক'রেছেন! তার পর বিদ্যাপতিকে মিথিলাধিপতি শিবসিংহের সাধ্বী মহিষী লছমী দেবীর সঙ্গে সংযোগ করিয়ে 'গবাক্ষপথে লছমী-দেবীর দর্শন না হ'লে বিদ্যাপতির কবিতার উৎস প্রকাশিত হত না!' প্রভৃতি নানা প্রকার কুরুচিপূর্ণ কথা সৃষ্টি ক'রেছে! শ্রীজয়দেবকে নীলাচলে পদ্মাবতীর জন্য বাস্তাশী করাবার গল্প রচনা ক'রেছে! এমন কি, প্রভুর সহিত কাঞ্চনলতার অবৈধ সংযোগ এবং শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি পরমজিতেন্দ্রিয়কুলশিরোমণি গোস্বামিবর্গকে মিরাবাই ও কল্পিত শ্যামাঙ্গিনী প্রভৃতির নামের সহিত সংযোগ করাবার চেষ্টা ক'রেছে। যা'দের অপ্রাকৃত-সাহিত্যিক-সারথী শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত-গোস্বামী প্রভুর 'প্রেমবিবর্ত্ত' সাহিত্যের উক্তি—

"ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে।"

—ভুল হ'য়ে গিয়েছে, সে সকল প্রাকৃত সহজিয়া-সাহিত্যিক-সম্প্রদায়ের এ সকল অবৈধ চেষ্টা সুধী-সমাজ

নিশ্চয়ই ধর্‌তে পার্‌বেন। যে মহাপ্রভু 'স্ত্রীগান' শব্দমাত্র শ্রবণ ক'রে ব'লেছিলেন,—

"—গোবিন্দ আজ রাখিলা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হইলে আমার হইত মরণ॥"

সেই মহাপ্রভু যখন—

"চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, * * রাত্রি-দিনে,
গায় শুনে পরম-আনন্দ॥"

তখন সেই চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি অপ্রাকৃত সাহিত্যকগণে কোনপ্রকার হেয়তার লেশমাত্রও যে থাক্‌তে পারে না, তদ্‌বিষয়ে আর অধিক প্রমাণের আবশ্যকতা নেই।

গৌড়ীয় পুরাণ-সাহিত্য

গৌড়ীয়-সাহিত্য নিত্য নবযৌবন আদ্য পুরাণ-পুরুষ গোবিন্দের সেবার কথাই কীর্ত্তন ক'রে থাকেন। গৌড়ীয়-সাহিত্য, গৌড়ীয়-কাব্য সকলই বৈষ্ণবগণের পরমপ্রিয় অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের বিবৃতি। গোস্বামিগণের গ্রন্থ সমস্তই পুরাণ-সাহিত্য।

গৌড়ীয়-বিজ্ঞান-সাহিত্য

গৌড়ীয়-সাহিত্য বাস্তব-বিজ্ঞানের কথা কীর্ত্তন করেছেন। নিখিল বিজ্ঞান একমাত্র যে মূল-বিজ্ঞানের অনুগত হ'য়ে

কার্য্যকরী হ'লে বিজ্ঞান-বিশ্বে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা স্থাপিত হ'তে পারে, সেই বাস্তব-বিজ্ঞানই গৌড়ীয়-সাহিত্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে বিজ্ঞান-পুরুষ চতুঃশ্লোকীর মন্ত্রে এই বাস্তব-বিজ্ঞান-বীজই প্রদান ক'রেছিলেন। আবার সেই বিজ্ঞানপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ত্রিবেণীর তটে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুতে এই বিজ্ঞান-বিজলী সঞ্চার করবার লীলা প্রদর্শন ক'রেছিলেন। তারই ফলস্বরূপ গৌড়ীয়-বিজ্ঞান-মহাগ্রন্থ শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু প্রকাশিত হ'য়েছে। অনিত্য জগদ্রূপ অবাস্তবে বাস্তব-বুদ্ধিযুক্ত বর্ত্তমান বিশ্ব এসকল কথাকে যেন 'রূপক' মনে না করেন। গৌড়ীয়-বাস্তব-বিজ্ঞান-সাহিত্য ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর আলোচনা করুন, দেখিবেন,—বিশ্ব-বিজ্ঞানকে কিরূপ বাস্তব সুবৈজ্ঞানিক ধারায় নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। বাস্তব-বিশ্ববিজ্ঞান-মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটনের কুঞ্চিকাস্বরূপ গৌড়ীয়-বিজ্ঞান-সাহিত্যের এই মূলমন্ত্রটী অনুধাবন করুন,—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

বিশ্ববিজ্ঞান যদি গৌড়ীয়-বিজ্ঞান-শাস্ত্রের এই মূল-মন্ত্রটীর অবজ্ঞা করে, তা'হলে বিশ্ববিজ্ঞান অজ্ঞানে পরিণত হবে—বিশ্ব চিরকালই ভবমহাদাবাগ্নিতে দগ্ধ হ'তে থাকবে! আর যে দিন ঐ বাস্তব-বিজ্ঞানের উক্ত বীজ-মন্ত্র কর্ণে

পদাবলী-সাহিত্যে আবর্জ্জনা

পূর্ব্বেই আমরা ব'লেছি, সাহিত্যের প্রাণ—অপ্রাকৃত রস বা সিদ্ধান্ত। গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারে আমরা তা'কেই গ্রহণ কর্‌ব, যেখানে সাহিত্যের প্রাণবধ হয় নাই। গৌড়ীয়-সাহিত্যের নাম ক'রে অনেক শ্যামাঘাস গৌড়ীয়-সাহিত্য-ধান্য-ক্ষেত্রের পাশে পরিবর্দ্ধিত হ'য়েছে। যে পদাবলী-সাহিত্য গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারের মহামণি মরকত—গৌড়ীয়-সাহিত্য-কুঞ্জের অকৃত্রিম কৃষ্ণভোগ্য বনফুলমালা, সেই পদাবলী-সাহিত্যে আজ কত ভয়াবহ বিষময় আবর্জ্জনা প্রবেশ ক'রেছে! অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবারসমগ্ন মহাকবি চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, বাসু ঘোষ, নরহরি সরকার ঠাকুর, লোচনদাস, ঠাকুর নরোত্তম, গোবিন্দদাস প্রভৃতি অপ্রাকৃত পদকর্ত্তা মহাজনগণের নাম ক'রে, তাঁদের নামে ভণিতা রচনা ক'রে, কত দুরভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি কত কু-মতবাদ গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারে প্রবেশ করাবার চেষ্টা ক'রেছেন! কুরুচিপূর্ণ ব্যক্তিগণ তাঁ'দের নিজ নিজ নিসর্গগত কুরুচি এবং তাঁ'দের কুভাব সমর্থন কর্‌বার জন্যে অপ্রাকৃত সেবারসমগ্ন পরম-নির্ম্মল গৌড়ীয়-সাহিত্যকগণের উপর তাঁ'দের চরিত্র আরোপ কর্‌বার চেষ্টা ক'রেছেন। যে—

"বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ।
এ তিনের গীতে করায় প্রভুর আনন্দ॥"

সেই শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীবিদ্যাপতি ও শ্রীগীতগোবিন্দকার জয়দেবকে প্রাকৃত সাহজিক সাহিত্যিক-সম্প্রদায় তাঁ'দের চিত্তবৃত্তিতে সাজাবার চেষ্টা ক'রেছেন। তাঁ'রা স্ব-স্বভাব-বর্ণন-মুখে চণ্ডীদাসকে একজন মৎস্যাশী সাজিয়ে কোন মৎস্য-বিক্রেত্রীর নিকট হ'তে চণ্ডীদাসের প্রথম রসের সন্ধান, রজকিনী রামীর নিকট হ'তে পদ-সাহিত্যের সন্ধান প্রভৃতি অত্যন্ত নীচ-জনোচিত কত ইতরকথা সৃষ্টি ক'রেছেন! তার পর বিদ্যাপতিকে মিথিলাধিপতি শিবসিংহের সাধ্বী মহিষী লছমী দেবীর সঙ্গে সংযোগ করিয়ে 'গবাক্ষপথে লছমী-দেবীর দর্শন না হ'লে বিদ্যাপতির কবিতার উৎস প্রকাশিত হত না!' প্রভৃতি নানা প্রকার কুরুচিপূর্ণ কথা সৃষ্টি ক'রেছে! শ্রীজয়দেবকে নীলাচলে পদ্মাবতীর জন্য বাস্তাশী করাবার গল্প রচনা ক'রেছে! এমন কি, প্রভুর সহিত কাঞ্চনলতার অবৈধ সংযোগ এবং শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি পরমজিতেন্দ্রিয়কুলশিরোমণি গোস্বামিবর্গকে মিরাবাই ও কল্পিত শ্যামাঙ্গিনী প্রভৃতির নামের সহিত সংযোগ করাবার চেষ্টা ক'রেছে। যা'দের অপ্রাকৃত-সাহিত্যিক-সারথী শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত-গোস্বামী প্রভুর 'প্রেমবিবর্ত্ত' সাহিত্যের উক্তি—

"ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে।"

—ভুল হ'য়ে গিয়েছে, সে সকল প্রাকৃত সহজিয়া-সাহিত্যিক-সম্প্রদায়ের এ সকল অবৈধ চেষ্টা সুধী-সমাজ

নিশ্চয়ই ধর্‌তে পার্‌বেন। যে মহাপ্রভু 'স্ত্রীগান' শব্দমাত্র শ্রবণ ক'রে ব'লেছিলেন,—

"—গোবিন্দ আজ রাখিলা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হইলে আমার হইত মরণ॥"

সেই মহাপ্রভু যখন—

"চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, * * রাত্রি-দিনে,
গায় শুনে পরম-আনন্দ॥"

তখন সেই চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি অপ্রাকৃত সাহিত্যকগণে কোনপ্রকার হেয়তার লেশমাত্রও যে থাকৃতে পারে না, তদ্‌বিষয়ে আর অধিক প্রমাণের আবশ্যকতা নেই।

গৌড়ীয় পুরাণ-সাহিত্য

গৌড়ীয়-সাহিত্য নিত্য নবযৌবন আদ্য পুরাণ-পুরুষ গোবিন্দের সেবার কথাই কীর্ত্তন ক'রে থাকেন। গৌড়ীয়-সাহিত্য, গৌড়ীয়-কাব্য সকলই বৈষ্ণবগণের পরমপ্রিয় অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের বিবৃতি। গোস্বামিগণের গ্রন্থ সমস্তই পুরাণ-সাহিত্য।

গৌড়ীয়-বিজ্ঞান-সাহিত্য

গৌড়ীয়-সাহিত্য বাস্তব-বিজ্ঞানের কথা কীর্ত্তন করেছেন। নিখিল বিজ্ঞান একমাত্র যে মূল-বিজ্ঞানের অনুগত হ'য়ে

কার্য্যকরী হ'লে বিজ্ঞান-বিশ্বে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা স্থাপিত হ'তে পারে, সেই বাস্তব-বিজ্ঞানই গৌড়ীয়-সাহিত্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে বিজ্ঞান-পুরুষ চতুঃশ্লোকীর মন্ত্রে এই বাস্তব-বিজ্ঞান-বীজই প্রদান ক'রেছিলেন। আবার সেই বিজ্ঞানপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ত্রিবেণীর তটে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুতে এই বিজ্ঞান-বিজলী সঞ্চার করবার লীলা প্রদর্শন ক'রেছিলেন। তারই ফলস্বরূপ গৌড়ীয়-বিজ্ঞান-মহাগ্রন্থ শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু প্রকাশিত হ'য়েছে। অনিত্য জগদ্রূপ অবাস্তবে বাস্তব-বুদ্ধিযুক্ত বর্ত্তমান বিশ্ব এসকল কথাকে যেন 'রূপক' মনে না করেন। গৌড়ীয়-বাস্তব-বিজ্ঞান-সাহিত্য ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর আলোচনা করুন, দেখিবেন,—বিশ্ব-বিজ্ঞানকে কিরূপ বাস্তব সুবৈজ্ঞানিক ধারায় নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। বাস্তব-বিশ্ববিজ্ঞান-মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটনের কুঞ্চিকাস্বরূপ গৌড়ীয়-বিজ্ঞান-সাহিত্যের এই মূলমন্ত্রটী অনুধাবন করুন,—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥"

বিশ্ববিজ্ঞান যদি গৌড়ীয়-বিজ্ঞান-শাস্ত্রের এই মূল-মন্ত্রটীর অবজ্ঞা করে, তা'হলে বিশ্ববিজ্ঞান অজ্ঞানে পরিণত হবে—বিশ্ব চিরকালই ভবমহাদাবাগ্নিতে দগ্ধ হ'তে থাকবে! আর যে দিন ঐ বাস্তব-বিজ্ঞানের উক্ত বীজ-মন্ত্র কর্ণে

ধারণ করতে শিখবে, সেদিন বিশ্বে সত্য-সত্যই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাস্তব রাজ্য স্থাপিত হ'বে।

গৌড়ীয় শিল্প-সাহিত্য

গৌড়ীয়-শিল্প-সাহিত্য শিল্প-বিশ্বের শীর্ষোপরি নৃত্য করেছে। কথা-শিল্পে, গ্রন্থন-শিল্পে, সন্দর্ভ-শিল্পে, সঙ্গীত-শিল্পে অথবা বাৎসায়নোক্ত নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি চতুঃষষ্টি বাহ্যক্রিয়া, আলিম্পনাদি চতুঃষষ্টি আভ্যন্তরক্রিয়া, কারুকর্ম্মগ্রহ প্রভৃতি কলা-কলাপে গৌড়ীয়-শিল্প অদ্বিতীয়। প্রতিমা-প্রকাশ, শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ, শিলাপীঠ, লিঙ্গপীঠ, রথনির্ম্মাণ, অলঙ্কার-নির্ম্মাণ প্রভৃতি যে-কোন বিষয়ে গৌড়ীয়-শিল্প বিশ্ব-সাহিত্যের অবিকৃত আদি কারণরূপে বিরাজমান; কারণ, স্বয়ং শিল্প-নায়কই গৌড়ীয়-সাহিত্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। ললিতাক্ষেপ, মহারাজলীলা প্রভৃতি ভঙ্গ, দ্বিভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ, অনুভঙ্গ ও অতিভঙ্গ প্রভৃতি চারু ললিত দেহ-সংস্থান একমাত্র শিল্প-নায়ক ললিতত্রিভঙ্গ শ্যামসুন্দরেই পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। বিশ্বকর্ম্মাদি দেব-শিল্পী বৈকুণ্ঠ-শিল্পিগণেরই আংশিক ও অপূর্ণ শিল্পকলা বিস্তার ক'রেছেন। বৈকুণ্ঠ-শিল্প হ'তে দ্বারকার ও তদপেক্ষা মথুরার শিল্প আরও শ্রেষ্ঠ। আর বৃন্দাবনীয় শিল্পের—যা'র প্রচার নৃলোকে অসম্ভব ছিল, সেই শিল্পই গৌড়ীয়-সাহিত্য অঙ্কন ক'রেছেন। যাঁ'রা শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীগোবিন্দলীলামৃত,

শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত প্রভৃতি গৌড়ীয়-শিল্প-সাহিত্য-পাঠের অধিকারী, তাঁরাই একথা প্রাণে-প্রাণে অনুভব কর্‌তে পারেন। ভারত ও ভাগবতই নিখিল-কথা-শিল্পের মূল মহা-মন্দির। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর বৃহদ্ভাগবতামৃত কথা-শিল্পের মন্দির-মুকুট। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদের হরিভক্তিবিলাস গৌড়ীয়-বিশ্ব-শিল্পসাহিত্যের বাস্তব-বিজ্ঞান। 'বিশ্বকর্ম্ম-শিল্প', 'বিশ্বকর্ম্ম-প্রকাশ', 'শিল্পার্থসার', 'শিল্প-কলাদীপিকা', 'রাজবল্লভমণ্ডল' বা 'অপরাজিতাপৃচ্ছা' প্রভৃতি বিশ্ব-শিল্পসাহিত্য গৌড়ীয়-শিল্প-সাহিত্যের নিকট তিরস্কৃত হ'য়েছে,—একথা গৌড়ীয়-সাহিত্য-শিল্পিগণের অনুগত হ'য়ে যে কেহ নিরপেক্ষভাবে বিচার ক'রে নিতে পারেন।

গৌড়ীয়-পত্র-সাহিত্য

পত্র বা পত্রিকা-সাহিত্যে বাস্তব-জীবনের অনেক বিষয় অতি সহজ সরল ও অকৃত্রিমভাবে প্রকাশিত হয় এবং সাময়িক-পত্রিকা-সাহিত্যে বিবিধ সাময়িক-প্রসঙ্গের অব-তারণা, মতবাদের সমালোচনা, অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে পূর্ব্বপক্ষ-নিরাস ও স্বপক্ষ-স্থাপনাদিকার্য্যে সাহিত্য-সম্পদ্ যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই পত্র-সাহিত্য গৌড়ীয়-সাহিত্যে প্রচুরভাবে বর্ত্তমান আছে। কেবল যে ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে কৃষ্ণের নিকট রুক্মিণীদেবীর পত্রিকা-প্রেরণের কথা

গৌড়ীয়-সাহিত্যে প্রসিদ্ধ আছে, তা' নয়; গৌড়ীয় কাব্যাদিতেও এই পত্র-সাহিত্যের যথেষ্ট নিদর্শন আছে। তারপর ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থ-ধৃত শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ প্রভৃতি আচার্য্যগণের প্রতি বৃন্দাবনীয়-বার্ত্তাজ্ঞাপক শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর পত্রিকা-চতুষ্টয় প্রভৃতি বহুপত্র এবং বর্ত্তমান-যুগে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-পাদের পত্রাবলী গৌড়ীয়-পত্র-সাহিত্যের অমূল্য সম্পত্তি।

সাময়িক-পত্র-সাহিত্য

মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক-পত্রিকার প্রকাশ বিস্তৃত হ'য়েছে। বাংলা-দেশের পরমার্থপ্রচারিণী সাময়িক পত্রিকার ইতিহাস-আলোচনায় জানা যায় যে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন-পত্রিকা—শ্রীসজ্জনতোষণী। এখন হইতে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ইহার প্রথম প্রকাশ। যদিও 'নিত্যানন্দদায়িনী' নাম্নী একখানা মাসিক পত্রিকা তিনমাস অন্তর ত্রৈমাসিক আকারে সজ্জনতোষণীর দশ বর্ষ পূর্ব্বে কতিপয় গ্রন্থপ্রকাশমুখে প্রচারিত হ'য়েছিল, তথাপি তা'তে সাময়িক-প্রসঙ্গের অভাবে থাকায় শ্রীসজ্জনতোষণীকেই আদিম গৌড়ীয়-পত্রিকা বলা যায়। শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। তিনিই সাময়িক-পত্রিকা-সাহিত্যে শুদ্ধভগবদ্ভক্তির

কথা প্রবর্ত্তন করেন। 'নিত্যানন্দদায়িনী' পত্রিকায় মিশ্রভক্তি ও নানাপ্রকার উপধর্ম্মের কথাও স্থান পেয়েছিল। 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকার পরেই 'প্রেমপ্রচারিণী' নাম্নী আর একখানি পত্রিকা প্রচারিত হয়। তার সম্পাদনকার্য্য করতেন—নবাবগঞ্জের পরলোকগত দীনবন্ধু সেন। পরে এই পত্রিকা শ্রীসজ্জনতোষণীর সহিত সম্মিলিতা হন। অমৃতবাজারের শিশিরবাবুর যোগে 'বিষ্ণুপ্রিয়া' নাম্নী একখানি পাক্ষিক-বৈষ্ণব-পত্রিকা প্রচারিত হয়। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়দ্বয় ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকাটী দু'তিন বৎসর প্রচারিত হ'য়েছিল। 'নিবেদন' নামে আর একটী সাপ্তাহিক সাময়িকপত্র তিনবৎসর কাল শুদ্ধ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রচার ক'রেছিলেন। 'গৌড়ভূমি' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা গোকর্ণ হ'তে প্রচারিত হয়, তা'র সম্পাদক ছিলেন—পরলোকগত রামপ্রসন্ন ঘোষ। তিনি শ্রীধামাপরাধী ছিলেন না। দু'তিন বৎসরমাত্র উহার প্রচার ছিল। 'বৈষ্ণবসঙ্গিনী' নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকা হুগলী আলাটী হ'তে শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস অধিকারী মহাশয়ের দ্বারা আজও প্রকাশিত হচ্ছে। এ ছাড়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মুখপত্র ব'লে কতকগুলি পত্রিকা বেঙের ছাতার (mush-room) মত মনোধর্ম্মময় ভাবপ্রবণতার বৃষ্টিসম্পাতে সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা বাংলার ভূমিতে

জন্ম গ্রহণ ক'রেছিল। সেগুলিতে সিদ্ধান্তবিরোধ, রস-বিরোধ, স্ব-স্ব-মতবাদ-পোষক সঙ্কীর্ণতা আচার্য্য-বিদ্বেষ ও অসৎ-সাম্প্রদায়িকতা থাকায় সেগুলি সমাজের আদৌ কোন হিত সাধন করতে পারে নি। কাজেই ওগুলোকে গৌড়ীয়-পত্রিকা-সাহিত্য ব'লে উল্লেখ করলে প্রকৃত সুধী সৎ-সাহিত্যিকগণ তা' কতদূর অনুমোদন করবেন, সেবিষয়ে সন্দেহ। ঐরূপ পত্রিকা-সাহিত্যের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে এই টুকু বলা যায় যে, উহাদের কোন-কোনটী সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গেই বিলুপ্ত হ'য়েছে, কতকগুলি কিছুকাল সমাজের অহিত ক'রে আত্মগোপন ক'রেছে, কতকগুলি বা এখনও সমাজে দূষিত সংক্রামক-ব্যাধির বীজ ও বিদ্ধমতবাদ-সমূহ অসতর্ক সামাজিক-গণের মধ্যে বিস্তার ক'রে ব্যতিরেকভাবে শুদ্ধ-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রচার ও প্রসার-বিষয়ে ঔজ্জ্বল্য ও পুষ্টি বিধান করছে। অল্পকথায় আমরা এইমাত্র বলতে পারি যে, শ্রৌতপথে পরিপূর্ণভাবে আচার-প্রচার-মুখে পরিনিষ্ঠিত না থাকায়, একমাত্র শ্রীসজ্জনতোষণী, নিবেদন প্রভৃতি কয়েকটী সাময়িক পত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল পত্রগুলিই ন্যূনাধিক বিদ্ধ-বৈষ্ণব-সাহিত্য বা সামান্য বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রচার ক'রেছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয়সাহিত্য-সম্বন্ধী একমাত্র সাপ্তাহিক সাময়িকপত্র **"গৌড়ীয়"** পারমার্থিক পত্রিকা-সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন ক'রেছে। বৃহত্তর বঙ্গে, আসমুদ্র হিমাচলে,

এমন কি, পাশ্চাত্যদেশে পর্য্যন্ত এই পত্রিকার গ্রাহক ও পাঠক র'য়েছেন। পারমার্থিক সাময়িক পত্রিকার মধ্যে ইঁহার প্রচার সর্ব্বোপরি। কুমতবাদ-খণ্ডনে সম্প্রদায়-বৈভব-সাহিত্য এবং সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-সাহিত্য-প্রচারে এই পত্রিকা-সাহিত্য অদ্বিতীয়। শুদ্ধ-সেবা-সাহিত্য-প্রচারে "গৌড়ীয়" গত সাত বৎসরকাল যে কি কার্য্য ক'রেছেন, তা' গৌড়ীয়ের সাত বছরের সূচীপত্র হ'তেই একটা দিগ্‌দর্শন হ'তে পারে। তারপর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গৌড়ীয়-সাহিত্য-প্রচারকারী '**শ্রীসজ্জনতোষণী**' পত্রিকা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সম্পাদকত্বে, প্রথমে বাংলা ভাষায়, তৎপরে অধুনা ইংরেজী, সংস্কৃত ও হিন্দি—এই চতুর্ম্মুখে প্রকাশিত হ'য়ে বিশ্বপত্রিকা-সাহিত্যের চিন্তা-ভাব-ভাষা-পরিভাষা-জগতে এক মহা-যুগান্তরের সূচনা ক'রেছে। বর্ষত্রয় যাবৎ বিশ্বপত্রিকা-সাহিত্য-সাম্রাজ্যে মহা-অভাবনীয় অভিনবতার সাহিত্য-সিংহাসন আবিষ্কৃত হ'য়েছে। মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি গৌড়পুরের সারস্বত-তীর্থ হ'তে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে '**দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ**' নামক একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক সাময়িক পত্র সমগ্র ভারতে প্রকাশিত হচ্ছে। "**দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ**" পত্র—গৌড়ীয়-সাহিত্য-গৌরব, গৌড়ীয়-গৌরব, বিশ্ব-বৈষ্ণব-গৌরব।

গৌড়ীয়-রস-সাহিত্য

যদি চিন্ময় হরি-রস-সাহিত্যের পরিপূর্ণ-ভাণ্ডার কোথায়ও থাকে, তা' হ'লে একমাত্র গৌড়ীয়-সাহিত্যেই আছে। এ কথা আর অধিক ক'রে বল্‌তে হ'বে না। গৌড়ীয়-রস-সাহিত্যের মধ্যে গোপীগীতা, ভ্রমরগীতা, জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত, রামানন্দ-রায়ের জগন্নাথবল্লভ-নাটক, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি এবং অন্যান্য শুদ্ধমহাজন-পদাবলী, শ্রীল রূপপাদের ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব, হংসদূত, পদ্যাবলী, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল-নীলমণি, স্তবমালা, শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামিপ্রভুর স্তবাবলী, শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর গোপালচম্পূ, প্রীতিসন্দর্ভ, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর গোবিন্দলীলামৃত ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, কবিকর্ণপূরের আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের কৃষ্ণভাবনামৃত, সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা এবং বর্ত্তমানযুগে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'রূপানুগ-ভজনদর্পণ' 'গীতমালা' প্রভৃতি এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভ্রমরগীত ও মহিষীগীতের পদ্যানুবাদ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গৌড়ীয়-সঙ্গীত-সাহিত্য

গৌড়ীয়-সঙ্গীত-সাহিত্য একটী মহাশ্চর্য্য ও বিপুল ব্যাপার। পৃথিবীতে যত সঙ্গীত-সাহিত্য প্রচারিত হয়েছে,

সকলই এই গৌড়ীয়-সঙ্গীত-সাহিত্যের একটী বিকৃত আভাস মাত্র; এমন কি, বৈকুণ্ঠের সঙ্গীত-সাহিত্যও এই গৌড়ীয়-সঙ্গীত- সাহিত্যের অসম্পূর্ণ প্রকাশমাত্র। কারণ, সঙ্গীত-সাহিত্যের যেখানে চরমসীমা, সেই রাসক্রীড়ার নায়ক গৌড়ীয়-সঙ্গীত-সাহিত্যের দেবতা। একমাত্র সর্ব্বানর্থ-নির্ম্মুক্ত অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-রস-রসিকগণই এ কথা উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌বেন। রাসতাণ্ডবী কৃষ্ণের গৌরাবতারে যে সঙ্কীর্ত্তন-রস প্রচারিত হ'য়েছিল, ত'াতে সঙ্গীত-সাহিত্য-বিশ্বে যুগান্তর উপস্থিত হ'য়েছে। এমন নৃত্য-কলা, এমন বাদিত্র-কলা, এমন গীত-কলা আর কোথায় আছে—যেমনটী নৃত্য-নায়ক গৌরসুন্দর নিজ-গণ-সঙ্গে জগতে প্রকাশ ক'রেছেন? সঙ্কীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীবাসঅঙ্গনে, নগরসঙ্কীর্ত্তনে এবং নীলাচলে রথাগ্রে নৃত্য-কালে যে সঙ্গীত-সাহিত্য প্রকাশিত হ'য়েছিল, তার দ্বিতীয় উদাহরণ আর কোথায়ও নেই। 'সঙ্গীত-পারিজাত', 'সঙ্গীত-শিরোমণি' প্রভৃতি শাস্ত্র সঙ্গীত-লক্ষণ-বর্ণনে গীত, বাদ্য ও নৃত্য—এই ত্রিবিধ প্রকার নির্দ্দেশ ক'রেছে। এই তৌর্য্যত্রিক নীতিশাস্ত্রে ব্যসনরূপে পরিগণিত। নৃত্য-নায়ক সেই তৌর্য্য-ত্রিককেই ভগবৎসেবার পরম অনুকূল ক'রে জগতে প্রদর্শন ক'রেছেন। সঙ্গীত-সাহিত্য পরিপূর্ণরূপে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত হ'য়েছে—একমাত্র গৌড়ীয়গণের সেবা-নৈপুণ্যে। মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ গন্ধর্ব্বকণ্ঠধিক্কারকারী শ্রীল স্বরূপ-গোস্বামী প্রভু ও শ্রীরামানন্দ রায় গৌড়ীয়-সঙ্গীত-সাহিত্যের

গুরু। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভুকে সঙ্গীত-সাহিত্যে পরম নিপুণ দর্শন ক'রে 'দামোদর' নাম প্রদান ক'রেছিলেন। শ্রীল স্বরূপ দামোদর 'সঙ্গীত-দামোদর' নামে একখানা সঙ্গীত-সাহিত্য শাস্ত্র রচনা করেন,—একথা গৌড়ীয় সাহিত্যকগণ জানেন।

কেবল গৌড়ীয় সঙ্গীত-সাহিত্যের কথা বল্‌তে গেলেই একখানা বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হ'তে পারে। ভক্তিরত্নাকরের পঞ্চম তরঙ্গে সঙ্গীত-সাহিত্যের আলোচনা পাঠ কর্‌লেই অনেকে গৌড়ীয়-সঙ্গীত-সাহিত্যের একটুকু আভাস পেতে পার্‌বেন। তারপর শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ প্রভুগণের অভ্যুদয়কালে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর প্রপৌত্র 'পদামৃতসমুদ্র'কার শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরের সময় গৌড়ীয়-সঙ্গীত-সাহিত্যের বিশেষ বিস্তার হ'য়েছিল। রাণীহাটী, মনোহরসাহী ও গড়েরহাটী (নামান্তর গরাণহাটী) প্রভৃতি রাগিণী একমাত্র গৌড়ীয়-সাহিত্যেরই নিজ-সম্পৎ। মধুর মৃদঙ্গ-বাদ্য ও গৌড়ীয়-সঙ্গীত-সাহিত্যেরই আর একটী নিজ-সম্পত্তি। শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু ও ঠাকুর মহাশয় সঙ্গীত-সাহিত্যের মধ্য দিয়া 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'র শিক্ষাগুলি সর্ব্বসাধারণে প্রচার ক'রেছিলেন। কিন্তু পর-বর্ত্তিকালে গুরুপাদপদ্মানুগত্যের অভাবে সঙ্গীত-সাহিত্য-নায়কের ইন্দ্রিয়তর্পণের পরিবর্ত্তে যখন আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-বৃত্তি জেগে উঠ্‌লো—তাল-লয়-মান-স্বরের বাহ্য মোহ যখন সেবা-

চৈতন্যকে আবৃত করে দিল, তখন সঙ্গীত সাহিত্য পণ্য-দ্রব্য বা বিলাসীর ভোগোপকরণে পর্য্যবসিত হ'লো। পরবর্ত্তিকালে 'ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি' নামক একখানি গ্রন্থ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নামে আরোপিত হ'য়েছে; অনেকে ঐ সঙ্গীত-সংগ্রহ-সাহিত্যে নানাপ্রকার সিদ্ধান্ত-বিরোধ, রসাভাস-দোষাদি লক্ষ্য করেন, শোনা যায়। ময়নাডালের মঙ্গল-বৈষ্ণবঠাকুরের শিষ্য নৃসিংহঠাকুরের অধস্তন মিত্রঠাকুরগণের বংশীয়গণ মৃদঙ্গবাদ্য নিপুণতায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছিলেন।

গৌড়ীয়-জ্যোতিঃ-সাহিত্য

গৌড়ীয়-জ্যোতিঃ-সাহিত্যও জ্যোতিষ-জগতে যুগান্তর আনয়ন ক'রেছে। "ন যত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্"এর রাজ্য—"নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ" বা "রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ" প্রভৃতি বাক্য-বর্ণিত যুগপৎ অচিন্ত্য-ব্যাপারের সমাবেশ ও সমন্বয় একমাত্র গৌড়ীয় জ্যোতিষ-সাহিত্যই প্রদর্শন ক'রেছেন। কারণ, একমাত্র গৌড়ীয়-জ্যোতির্ব্বিদ্গণই গান ক'রে থাকেন,—

> "যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
> রাজা সমস্তসুরমূর্ত্তিরশেষতেজাঃ।
> যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সম্ভৃত কালচক্রো
> গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

একদিকে যেমন—

> "অথ সর্ব্বগুণোপেতঃ কালঃ পরমশোভনঃ।
> যর্হ্যেবাজনজন্মর্ক্ষং শান্তর্ক্ষগ্রহতারকম্॥"

আর একদিকে তেমনি—

> "চৌদ্দশত সাতশকে মাস যে ফাল্গুন।
> পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ॥
> সিংহরাশি, সিংহ-লগ্ন, উচ্চগ্রহগণ।
> ষড়্‌বর্গ, অষ্টবর্গ, সর্ব্ব সুলক্ষণ॥
> অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
> স-কলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন?"

—যে-সাহিত্যের প্রতিপাদ্য বিষয়, সেস্থলে জ্যোতিষ-সাহিত্য যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার ক'রেছে, এতে আর আশ্চর্য্য কি? শ্রীহরিভক্তিবিলাস একাদশী-নির্ণয়ে, অরুণোদয়-লক্ষণ বর্ণনে, অষ্টমহাদ্বাদশী-বিচারে, পারণকাল-নির্ণয়ে, ভগবদর্চ্চনকারীর বিভিন্ন সেবাকাল-অবধারণে, মার্গশীর্ষকৃত্য, পৌষকৃত্য, মাঘকৃত্য, বসন্তপঞ্চমী, ভীষ্মাষ্টমী, ভৈমীএকাদশী, ফাল্গুনকৃত্য, গোবিন্দদ্বাদশী, বসন্তোৎসব, চৈত্রকৃত্য, রামনবমী, দোলমহোৎসব, দমনকারোপণোৎসব, বৈশাখকৃত্য, অক্ষয়তৃতীয়া, নৃসিংহচতুর্দ্দশী, চাতুর্ম্মাস্য, শ্রাবণ-কৃত্য, পবিত্রার্পণ, ভাদ্রকৃত্য, শ্রীজন্মাষ্টমীব্রত, আশ্বিনকৃত্য, বিজয়োৎসব, ঊর্জ্জা বা কার্ত্তিককৃত্য, দীপমালিকা-মহোৎসব, গোবর্দ্ধনপূজা, রথযাত্রা, ভীষ্মপঞ্চক প্রভৃতি অসংখ্য ভগবৎ-

সেবানুকূল-কৃত্য-নির্ণয়ে যে জ্যোতিষ-সাহিত্য বিস্তার ক'রেছে, সেরূপ সাহিত্য আর অন্যত্র নেই। জ্যোতিঃ-শাস্ত্র—ষড়্‌বিধ বেদাঙ্গের অন্যতম এবং 'সকল শাস্ত্রের চক্ষুঃ' বলিয়া উক্ত। কর্ম্মকাণ্ডীয় যজ্ঞবিধিতে কাল-জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে এবং তজ্জন্যই জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রয়োজন অনুভূত হয়; কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডীয়-বিধিতে বুদ্ধি জড়ীভূত হ'য়ে গেলে আমাদের দিব্যচক্ষু অন্ধ হ'য়ে যায়। গৌড়ীয়-জ্যোতিষ-সাহিত্য আমাদিগকে সেরূপ অন্ধ ক'রে দেয় না। গৌড়ীয়গণের জ্যোতিষ-শাস্ত্র আদিপুরুষ গোবিন্দের সেবায় সুষ্ঠুভাবে নিযুক্ত। বর্ত্তমানযুগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কালজ্ঞ গৌড়ীয়-জ্যোতির্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গৌড়ীয় জ্যোতিষ-সাহিত্যের এক নবযুগ রচনা ক'রেছেন। প্রভুপাদ 'শ্রীসজ্জনতোষণী' ও নবদ্বীপ-পঞ্জিকা-সমূহে এই জ্যোতিষ-সাহিত্য-সম্পৎ কিরূপ সমৃদ্ধ ক'রেছেন, তা' বিশ্ব-জ্যোতির্জ্জগৎ একদিন উপলব্ধি করতে পারবেন। প্রত্যেক বার, তিথি, নক্ষত্র, মাস, ঋতু, বর্ষ, অব্দ, একাদশী, গৌড়ীয়গণের আবির্ভাব ও তিরোভাব-তিথি-সমূহ, সাত্বত-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের এবং গুরুগণের প্রকটাপ্রকট-তিথি প্রভুপাদ কিরূপ গৌড়ীয়-জ্যোতিঃ-পরিভাষায় প্রকাশিত এবং সেগুলি বাস্তব প্রয়োগবিধিতে পরিণত ক'রেছেন, তা' প্রভুপাদের গৌড়ীয়-জ্যোতিষ-সাহিত্য-সমূহ

আলোচনা কর্‌লেই সুধী-সমাজ উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌বেন। রূপানুগ-গৌড়ীয়গণই একমাত্র জ্যোতিঃ-সাহিত্য-সম্পদের পূর্ণ-মালিক; কেননা, তাঁরাই শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় সেবায় অভিজ্ঞ। প্রাগ্‌বুদ্ধযুগীয় "ত্রেধা নিদধে পদম্‌" প্রভৃতি বেদোক্তি কৃষ্ণ-লীলার দৈবরাশি এবং গৌর-কৃষ্ণাদি ভগবৎ-প্রাকট্যবিচারে জ্যোতিঃসিদ্ধান্তোপপত্তি-সাহিত্যে আলস্য অপসারিত হ'লে কৃষ্ণভজনে চিত্ত দৃঢ়তা লাভ করে।

গৌড়ীয়-সাহিত্য-নায়কের লীলা

গৌড়ীয়-সাহিত্য যে সার্ব্বভৌম-সাহিত্য, এ বিষয়ে বোধ হয়, আমরা একটু দিগ্‌দর্শন কর্‌তে পেরেছি। এই সার্ব্বভৌম-সাহিত্যের পূর্ণসম্পুট যখন বৃন্দাবন হ'তে শ্রীনিবাস আচার্য্য, ঠাকুর নরোত্তম ও শ্যামানন্দ—এই গৌড়ীয়-প্রভুত্রয়ের অধ্যক্ষতায় গৌড়দেশে অবতরণ কর্‌ছিল, তখন বনবিষ্ণুপুর-পথে সেই গৌড়ীয়-সাহিত্য-মঞ্জুষা অপহৃত হ'লো। এটাও একটা গৌড়ীয়-সাহিত্য-নায়কেরই খেলা। সাহিত্য-সরস্বতীপতি জানালেন,—'গৌড়ীয়-সাহিত্য এরূপ-ভাবে যুগে-যুগে আক্রান্ত হ'বে। কিন্তু আক্রান্ত হ'লেও এ অপ্রাকৃত বস্তুর চিরবিলোপ হ'বে না।' কিছুদিন পর গৌড়ীয়-সাহিত্য-মঞ্জুষার পুনরুদ্ধার হ'লো। আবার গৌড়-দেশে, গৌড়দেশে কেন, সমগ্র বিশ্বে সেই স্বরাট্‌-সাহিত্যের বিস্তার হ'তে থাক্‌লো।

গৌড়ীয়-সাহিত্যিক-বিভাগ

গৌড়ীয়-সাহিত্যিকগণকে আমরা দু'টা প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত কর্‌তে পারি। যাঁরা মধ্ব-সাহিত্যের খবর রাখেন, তাঁ'রা জানেন, মধ্ব-সাহিত্যিকগণের ভিতরে দু'টো বিশিষ্ট সম্প্রদায় আছে। এক সম্প্রদায়ের নাম—ব্যাসকূট, আর এক সম্প্রদায়ের নাম—দাসকূট। এই দুই সম্প্রদায়ই শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের পরে দাক্ষিণাত্যে বিশেষ ব্যাপ্ত হ'য়েছিলেন। ব্যাসকূট-সম্প্রদায়ের সাহিত্য সমস্তই সংস্কৃত ভাষায়, আর দাসকূট-সম্প্রদায় তাঁ'দের কন্নড়-মাতৃভাষায়—তাঁ'দের কথোপকথনের ভাষায় বিরাট্ সাহিত্য-সম্পদ্ রচনা ক'রেছেন। 'ন্যায়ামৃত'কার ব্যাসতীর্থকে অনেকে ব্যাসকূট-সাহিত্য-সম্প্রদায়ের প্রধান স্তম্ভ বলেন, আর কেহ কেহ নরহরিতীর্থকে দাসকূটের প্রতিষ্ঠাতা বলেন। এই দাসকূটের মধ্যে পুরন্দর দাস, কনক দাস, জগন্নাথ দাস প্রভৃতি বহু ত্যাগী এবং ভজনানন্দী পুরুষ কন্নড়-ভাষায় সুললিত-পদ্যে ভগবল্লীলার বহু পদ গ্রথিত ক'রে গিয়েছেন। দাসকূট-সম্প্রদায় কেবল লীলাকথা তাঁ'দের সাহিত্যে প্রকাশ ক'রে ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু সুললিত পদ্যের মধ্যে বহু বৈদান্তিক-বিচার লিপিবদ্ধ ক'রেছেন। দাসকূট-সম্প্রদায়ের সাহিত্যে কৃষ্ণ এবং ব্রজবধূগণের বিক্রীড়ার কথাও পাওয়া যায়। আর ব্যাসকূট-সম্প্রদায় সংস্কৃত-ভাষায় বেদান্ত-

বিষয়ক বিচার, পর-মতবাদ-খণ্ডন এবং ভগবল্লীলা-কথা বর্ণন ক'রে গিয়েছেন। বাদিরাজ স্বামী ব্যাসকূট-সম্প্রদায়ে প্রায় কুড়িটী সংস্কৃত বিস্তৃত গ্রন্থ লিখেও আবার কন্নড় ভাষায় বহু পদ রচনা ক'রে গিয়েছেন। এই বাদিরাজই অপ্যয়দীক্ষিতকে পরাজিত করেন। ইঁহার 'যুক্তিমল্লিকা'র সৌরভগুলিতে অতিসুন্দর সাহিত্য পরিস্ফুট হ'য়েছে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যকগণের ভিতরেও এইরূপ দু'টী শ্রেণী দেখ্‌তে পাওয়া যায়। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীবলদেব, শ্রীভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ প্রভৃতি যেন সেই ব্যাসকূটের সম্রাট্; আর চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, শ্রীরূপ, রঘুনাথ, বাসুঘোষ, ভজনানন্দী ঠাকুর নরোত্তম, গোবিন্দ-দাস, ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি যেন দাসকূটের মুকুটমণি।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের যুগবিভাগ

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যকে আমারা মোটামুটি পাঁচটী যুগে স্থাপন করতে পারি। প্রথম—**শ্রীচৈতন্য-পূর্ব্বযুগ** অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-লীলার পূর্ব্বের যুগ—যে যুগে আমরা ভারত-ভাগবত সাহিত্য হ'তে আরম্ভ ক'রে গৌড়-পুরের শ্রীজয়দেব, দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণবেন্বার তীরের শ্রীবিল্ব-মঙ্গল এবং পয়স্বিনী-তীরের সংহিতা-সাহিত্য, মহারাষ্ট্রের নামদেব তুকারাম, বীরভূম জিলার নান্নুর-গ্রামের চণ্ডীদাস, মিথিলার বিদ্যাপতি, কুলীনগ্রামের গুণরাজ খাঁ প্রভৃতি

মহাজনগণের সাহিত্য লক্ষ্য করি। দ্বিতীয়যুগ—**শ্রীচৈতন্য-সমসাময়িক ও শ্রীচৈতন্য-পরযুগ** অর্থাৎ মহাপ্রভুর প্রকট-লীলার পরে যে-সকল সাহিত্য প্রকাশিত হয়েছিল, সেই-সকল সাহিত্যের যুগ। তার মধ্যে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর 'কৃষ্ণলীলামৃত', শ্রীপাদ বিষ্ণুপুরীর 'ভক্তিরত্নাবলী', শ্রীভাগবত-আচার্য্যের 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী,' মৈথিল-কবি রঘুপতি উপাধ্যায়ের বিভিন্ন শ্লোকাবলী, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক এবং গোস্বামিগণের ও বৈষ্ণব-মহাজনগণের বিভিন্ন সাহিত্য-গ্রন্থ ও পদাবলী। তন্মধ্যে শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চা, কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরিতামৃত প্রভৃতিও স্থান পায়। তৃতীয়যুগ—**গোস্বামি-পরবর্ত্তিযুগ** অর্থাৎ মহাপ্রভুর অনুগত বৃন্দাবনীয় গোস্বামিবর্গ এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতির অপ্রকট-লীলার পরবর্ত্তিযুগ—যা কে শ্রীনিবাস আচার্য্য, ঠাকুর নরোত্তম ও শ্যামানন্দ-প্রভুর যুগ বা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের মধ্যযুগ বলা যে'তে পারে। এই যুগেও পদাবলী-সাহিত্য অনেক বিস্তার লাভ ক'রেছিল। চতুর্থযুগ—শ্রীবিশ্বনাথ **চক্রবর্ত্তী ঠাকুর** ও গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব **বিদ্যাভূষণ-প্রভুর যুগ**। এর সঙ্গে চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের শিষ্যানুশিষ্য শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তীর 'ভক্তিরত্নাকর', 'নরোত্তমবিলাস' প্রভৃতি গৌড়ীয়সাহিত্যের

যুগ সংশ্লিষ্ট হ'তে পারে। এর পরই গৌড়ীয়ের একটী অন্ধকার-যুগের সূচনা হয়—গৌড়ীয়-সাহিত্য-জগতে আচার-প্রচার প্রণালীর ব্যভিচার ও উদাসীনতার সঙ্গে-সঙ্গে নানাপ্রকার অপমল প্রবেশ করতে থাকে। যদিও চক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের সাহিত্যে অতিবাড়ী, চূড়াধারী প্রভৃতি অপ-সম্প্রদায়ের নিন্দা শুনতে পাওয়া যায়, তথাপি আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখিভেকী প্রভৃতি অপসম্প্রদায়িগণ গৌড়ীয়ের একটী দীর্ঘকালব্যাপী অন্ধকারের সময় তা'দের স্ব-স্ব-অপস্বার্থ পূরণ করবার এবং পরবর্ত্তিকালে তা'দের কুমতগুলির বীজ বিস্তারিত করবার জন্য স্ব-স্ব-মতবাদ-পোষক সাহিত্য সৃষ্টি করেছিল। গৌড়ীয়ের এই অন্ধকার-যুগেই অশ্বঘোষীয় মহাযান-সম্প্রদায়ের আনুগত্যে অনেক প্রাকৃত-সহজিয়া-সাহিত্য, আউল-বাউলের সাহিত্য, গৌরনাগরী-সাহিত্য প্রভৃতি সৃষ্ট হ'তে থাকে। কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে ভজনানন্দী মহাত্মা তোতারাম তাঁ'র সুপ্রচারিত সরল ছন্দে ঐসকল মতবাদ ও সাহিত্যকে নিরাস করবার চেষ্টা করলেও ভারতচন্দ্রের সাহিত্য এবং তাহার জীবনের উদাহরণ ঐসকল সহজিয়া সাহিত্যিক-গণের মত-পোষণে সাহায্য ক'রেছিল। অন্যদিকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ও আচারনিষ্ঠ শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারকের অভাব ও প্রাকৃত-সহজিয়া-সাহিত্য-সম্বর্দ্ধনে যথেষ্ট সুযোগ প্রদান ক'রেছিল। গৌড়দেশের গ্রামে-গ্রামে

অশিক্ষিত নিম্নসম্প্রদায়ের মধ্যে আউল-বাউল-সহজিয়া-সঙ্গীতের গ্রাম্য সুর-তান-মান-লয়-সমূহ হরিণের কর্ণে ব্যাধের বংশী-ধ্বনির মধুবৃষ্টির ধারার ন্যায় প্রবিষ্ট হ'য়ে যখন বাংলার অ-শিক্ষিত অতত্ত্বজ্ঞ সাধারণ সমাজের নৈতিক ও পারমার্থিক সর্ব্বনাশ সাধন কর্‌ল, তখন সহজিয়া-সাহিত্য আরো সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে পড়্‌লো। অন্যদিকে আবার মনসার গান, যাত্রা-গান প্রভৃতির অনুকরণে যখন অপ্রাকৃত-সাহিত্য-মঞ্জুষার গুহ্যতম সম্পুটে সংরক্ষিত রাইকানুর গান হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাটে বাজারে দগ্ধোদর-পূরণের পিপাসায়, ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছার উত্তেজনার পণ্যদ্রব্যের মত বিষয়ী ভোগীর নিকট বিকি-কিনি হ'তে আরম্ভ কর্‌লো, যখন গৌড়ীয়-সাহিত্যিক-গুরু 'ঠাকুর-মহাশয়ের 'প্রার্থনা'ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'-সাহিত্যের উপদেশ "আপনভজন-কথা না কহিবে যথা তথা" লঙ্ঘন ক'রে অপ্রাকৃত-গৌড়ীয়-সাহিত্য (?) সৌখিন-জড়বিলাসি-গণের একটা সখের জিনিষ বা বিদ্যাসুন্দর ও লয়লা-মজনুরই মত আর একটা সাহিত্যবিশেষ হ'য়ে দাঁড়া'ল—শিক্ষিত, সভ্য, সাধারণ নৈতিক-সমাজ যখন গৌড়ীয় সাহিত্যকে অশ্লীলতার অমেধ্যগর্ত্ত ব'লে তা'র প্রতি নাসিকা কুঞ্চন

গৌড়ীয় সাহিত্যে নবযুগ

কর্‌তে থাক্‌লেন, তখন গৌড়ীয় গোস্বামিগণের গৌরবের ধন সাহিত্য-সুরধনীকে যুগোচিত অমৃত-প্রবাহে প্রবাহিত

কর্‌বার জন্যে—গৌড়ীয়-সাহিত্যের এক **নবযুগ** রচনা কর্‌বার জন্যে, বিশেষতঃ গৌড়ীয়-গদ্য-সাহিত্যের ভাণ্ডার সম্বর্দ্ধিত কর্‌বার জন্যে গৌড়দেশে অপ্রাকৃত রূপানুগ নিত্যসিদ্ধ সাহিত্যিকবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আবির্ভূত হ'লেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারে শতাধিক গ্রন্থ প্রদান ক'রে গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারকে এক নবীন সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত কর্‌লেন। নিত্যসিদ্ধ গৌড়ীয়-সাহিত্যিকবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সাহিত্য-সম্পুট স্বতঃই সম্পূর্ণ। তাঁ'র সাহিত্যে সূত্র-সাহিত্য, কারিকা-সাহিত্য, শ্লোক-সাহিত্য, গীতি-সাহিত্য স্তোত্র সাহিত্য, কাব্য-সাহিত্য, উপন্যাস-সাহিত্য, দর্শন-সাহিত্য, বিজ্ঞান-সাহিত্য, অনুবাদ-সাহিত্য, ভাষা-সাহিত্য—সকলই আছে। তিনি কেবল যে গৌড়ীয়-ভাষায় গৌড়ীয়-সাহিত্য প্রকাশ ক'রেছিলেন, তা' নয়, ইংরেজী, সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষায়ও সর্ব্বপ্রথমে তিনি গৌড়ীয়ের ঠাকুরের প্রচারিত শুদ্ধভক্তির কথা জগতে প্রচারিত ক'রেছেন! গৌড়ীয় গোস্বামিগণের গ্রন্থাবলীর অকৃত্রিম নির্য্যাস-পীযূষ-ধারা একমাত্র ভক্তিবিনোদ-সাহিত্যেই গদ্য ও পদ্যের মধ্য দিয়ে বর্ত্তমানযুগে প্রকাশিত হ'য়েছে। গৌড়ীয় আচার্য্যগণ অনেকেই শ্রীবৃন্দাবনধাম সম্বন্ধে অনেক সাহিত্যগ্রন্থ লিখেছেন। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী, শ্রীপরমানন্দ দাস প্রভৃতি শ্রীনবদ্বীপধাম সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কিছু কিছু কথা

বল্‌লেও নবদ্বীপধাম-সম্বন্ধে বিপুল-সাহিত্য একমাত্র ঠাকুর ভক্তিবিনোদই প্রচার ক'রেছেন। তাঁ'র শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, শ্রীনবদ্বীপশতক-পদ্য, প্রমাণখণ্ড, শ্রীনবদ্বীপভাব-তরঙ্গ, সিদ্ধিলালসা প্রভৃতি ধামসম্বন্ধী গ্রন্থ গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ্। স্ফোট-সাহিত্যের কথা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি গ্রন্থে যেরূপ প্রকাশ ক'রেছেন, সেরূপ সুন্দর বিশ্লেষণ গৌড়ীয়-সাহিত্যে আমরা আর লক্ষ্য কর্‌তে পারি নাই। এতদ্ব্যতীত পদাবলী ও গীতি-সাহিত্যেও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা ক'রেছেন। তাঁ'র কল্যাণকল্পতরু, গীতমালা, গীতাবলী, রূপানুগ-ভজনদর্পণ, মনঃশিক্ষা, শরণাগতি, শোকশাতন, চাঁদবাউলের সঙ্গীত, শ্রীনামহট্টের গুটিকা প্রভৃতি গৌড়ীয়-পদাবলী সাহিত্যের উজ্জ্বলরত্ন। অনুবাদ-সাহিত্যের মধ্যে সম্বন্ধতত্ত্ব-চন্দ্রিকা, সারার্থবর্ষিণীর রসিক-রঞ্জন-ভাষাভাষ্য, গীতাভূষণ-ভাষ্যের বিদ্বদ্রঞ্জন-ভাষাভাষ্য, তত্ত্বমুক্তাবলীর ভাষা-ভাষ্য, ব্রহ্মসংহিতার 'প্রকাশিনী', কৃষ্ণকর্ণামৃতের ভাষা-ভাষ্য, সিদ্ধান্তদর্পণের ভাষাভাষ্য, উপদেশামৃতের পীযূষবর্ষিণী-বৃত্তি ও উপদেশামৃত-ভাষা, ভাগবতামৃতের ভাষা-ভাষ্য, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য, শ্রীভাগবতামৃত, ভজনামৃত, সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, বিলাপকুসুমাঞ্জলি প্রভৃতির ভাষা-ভাষ্যগুলি প্রসিদ্ধ। তাঁ'র ইংরেজী-সাহিত্যের মধ্যে উড়িষ্যার মঠ, ভাগবত-স্পীচ, রিফ্লেকৃসন্, ঠাকুর-হরিদাসের সমাধি-সম্বন্ধে

কবিতা, পুরীর জগন্নাথ-মন্দির ও পুরীর আখ্‌ড়া প্রভৃতি এবং 'নিত্যরূপসংস্থাপনম্'-সম্বন্ধে রিভিউ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁ'র উর্দ্দু ভাষায় রচিত "বালিদে রেজেষ্ট্রী" এবং সংস্কৃত-ভাষায় শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, শিক্ষাষ্টকের সম্মোদন-ভাষ্য, ভাবাবলীর সংস্কৃতটীকা, শ্রীচৈতন্যোপনিষদের টীকা, সটীক আম্নায়সূত্র, তত্ত্বসূত্র, ঈশোপনিষদের বেদার্কদিধীতি, গৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র, স্বনিয়মদ্বাদশকম্ প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ এবং গোস্বামিগ্রন্থ-দুগ্ধসমুদ্রের নবনীত-সরস্বরূপ ও গোস্বামি-গ্রন্থাবলী বুঝ্‌বার উপক্রমণিকা ও প্রবেশিকাস্বরূপ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীজৈবধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত, শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা, তত্ত্বসূত্র, আম্নায়সূত্র, তত্ত্ববিবেক এবং শ্রীসজ্জনতোষণীর প্রবন্ধমালা, অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর-শিক্ষা, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, শ্রীহরিনাম চিন্তামণি, ভজনরহস্য প্রভৃতি গ্রন্থ গৌড়ীয়-সাহিত্য-জগতে অতুলনীয়।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-সাহিত্য

গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারে এসকল সাহিত্যরত্ন প্রকাশিত হ'বার পরও যখন আমরা সাহিত্য-চর্চ্চার নামে সাহিত্যের বঞ্চনাময় আবরণে আবৃত হ'বার বিপদ্ বরণ ক'রে নিচ্ছিলাম—সাহিত্যকে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত না ক'রে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণে অথবা রাহিত্যের অভিযানে নিযুক্ত

কর্‌ছিলাম—গৌড়ীয়-সাহিত্য-সমুদ্রে যখন একটা ভীষণ কাল-বৈশাখী দেখা দিয়ে তুফান উঠিয়েছিল, আর আমরা যখন সেই কাল-বৈশাখীর ঝাপ্‌টা বায়ুযোগে আহৃত জড়জগতের রাশি-রাশি ধূলি ও বালুকণায় অন্ধনয়ন হ'য়ে পড়্‌ছিলাম, তখন অমন্দোদয়-দয়ানিধি শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবিনোদ-দয়া আমাদের নিকট শ্রীচৈতন্য-সাহিত্য-সরস্বতীকে প্রকাশ ক'রে চৈতন্য-সাহিত্যাঞ্জন-শলাকায় আমাদের অন্ধ নয়ন উন্মীলিত ক'রে দিলেন। তাঁর বর্ত্তমানকালের সাহিত্যের স্রোতোগতি যদি একটুকু বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যায়, তা' হ'লে দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, সাহিত্যিকগণ যেন মুক্তবল্‌গ-সাহিত্যের সাহায্যে প্রকৃতিকে নানাভাবে ভোগ কর্‌বার জন্য উদ্দামভাবে ছু'টেছেন। বিরাট্‌-প্রকৃতিরই একটা ক্ষুদ্রতম অংশরূপা যোষিৎ ভোগ ক'রে যে অতৃপ্ত ভোগ-কামনা থেকে যায়, সেই অতৃপ্ত-ভোগ-তৃষ্ণানলের লেলিহান কোটি জিহ্বাকে মহামোহিনী প্রকৃতির উপর প্রয়োগ ক'রে পিপাসা-শান্তির জন্য যে প্রয়াস, সেটাই বর্ত্তমান জগতের প্রাকৃত-সাহিত্যিকের সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রকাশিত। শুধু প্রকৃতিকে ভোগ কর্‌বার বাসনাটুকু নহে—সেই বাসনা অতিব্যাপ্ত হ'য়ে রাবণের সীতাহরণ-চেষ্টার ন্যায় ভগবচ্ছক্তিভোগের দুর্ব্বুদ্ধিও পোষণ কর্‌তে ব'সেছে! এখন আর শুধু জড়জগতের ভাবনা নিয়ে সাহিত্য-রচনা আবদ্ধ থাক্‌ছে না, এখন বৃন্দাবন-লীলা, রাইকানুর পিরীতি,

চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-প্রভৃগণকেও প্রাকৃত-সাহিত্যের মধ্যে টেনে আন্‌বার উদ্যম-চেষ্টা হ'চ্ছে। বজ্রাঙ্গজী মহারাজ যেরূপ বীরদর্পে রাবণের দুর্ব্বুদ্ধির বাধা দিয়েছিলেন—রাবণের সীতাহরণকে মায়া-সীতাহরণ ব'লে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, সেরূপ গৌড়ীয়-সাহিত্যাচার্য্য বর্ত্তমানকালের প্রকৃতিভোগ-প্রবণ সাহিত্য-বিশ্বে স্বীয় স্বতন্ত্র স্বতঃসিদ্ধ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য রক্ষা ক'রে আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি-গ্রন্থিসমূহকে ছেদন ক'রে দিচ্ছেন। তাঁ'র সাহিত্যের একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, তা' কোন প্রকৃতিভোগকামীর ইন্দ্রিয়তর্পণের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে না বা দুর্জ্জন-তোষণে প্রশ্রয় দেয় না। সুতরাং ঐরূপ শ্রেণীর ব্যক্তি সেই ঈশ-সেবাপ্রাণ সাহিত্যকে দুর্ব্বোধ্য ও শুষ্ক ব'লে ভয়ে-ভয়ে দূরে থাকে। এই সাহিত্যাচার্য্যের সজ্জনতোষণ-সাহিত্যের এমন একটা সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান যে, তা'র এক-একটী শব্দ যেন এক-একটী অফুরন্ত সুসিদ্ধান্ত সন্মণিখনি আবিষ্কার ক'রে দেয়—কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের চরমকাষ্ঠা নির্ণয় ক'রে দেয়। এই সাহিত্যের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, তাহা কোন কদর্থকারীর দুরভিসন্ধি-দ্বারা স্বারস্য ভিন্ন দ্বিতীয়-ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাত হ'তে পারে না। তার গতি সহজ ও সরল। দু'দিকে এমনভাবে সুরক্ষিত যে, কোন দিক্ হ'তেই কোন খল এসে সেই কৃষ্ণপাদচারণ-ভূমিকাকে কোন প্রকারেই বিন্দুমাত্র দূষিত বা পরিবর্ত্তিত কর্‌তে পারে না।

এই গৌড়ীয় সাহিত্যাচার্য্যই সমগ্র পূর্ব্ব গৌড়ীয়-সাহিত্যিক-গুরুগণের সাহিত্য-সেবার—সাহিত্য-সাধনার অক্ষয় বিজয়-স্তম্ভ স্থাপন কর্‌বার জন্য বৈষ্ণবমঞ্জুষা-নামক একটী গৌড়ীয়-সাহিত্য-বিশ্বকোষের দ্বার উদ্‌ঘাটন ক'রেছেন। গৌড়ীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডার নানা মহামণি-মরকতে, অলঙ্কার-কৌস্তভে, রত্নাবলীতে, নীলকান্তমণিতে পরিপূর্ণ হ'লেও এসকল অপ্রাকৃত সন্মণি-অমূল্যরত্নকে চিররক্ষা কর্‌বার একটী অপ্রাকৃত বিপুল-মঞ্জুষা বা কোষের আবশ্যকতা ছিল—বিশ্ববৈষ্ণব-সাহিত্যের একখানা সম্পূর্ণ বিশ্ব-কোষের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যের—বিশ্ববৈষ্ণব-সাহিত্যের এই একটী বিপুল-সেবা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আরম্ভ ক'রেছেন। এই মঞ্জুষা হ'তে বিশ্বের দুয়ারে গৌড়ীয়-সাহিত্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হউক—গৌড়ীয়-সাহিত্যের গৌরব-প্রদর্শনী বিশ্বের প্রতি-গ্রামে প্রতি নগরে উদ্‌ঘাটিত হউক। আমরা গৌড়ীয়-সাহিত্য-সম্রাটের বাণী শিরে ধারণ ক'রে যেন চিদেকরস শ্রীমদ্‌সাহিত্য-সেবায় অগ্রসর হ'তে পারি,—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র তরঙ্গ॥"

সভাপতির অভিভাষণ

আজ আপনারা এই ভগবৎ-প্রেমিক বক্তার নিকট অপূর্ব্ব কথা-মাধুরী শ্রবণ কর্‌লেন। এ কথাটী আমি স্তুতি ক'রে বল্‌ছি না, সত্য-সত্যই প্রাণের কথা প্রাণ হ'তে ব্যক্ত কর্‌ছি। আমি যখন বিজ্ঞাপনে 'গৌড়ীয়-সাহিত্য' সম্বন্ধে আজ কিছু বলা হ'বে দেখেছিলাম, তখন মনে করেছিলাম, বক্তা কতকগুলি সাধারণ সাহিত্য-গ্রন্থের নাম ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা কর্‌বেন; কিন্তু আজ যখন গৌড়ীয় মঠের এই প্রেমিক বক্তা 'সাহিত্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা কর্‌লেন, তখন সাহিত্য-জগতে যেন এক নূতন আলোকের প্রভা ছড়িয়ে পড়্‌ল। প্রকৃত প্রস্তাবে 'সাহিত্য' শব্দের এরূপ ব্যাখ্যাই সমীচীন। যাঁরা ব্যাকরণ না জানেন, তাঁরাও একথাটী বুঝতে পারেন যে, "সহিত" শব্দ থেকে 'সাহিত্য'-শব্দ নিষ্পন্ন। 'সংহিত' বা 'সহিত'-শব্দ একই। 'সংহিত' অর্থে—মিলন; যেখানে পূর্ণ মিলন না হয়, সেখানে সাহিত্য হ'তে পারে না।

ভক্তি-শব্দের অর্থ অনুধাবন করলেও জানা যায়, যাহা ভাগীদার করে, তাহা ভক্তি। ভক্তিই পূর্ণমিলনের পথ দেখা'তে পারে। যদ্দ্বারা আমরা ভগবানের মাধুর্য্যের ভাগীদার হই, তার নামই ভক্তি। যিনি আপনাকে ভগবানের সেবায় একতানযুক্ত করতে পারেন, তিনিই বিশ্বপ্রেমিক।

কর্ম্ম ও জ্ঞানের পথে মিলন হ'তে পারে না। কর্ম্ম মিলনের কুহক দেখিয়ে আপনাকে বিড়ম্বিত করে, আর জ্ঞান মিলনের একটা আংশিক ছায়া দেখিয়ে মাঝপথে নিরস্ত হয়। সেবার পথেই মিলন। সেবার পথ জগতের সকলের অস্তিত্বের সঙ্গে তা'র অস্তিত্ব মিলাতে পারে, সকলের ভিতরে ভগবানের অধিষ্ঠান জেনে সকলকে আলিঙ্গন করতে পারে। ভগবানেই সমস্ত ভাবের পরিপূর্ণতা। তিনি ঔপনিষদের নিকট ব্রহ্ম, হৈরণ্যগর্ভের নিকট ঈশ্বর, আর ভক্তের নিকট ভগবান, তিনি অদ্বয়জ্ঞান। সেই ভগবানের ভক্তের সহিত জগতের সকলেই মিলনে বদ্ধ। প্রকৃত 'সংহিত' বা মিলন সেখানে—যেখানে সেই ভগবানের সেবার পূর্ণ বিকাশ। যে শব্দরাশি মিলনের সন্ধান না দেয়, তা'র 'সংহিতা' নাম হ'তে পারে না। ভগবানের সঙ্গে মিলন করা'তে পারে ব'লে—ভক্তির সন্ধান দিতে পারে ব'লে, বৈদিক-সাহিত্যের নাম—'সংহিতা'। গৌড়ীয়-মঠের বক্তাও ব'লেছেন, বৈদিক-সাহিত্য ভক্তিরই সাম গান গেয়েছেন; এ কথা ঠিক। যেখানে পূর্ণতা ও প্রীতির সমাবেশ—যেখানে পরিপূর্ণ প্রীতি, তাহাই সাহিত্য। আমরা মনে করি,—আমাদের দেহ, আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপ্রতিবাসী, সমাজ, স্বদেশ—এসকলই আমাদের প্রীতির নিদান; কিন্তু ভগবদ্ভক্তের কাছে প্রীতিটা অতটুকু সঙ্কীর্ণ ও ক্ষণিক নয়; তাঁ'দের প্রীতি প্রীতির প্রতিপাদ্য-বিষয়কে কেন্দ্রীভূত

করে, পূর্ণকে আশ্রয় করে। তাই তাঁ'রাই বিশ্বপ্রেমিক হ'তে পারেন। প্রীতির পূর্ণতা—সমগ্রতা আছে। পূর্ণতা ও প্রীতি একই অর্থবাচক। যখন পূরিপূর্ণকে কেন্দ্র ক'রে সকলের সঙ্গে প্রেম হয় এবং যখন সাহিত্য সেই প্রীতির পূর্ণতা দেয়, তখনই সাহিত্য মুখ্য, নতুবা গৌণ।

গৌড়ীয়-মঠের বক্তা বলেছেন, সাহিত্যের প্রতিপাদ্য—সাহিত্যের নায়ক—নন্দকুলচন্দ্রমা—'রসো বৈ সঃ'—অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি,—এ কথা ঠিক। সাহিত্যের প্রাণ—রস, হ্লাদৈকময়ী কবিতা। আনন্দই সাহিত্যের প্রাণ। লৌকিক সাহিত্যে এ প্রাণের পূর্ণতা পাওয়া যায় না; কেননা, আমি যখন নাট্যাভিনয় দর্শন করি, তখন রসের দ্বারা যে আনন্দ পাই, সে আনন্দ ফুরিয়ে যায়; তা' ক্ষণিক, তা' অক্ষুণ্ণ নয়, তা'তে জগতের সঙ্গে পূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। গৌড়ীয়-মঠের প্রেমিক বক্তা আরও ব'লেছেন, ভাগবতে ও গোস্বামিগণের সাহিত্যেই পূর্ণ প্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বাস্তবিকই ভগবৎপ্রেম যখন পরম-তৃপ্তি দেখিয়ে দিতে পারে, তখনই যথার্থ সাহিত্য-সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন,—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"

মহাপ্রভু এইসকল অলৌকিক-সাহিত্য,—সাহিত্যের প্রকৃত পাত্র যাঁরা, তাঁদের সঙ্গে আস্বাদন কর্‌তেন। আজ গৌড়ীয়-মঠের বক্তা যা' বল্লেন, তঁা'র প্রত্যেক কথাটী বিশ্লেষণ, আলোচনা ও ভাব্‌বার যোগ্য; তাঁ'র কথার ভিতরে অনেক জিনিষ নিহিত রয়েছে। তিনি যা' বলেছেন, সেগুলি যদি শ্রোতৃমণ্ডলী বাড়া গিয়েও আলোচনা করেন, যা'বার পথে আলোচনা করেন এবং ভবিষ্যতে এসব কথা ভাবেন, তা' হ'লে আমার দৃঢ়বিশ্বাস,—আপনারা ধন্য হ'বেন।

রায় বাহাদুর ব্যানার্জ্জি

অতঃপর রায় বাহাদুর গোবিন্‌লাল ব্যানার্জ্জি বলেন যে, আজকে গৌড়ীয়মঠের 'গৌড়ীয়' পত্রের সম্পাদক পরম-পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় 'গৌড়ীয়-সাহিত্য' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা প্রদান করেছেন, তা' বাস্তবিকই হৃদয়স্পর্শী। তিনি গৌড়ীয়-সাহিত্যের সুন্দর বিশ্লেষণ ক'রে 'সাহিত্য' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তা' আজ ব্যাখ্যা ক'রে সকলের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার ও নব আলোক প্রদান করেছেন। বাস্তবিকই যা'দ্বারা ভগবানের সহিত নিত্য সঙ্গ হয়, তাহাই 'সাহিত্য'। একটা কথায় আজ আমার বড়ই আনন্দ হ'লো,—ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথায়। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে এ অভাগার ভাগ্যে তাঁ'র সঙ্গে দেখা হয়েছিল; তখন দেখেছিলাম তঁা'র সেই প্রেমে-

গড়া মূর্ত্তিটী। মহাভাগবতের যে-মূর্ত্তিতে সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ-দর্শন —সর্ব্বভূতে কৃষ্ণানুসন্ধান, তাঁর প্রেমময়-মূর্ত্তিতে তা' প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁ'তে প্রকৃত সাহিত্য ছিল, তাঁর তৃণাদপি সুনীচ-ভাবের আদর্শ, এবং কৃষ্ণময়-জগদ্দর্শন আমাকে মুগ্ধ ক'রেছিল। সেরূপ বিশ্বপ্রেমিকের আদর্শ নিয়ে আমাদের সকলের প্রতি প্রেম করতে হ'বে।

—ঃ*ঃ-